লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ২০তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ১১ রজব, ১৪৩৬ হিজরি | ৩০ শাহাদত, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩০ এপ্রিল, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

ধর্ম-সৌহার্দ্য-শান্তি
Religion-Harmony-Peace

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে
আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

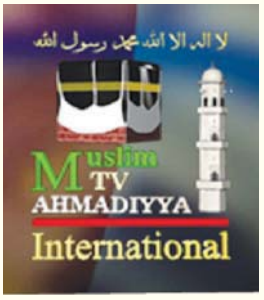

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

নেপালে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও কয়েক সহস্র প্রাণহানি ঘটায় আমরা আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি

২৫ এপ্রিল ২০১৫ বাংলাদেশসহ নেপালে যে ভূমিকম্প আঘাত হানে তা সম্পর্কে সবাই অবগত। ভয়ংকর এ ভূমিকম্পের আতঙ্কে মানুষ দিশেহারা। এবারের ভূমিকম্পে শুধু নেপালেই নিহতের সংখ্যা ৫০০০ ছাড়িয়েছে। আমাদের দেশে হতাহতের সংখ্যা অনেক কম হলেও বিভিন্ন ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যাপক এই ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণ হানিতে যারা সহায়-সম্পদ হারিয়েছেন আর স্বজন হারিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

ইমামে আখেরুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি সতর্কবাণী

নেপালে এই ভূমিকম্পে যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে তা ২০টি পারমানবিক বোমার ধ্বংস যজ্ঞের সাথে তুলনীয়। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০১৫, পৃ ১৪, কলাম ৪-৫)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেভাবে ঘটে চলছে, এতে নিশ্চিত বলা যায় এসব খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত সতর্ককারীর কথায় কর্ণপাত না করার ফল। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছে কিন্তু জগদ্বাসী তাঁকে গ্রহণ করছে না। অথচ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে এসব প্রাকৃতিক দৈব-দুর্যোগের মহা বিপদ সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে বলেছেন–

"মনে রেখ! খোদা তা'লা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় জেনো, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকায় যেমন ভূমিকম্প এসেছে, সেরূপ ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায়ও আসবে। এদের মধ্যে অনেকগুলো কিয়ামত সদৃশ হবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হবে যে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে। এ মৃত্যু হতে পশু পাখিও রক্ষা পাবেনা। পৃথিবীতে এমন ধ্বংস দেখা দেবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এমন ধ্বংস কখনও আসেনি এবং অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনও কোন জনপদ ছিল না। এর সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এসব অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও দর্শনের পুস্তকে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দেবে যে, পৃথিবীতে একি হতে চলেছে? অনেকে রক্ষা পাবে এবং অনেকে বিনষ্ট হবে। সেদিন সন্নিকটে এবং তোমাদের দ্বারপ্রান্তে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। দুনিয়া তখন কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দেবে, কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটি এজন্য হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং মন-প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে-যা এক দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তরালে ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ- "এবং আমরা (সতর্ককারী) রাসূল না পাঠিয়ে আযাব অবতীর্ণ করি না।" তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রর্দশন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে। ***হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূণ্য প্রত্যক্ষ করছি।***

সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সয়ে গেছেন। কিন্তু এখন রুদ্রমূর্তিতে তিনি স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। ***নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।*** তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর ; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। খোদাকে যে অভাগা পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা সে জীবিত নয়, বরং মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২১৪-২১৫)

আমরা এশিয়াবাসী তথা আমাদের প্রিয় স্বদেশবাসীর মঙ্গল কামনায় উপরোক্ত সতর্কবাণীর প্রতি সবিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তারা অবজ্ঞাভরে এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা না করে এর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবেন আর এসব দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাগতিক উপায়-উপকরণের ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল না হয়ে মহান আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষি হবেন। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর নিজ রহমতের চাঁদরে সুরক্ষা দান করুন।

সূচিপত্র

৩০ এপ্রিল, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।** ৬

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৮
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

কলমের জিহাদ ২১
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আল্লাহ্‌পাক নারী-পুরুষের মাঝে প্রেমময় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন ২৪
মাহমুদ আহমদ সুমন

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি ২৬
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা ২৯
খন্দকার আজমল হক

প্রচ্ছদ কাহিনী– ৩২
আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সংবাদ ৩৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৪

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৭

এমটিএ বিজ্ঞপ্তি ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿۸۸﴾

৮৮। আর আমরা অবশ্যই তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত (আয়াত)[১৫২২] এবং মহান কুরআন দান করেছি।*

১৫২২। "সাবআম মিনাল মাসানী" অর্থ বার বার গঠিত (আয়াত)। হযরত উমর, আলী, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাস'উদ (রা.)-এর মত বিখ্যাত বুযুর্গানের মতে উক্ত শব্দাবলী (বাক্যাংশ) কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল্-ফাতেহার প্রতি নির্দেশ করে। কারণ এটা বার বার প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে আবৃত্তি করা হয়। হযরত নবী করীম (সা.) বলেছিলেন, "আল সাব আল মাসানী, কুরআন করীমের প্রথম পরিচ্ছদ" (বুখারী)। এই সূরাকে কুরআনের জননী (উম্মুল কুরআন) এবং কুরআনের প্রথম অধ্যায় ফাতিহাতুল কিতাবও বলা হয়। হযরত যাজ্জায ও হযরত হাইয়ানের মতে এর এই নাম দেয়া হয়েছে এই কারণে যে এটা আল্লাহ্ তা'লার গুণ এবং প্রশংসা কীর্তন করে। সূরা ফাতিহার পরবর্তী বাকি সমগ্র অংশকে 'মহান কুরআন' (আল কুরআনুল আযীম) বলা হয়েছে। অবশ্য এই নাম প্রথম সূরার জন্যও প্রযোজ্য। কারণ কোন পুস্তকের কোন অংশকেও সেই পুস্তকের নামেও অবহিত করা হয়। হযরত নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা হচ্ছে মহান পবিত্র কুরআন (মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮)। প্রকৃতপক্ষে এই সূরা ফাতিহা সমস্ত কুরআনের সারমর্ম অথবা যেমন বলা হয়ে থাকে এটা কুরআনের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। কারণ সমুদয় কুরআনের চুম্বক বা সারাংশ এই সূরা ফাতিহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। 'মাস্‌না' বহু বচনে 'মাসানী'। মাসনা এর অর্থ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা। এই আয়াতের মর্ম হচ্ছেঃ সূরা ফাতিহা আল্লাহ্ তা'লার সকল সিফাত বা গুণের বিস্তারিত ও ব্যাপক বর্ণনাকারী। 'মাসানী' এর অর্থ উপত্যকার মোড় ঘুরা ও দিক পরিবর্তন করাও হয়। এই অর্থে আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আল্ ফাতিহা মানুষের জীবনের মোড় আল্লাহ্‌র দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং মানুষ আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

*['সাবআন মিনাল মাসানী' এর দ্বারা সূরা ফাতিহার আয়াতগুলোকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। এর বিষয়বস্তু কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া সব 'মুকাত্তায়াত' (কুরআনের কোন কোন সূরার প্রারম্ভে বিচ্ছিন্ন অক্ষর দিয়ে শব্দ সংক্ষেপ করা হয়েছে। এগুলো হলো হরুফে মুকাত্তায়াত যেমন আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম মিম রা ইত্যাদি) ও সূরা ফাতিহা থেকেই নেয়া হয়েছে। সমগ্র কুরআনের মুকাত্তায়াতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সব ক'টি সূরা ফাতেহার মাঝে বিদ্যমান। এগুলো ছাড়াও সূরা ফাতিহার সাতটি এমন অক্ষর রয়েছে যা কোন মুকাত্তায়াতে ব্যবহৃত হয় নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক অনুদিত কুরআন করীমের উর্দু অনুবাদ দ্রষ্টব্য)]

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম অভিভাবক

কুরআন :

আর তিনি তাকে এমন দিক থেকে রিয্‌ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকনে। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা তালাক ঃ ৪)

হাদীস :

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট। এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।' আর লোকেরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত (খন্দকের যুদ্ধ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর। তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল। তারা বলেছিল, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক (বুখারী)।

ব্যাখ্যা :

পৃথিবীতে মানুষ সর্বদাই মহাশক্তির আশ্রয়ের সন্ধানে রয়েছে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা ও জীবিকার কারণে নিজ হতে শক্তিশালী সত্তার সন্ধান করে আসছে। তাই আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, কখনও সূর্য, চন্দ্র, তারকা বা কখনও গাছপালা বা কখনও মাটির বিভিন্ন আকৃতি বা মানুষকে মহাশক্তিধর এদের পূজা আর্চনা করেছে, যাতে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পায়। অপরদিকে সবকিছুর মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ্‌ তাআলা এক লাখ চব্বিশ হাজার বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়ে মানবজাতিকে সংবাদ দিয়ে আসছেন তোমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী; তোমরা তাঁর উপাসনা কর। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

খোদা তা'লা তাঁর মহাপরাক্রমশালী সত্তাকে যুগে যুগে মানবজাতির সামনে তাঁর ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা দিনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান আনে ও তাঁর ওপর ভরসা রাখে।

কুরআনের আয়াতটিতে আল্লাহ্‌ তা'লা জানাচ্ছেন, যে খোদা তা'লার ওপর ভরসা রাখে খোদা তার জন্য যথেষ্ট হন। তার সকল সমস্যার সমাধানকারী হন।

হাদীসে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী দু'জন মহানবীর দু'টি এমন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যা হতে উত্তরণ লাভ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও দ্বার সম্ভব নয়। প্রথমটি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আগুনে নিক্ষেপ করার ঘটনা। দ্বিতীয়টি খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা। দুটি ঘটনাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার মুকাবেলায় শত্রুরা প্রবল ক্ষমতাধর ও নিজ ভাবনায় অপরাজেয় ছিল।

কিন্তু খোদার বান্দারা ঐ সময় যখন মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে বলে উঠলেন, 'হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল' আর খোদাও তা দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি উত্তম অভিভাক ও তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

এই হাদীসে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা যেন আমাদের জীবনে কখনও খোদার ওপর আস্থা না হারাই। আমাদের সবকিছুই তিনি। আমরা যদি তাঁকে সব কিছু মনে করি তবে তিনি আমাদের সর্বোত্তম অভিভাক। আল্লাহ্‌ করুন আমরা যেন সবাই খোদার ওপর পূর্ণ ভরসাকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

মহান সৃষ্টি কর্তার পরিচয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"তাঁর কুদরতসমূহ অপরিসীম ও অনন্ত এবং তাঁর বিস্ময়কর কার্যাবলী কুলকিনারা বিহীন। এবং তিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জন্যে তাঁর নিয়ম–নীতিকেও বদলে দেন। কিন্তু এ বদলানোর ব্যাপারটিও নিয়মেরই আওতাভুক্ত। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দ্বারে এক নতুন আত্মায় উপস্থিত হয় এবং নিজের মধ্যে বিশেষ এক পরিবর্তন কেবলমাত্র তাঁর তুষ্টিলাভের জন্যে সৃষ্টি করে তখন খোদা তা'লাও তার জন্যে নিজের মধ্যে এক রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। অন্য কথায়, সেই বান্দার প্রতি যে খোদা প্রকাশিত হলেন, তিনি যেন ভিন্ন কোন খোদা, যেন সে খোদা নন যাঁকে সাধারণ লোকে জানে। যার ঈমান দুর্বল সেরূপ ব্যক্তির কাছে তিনি দুর্বলের ন্যায় প্রকাশিত হন।

যে ব্যক্তি ঈমানী অবস্থার ক্ষেত্রে শক্তিহীন যেন সে মৃত, খোদা তা'লাও তাকে তাঁর সাহায্য দানে হাত গুটিয়ে নীরব হয়ে যান যেন নাউযুবিল্লাহ্ মরে গিয়েছেন।

কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সমীপে এক মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান নিয়ে উপস্থিত হয় তিনি তাকে দেখিয়ে দেন যে, তার সাহায্যকল্পে তিনিও শক্তিশালী। অনুরূপভাবে মানবীয় পরিবর্তনসমূহের মোকাবেলায় ঐশীগুণাবলীতেও পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি ঈমানী অবস্থার ক্ষেত্রে শক্তিহীন যেন সে মৃত, খোদা তা'লাও তাকে তাঁর সাহায্য দানে হাত গুটিয়ে নীরব হয়ে যান যেন নাউযুবিল্লাহ্ মরে গিয়েছেন।

কিন্তু এ যাবতীয় পরিবর্তনসমূহ তিনি তাঁর নিয়ম-নীতির আওতার মধ্যেই নিজের পবিত্রতা অনুযায়ী করে থাকেন। এবং যেহেতু কোন মানুষই তাঁর নিয়মের শেষ সীমা-রেখা টানতে অক্ষম, সেহেতু কোন অকাট্য দলিল ব্যতিরেকে যা উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট হয় ত্বরিৎ এরূপ আপত্তি করা যে, অমুক বিষয়টি প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বোকামী বৈ কিছুই নয়। কেন-না যে জিনিসের এখনও সার্বিক সীমারেখা চিহ্নিত হয়নি এবং কোন অকাট্য দলিলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে সম্বন্ধে কে-ই বা রায় দিতে পারে!"

(চশমা-এ-মা'রেফাত পৃঃ ৯৬, ৯৭)

"তিনি জড় চক্ষু ছাড়া দেখেন, জড় কর্ণ ছাড়া শুনেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এরূপে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন তাঁর কাজ, যেমন তোমরা দেখতে পাও যে স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ব্যতীত তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন।

বস্তুতঃ এভাবেই যাবতীয় কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। মূর্খ সে, যে তাঁর শক্তির মহিমা অস্বীকার করে। সেই ব্যক্তি অন্ধ, যে তাঁর গভীর শক্তিনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, সে সব ছাড়া বাকি সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। তিনি আপন সত্তায়, গুণে, কার্যে ও শক্তিতে এক-অদ্বিতীয়, এবং তাঁর নিকট পৌঁছবার নিমিত্ত একটি ভিন্ন অপর সকল দ্বারই রুদ্ধ। এই দ্বার কুরআন মজীদ উদঘাটন করেছে।"

(আল্ ওসীয়্যত পুস্তক থেকে)

জুমুআর খুতবা

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর অবদান

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি আর এই দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিদর্শন প্রার্থনা করেছিলেন কেননা ইসলামের ওপর অমুসলমানদের আক্রমন চরম রূপ ধারণ করেছিল বা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তাই তিনি (আ.) চিল্লাকশী (চল্লিশ দিন দোয়া করা-অনুবাদক)করেন আর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ তাকে এক অসাধারণ নিদর্শনের সংবাদ দেন। এখন আমি এর বিস্তারিত বিবরণে যাবো না। এই বিষয়ে পূর্বেও আমি কয়েকটি খুতবা দিয়েছি। তাছাড়া প্রতি বছর জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জলসাও হয়ে থাকে যাতে

জামা'তের ওলামা এবং বক্তাগণ এ বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন। আর এর বিস্তারিত বিবরণ জামা''তের এসেই থাকে। এ বছরও ইনশাল্লাহ্ তা'লা তা আসবে। আজকাল এ সম্পর্কে জলসাও হচ্ছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যা বলেছেন তা তাঁর নিজের ভাষায় আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এর সকল দিক আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কতিপয় কথা, কতেক উদ্বৃতি উপস্থাপন করব। ১৯৪৪ সনে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আজ এই ভবিষ্যদ্বাণীর ৫৯তম বছর আরম্ভ হচ্ছে।

আজ থেকে পুরো ৫৮ বছর পূর্বে আজকের দিনে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি এই হুশিয়ারপুরে (এটি হুশিয়ারপুরে প্রদত্ত বক্তৃতা) এবং এই বাড়িতে যা এখন আমার সামনে রয়েছে, অর্থাৎ যেখানে তিনি বক্তৃতা করছিলেন সেই মাঠের সামনেই বাড়িটি ছিল। এমন এক বাড়িতে যা তখন তাবেলা হিসেবে পরিচিত ছিল, অর্থাৎ তা বসতবাড়ী ছিল না বরং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অপ্রয়োজনীয় বাড়িগুলোর একটি ছিল যাতে ঘটনাক্রমে হয়তোবা কোন অতিথি অবস্থান করত অথবা সেখানে তারা স্টোর করার ব্যবস্থা রেখেছিল বা প্রয়োজনে পশুর পাল রাখার জন্য ব্যবহার হতো, কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের বাসিন্দারাও ভালভাবে চিনত না, ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি মানুষের বিরোধিতা দেখে, নির্ভৃতে নিজ প্রভুর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন যাচনা করার জন্য আসেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করেন।

চল্লিশ দিন দোয়ার পর খোদা তা'লা তাকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হলো, আমি কেবল তোমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ করব না, শুধুমাত্র তোমার নামই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব না বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরও মহিমার সঙ্গে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করবো যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আধার হবে। সে ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদা তা'লার বাণীর তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবে। রহমত এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে আর ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান যা ইসলাম প্রচারের জন্য আবশ্যক তা তাকে প্রদান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন যতক্ষণ না সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করে।

পুনরায় তিনি (রা.) অন্য একস্থানে বলেন, জামা''তের শত্রুরা এই আপত্তি করে থাকে যে, যখন এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী পুরোটা পড়া হয়নি, প্রথমে মাত্র কয়েকটি কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হলে শত্রুরা এ সম্পর্কেও ক্রমাগতভাবে আপত্তি করা আরম্ভ করে। তাই ১৮৮৬ সনের ২২শে মার্চ তিনি (আ.) আরো একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। শত্রুরা এই আপত্তি করে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাসই বা কি যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে! মানুষের ঘরে কী পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে না? কদাচিতই হয়তো এমন কোন এক ব্যক্তি হবে যার ঘরে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নেয় না বা যার ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই জন্মায় নতুবা সচরাচর মানুষের ঘরে পুত্র সন্তান হয়েই থাকে আর এই পুত্র সন্তানের জন্মকে কখনও কোন বিশেষ নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয় না। তাই আপনার ঘরেও যদি কোন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে তাহলে এটি কীভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদা তা'লার কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি (আ.) মানুষের এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে ২২শে মার্চের বিজ্ঞাপনে লিখেন, এটি শুধুমাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান ঐশী নিদর্শন যা মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা আমাদের সম্মানীত, দয়ালু ও স্নেহশীল নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতা এবং মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য দেখিয়েছেন। এরপর একই বিজ্ঞাপনে তিনি (আ.) লিখেন, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে আর হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর কল্যাণে খোদা তা'লা এই অধমের দোয়া গ্রহণ করত এমন এক কল্যাণমন্ডিত আত্মাকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আসল কথা হলো, যদি তিনি (আ.) নিজের ঘরে কেবল এক সাধারণ পুত্র হওয়ার সংবাদ দিলেও এই সংবাদ নিজ গুণে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য হতো কেননা, পৃথিবীর মানুষের একটি অংশ নিঃসন্দেহে এমন রয়েছে যাদের ঘরে কোন সন্তান-সন্ততি হয় না তা যত স্বল্প সংখ্যকই হোক না।

আর দ্বিতীয়তঃ তিনি (আ.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছরের উর্ধ্বে ছিল আর পৃথিবীতে সহস্র সহস্র এমন মানুষ বসবাস করেন যাদের ঘরে পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান জন্ম নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই জন্মায়। আর এমন মানুষও আছে যাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও জন্মের কিছুদিন পরই তারা মারা যায়। আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এসব আশংকা বিদ্যমান ছিল। অতএব, প্রথমত কোন পুত্র সন্তানের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষের সাধ্যের বিষয় নয় কিন্তু তবুও তিনি (আ.) তর্কের খাতিরে এই আপত্তিকে মেনে নিয়ে বলেন, যদি তর্কের খাতিরে একথা মেনেও নেয়া হয় যে, শুধুমাত্র কোন পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দেয়া ভবিষ্যদ্বাণী আখ্যা পেতে না পারে না তাহলে প্রশ্ন হলো, আমি কবে নিছক এক পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দিলাম? আমি তো এ কথা বলিনি যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে বরং আমি বলেছি, খোদা তা'লা আমার দোয়া সমূহ গ্রহণ করত এমন এক বরকতপূর্ণ ব্যক্তি বা আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব এহলো সেই ইলহামের সারমর্ম

এরপর আল্লাহ্ তা'লা দেখিয়েছেন, এর বিস্তারিত বিবরণে এখন আমি যাচ্ছি না যে, কীভাবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-র ব্যক্তি সত্তায় এগুলো প্রকাশ পেয়েছে। এর কিছুটা পরবর্তীতে আমি তুলে ধরব। অনেকে আপত্তি করে থাকে, আপনি মুসলেহ্ মাওউদ নন বরং সেই যুগেও এই আপত্তি ছিল যে, তিন চার শত বছর বা এক শত বা দুই শত বছর পর কোন এক সময় মুসলেহ্ মাওউদ জন্ম লাভ করবেন।

তিনি (রা.) এই কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, অনেকে বলে, মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরবর্তী কোন বংশধরদের মধ্য হতে তিন চার শত বছর পর জন্ম লাভ করবে; বর্তমান যুগে আসতে পারে না। কিন্তু তাদের মাঝে কেউ কী খোদা তা'লাকে ভয় করে না? অন্ততঃপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যগুলো দেখা উচিত সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেন, ইসলামের বিরুদ্ধে এখন আপত্তি করা হয় যে ইসলাম নিজের মাঝে নিদর্শন প্রদর্শনের কোন বৈশিষ্ট্য রাখে না। যেমন পন্ডিত লেখরাম আপত্তি করছিল, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো উচিত। ইন্দর মন এই আপত্তি করছিল, ইসলাম যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো হোক। তিনি (আ.) তখন খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হন আর বলেন, হে খোদা! তুমি এমন নিদর্শন দেখাও বা এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর যা এই নিদর্শন প্রত্যাশীদের ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকারে বাধ্য করবে। এমন নিদর্শন প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে যা ইন্দরমন মুরাদাবাদী প্রমুখকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করবে। এই আপত্তিকারীরা আমাদের বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করলেন তখন খোদা তা'লা না-কি তাঁকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আজ থেকে তিন শত বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দেবে। এটি তো এমন কথা হলো যেমন কোন ব্যক্তি প্রচন্ড পিপাসার্ত হয়ে কারো দ্বারে যায় আর বলে, ভাই আমার খুবই তেষ্টা পেয়েছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে পানি পান করাও আর সে ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলে, ভাই আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আমেরিকায় চিঠি লিখেছি। সেখান থেকে এই বছরেরই শেষ দিকে উন্নত মানের এক নির্যাশ আসবে আর পরের বছরই আপনাকে শরবত বানিয়ে পান করানো হবে। কোন বদ্ধ পাগলও এমন কথা বলতে পারে না। আর কোন বদ্ধ উম্মাদও খোদা এবং তাঁর রসূলের প্রতি এমন কথা আরোপ করতে পারে না।

পন্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দরমন মুরাদাবাদী আর কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে, ইসলাম সম্পর্কে এই দাবী করা যে, এর খোদা পৃথিবীকে নিদর্শন প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখেন, একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবী। যদি এই দাবীর কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে আমাদের নিদর্শন দেখানো হোক। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেজদাবনত হন আর বলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তুমি আমাকে তোমার শক্তি এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান কর। অতএব নিদর্শন তলবকারীদের জীবদ্দশায় নিকটবর্তী সময়ে এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া উচিত আর কার্যতঃ তাই হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন তারা জীবিত ছিল যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। আর আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীও ক্রমবর্ধমানহারে অবিরাম ধারয় প্রকাশ পেতে থাকে।

কীভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণ হয়, এ সংক্রান্ত নিজের একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্নের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি সেই সব সাদৃশ্য বর্ণনা করছি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আমার স্বপ্নের রয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি (রা.) একটি রুইয়্যা বা স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমার মুখ থেকে এই বাক্য নিসৃত হচ্ছে যে, আনাল মসীহুল মাওউদু, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া আমার জন্য এতটাই বিস্ময়কর ছিল যে আতঙ্কে আমি প্রায় জেগেই উঠেছিলাম যে, আমার মুখ থেকে এ কেমন শব্দ বের হলো; বাস্তবে তো এটি হতেই পারে, কিন্তু স্বপ্নেও আমার অবস্থা এমনই হয়ে যায়।

পরবর্তীতে কোন কোন বন্ধু মনোযোগ আকর্ষণ করেন, মসীহী নফস হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সনের বিজ্ঞাপনেও রয়েছে। যদিও সেই দিন আমি এই বিজ্ঞাপন পড়ে এসেছিলাম কিন্তু আমি যখন খুতবা পাঠ করছিলাম তখন বিজ্ঞাপনের এই শব্দগুচ্ছ আমার স্মরণ ছিল না। খুতবার পর সম্ভবত দ্বিতীয় দিন মৌলভী সৈয়্যদ সরোয়ার শাহ্ সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিজ্ঞাপনেও লেখা আছে, সে পৃথিবীতে আসবে আর নিজের মসীহি সত্তা ও পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও মসীহ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি প্রতিমা ভাঙ্গছি। এর ইঙ্গিতও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশে পাওয়া যায়, সে রূহুল হক বা পবিত্র আত্মার কল্যাণে বা প্রসাদে বহু মানুষকে ব্যধিমুক্ত করবে।

তিনি (রা.) বলেন, রূহুল হক মূলতঃ তৌহীদের রূহকে বলা হয় আর আসল কথা হলো, খোদা তা'লার সত্তাই হলো আসল আর বাকি সবকিছুই ছায়া বা প্রতিবিম্ব। অতএব রূহুল হক বা পবিত্র আত্মার অর্থ হচ্ছে তৌহীদের প্রাণ যা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, সে এর কল্যাণে অনেক মানুষকে ব্যধিমুক্ত করবে। তৃতীয়তঃ আমি (স্বপ্নে) এটিও দেখেছি যে, আমি দৌড়াচ্ছি। সুতরাং খুতবাতে আমি একথাও উল্লেখ করেছিলাম, স্বপ্নে আমি শুধু এটিই দেখিনি যে, আমি দ্রুত হাঁটছি বরং আমি দৌড়াচ্ছি আর আমার পদতলে ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। প্রতিশ্রুত সন্তান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতেও এই শব্দগুলো রয়েছে, সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কতিপয় ভিন দেশে গিয়েছি আর সেখানেও আমি নিজের কর্মকান্ড শেষ করিনি বরং আমি আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করছি। যেন আমি বলছি, হে আব্দুশ্ শকূর! এখন আমি সম্মুখে এগিয়ে যাব আর যখন এই সফর থেকে ফিরে আসব তখন দেখব, এই সময়ের মধ্যে তুমি কি তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করেছ? শির্ককে নির্মূল করেছ? আর ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত-প্রথিত করেছ? আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.)-এর ওপর যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেমন লেখা আছে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। এই শব্দগুচ্ছও তার দূর-দুরান্তে গমন এবং অগ্রসর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

এরপর ভবিষ্যদ্বাণীতে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। এর প্রতিও আমার স্বপ্নে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যেমন স্বপ্নে আমি অতি উচ্চস্বরে বলছি, আমি সেই ব্যক্তি যাকে ইসলাম ধর্মের জ্ঞান এবং আরবী ভাষার জ্ঞান তথা এই ভাষার দর্শন মায়ের কোলে থাকতে মাতৃদুগ্ধের সাথে পান করানো হয়েছে। এরপর এটিও লেখা আছে, সে ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। স্বপ্নে এর প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেমনটি আমি বলেছি, স্বপ্নে আমার কথা (কারো) নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, আমার মুখ দিয়ে খোদা তা'লা কথা বলা আরম্ভ করেছেন। এরপর মহানবী (সা.) আসেন আর তিনি আমার ভাষায় কথা বলেন। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আসেন এবং আমার ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেন। এটি ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীতেও পাওয়া যায়। অতএব উভয়ের মাঝে এটিও একটি বিদ্যমান সাদৃশ্য ।

এরপর লেখা আছে, 'সে মহিমান্বিত ও মাহাত্ম্যর অধিকারী হবে' এটি ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য। আর স্বপ্নেও এটি দেখানো হয়েছে, একটি জাতির মাঝে আমি এক ব্যক্তিকে নেতা মনোনীত করি আর যেভাবে এক শক্তিশালী বাদশাহ্ তার অধীনস্তকে আদেশ দেয় অনুরূপভাবে আমিও বলি, হে আব্দুশ্ শকূর!, তোমার দেশের স্বল্পতম সময়ে তৌহিদের প্রতি ঈমান আনা, শিরক পরিত্যাগ করা, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমল করা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীকে নিজেদের দৃষ্টিতে রাখার বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে। এটি মহা মহিমান্বিত এবং মহান সত্তারই উক্তি হতে পারে যা স্বপ্নে আমার মুখে জারি করা হয়েছে। 'আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব' ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত এ কথাটি এর প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তার প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ হবে আর স্বপ্নে এরও উল্লেখ রয়েছে। অতএব ঐশী ইচ্ছার অধীনে স্বপ্নে আমার উপলব্ধি হয় যে, এখন আমি কথা বলছি না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহামী ভাষায় আমাকে কথা বলানো হচ্ছে। তাই স্বপ্নের এই অংশে ভবিষ্যদ্বাণীর এই কথাগুলোরই পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমরা তার মাঝে আমাদের রূহ ফুৎকার করব।

এরপর স্বপ্নের এই অংশও ভবিষ্যদ্বাণীর সেই শব্দগুলোর সত্যায়ন করে, স্বপ্নে আমার উপলব্ধি হয় যে, প্রতিটি পদক্ষেপ যা আমি নিচ্ছি তা পূর্ববর্তী কোন ওহী অনুযায়ী নিচ্ছি। এখন আমি মনে করি, আগামীতে যে সফরই আমি করব তা পূর্ববর্তী কোন ওহী-সম্মত হবে। এর মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর একথা বলা হয়েছিল যে, আমার জীবন এই ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিফলিত চিত্র আর ঐশী নিয়ন্ত্রণের অধীনে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কার সম্পর্কে? এ সংক্রান্ত যে অস্পষ্টতা রাখা হয়েছিল; এখন আমি মনে করি এতে অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা হলো, মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ফলে কোথাও সেই মানবীয় জ্ঞানের স্বপ্নের ওপর প্রভাব না পড়ে যায় যা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পূর্বেই আমার আত্মস্থ ছিল। স্বপ্ন এবং ইলহামে এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সর্বদা অবলম্বন করা হয় আর ঐশী রহস্যাবলীর মাঝে এটিও একটি রহস্য। এগুলো হলো, সেই সাদৃশ্য যা আমার স্বপ্ন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

সাহাবীদের (রা.) একটি বড় অংশ এবং তাবেঈনদেরও একটি বড় শ্রেণীর উপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনের শূরার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এখন ১৯৩৬ সন, এটি অনেক পূর্বের কথা অর্থাৎ তিনি (রা.) মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যখন এই ঘোষণা করেছিলেন, আমিই মুসলেহ্ মাওউদ এটি তারও প্রায় আট বছর পূর্বের কথা। ৮ বছর পূর্বে বলেছিলেন, এখন আমাদের জামা''তের জন্য শুধু খিলাফতের প্রশ্নই নয় বরং আরও দু'টি প্রশ্ন রয়েছে। একটি হলো, নবুয়তের নিকটবর্তী যুগের প্রশ্ন আর দ্বিতীয় হলো, প্রতিশ্রুত খিলাফতের প্রশ্ন। এই উভয় বিষয়ই এমন যা প্রত্যেক খলীফার অনুসারীরা লাভ করতে পারে না। পূর্বেও একবার সম্ভবত গত বছরের কোন খুতবায় আমি এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছিলাম।

তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে এক শত বা দুই শত বছর পর বয়আত গ্রহণকারীদের ভাগ্যে এসব বিষয় জুটবে না। সেই যুগের সাধারণ মানুষতো বটেই বরং খলীফারাও আমাদের কথা, আমল এবং নির্দেশনার মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা লাভের মুখাপেক্ষী থাকবেন। আর আমাদের কথা তো পরে আসবে তারা বরং আপনাদের কথা, আমল এবং নির্দেশনা নেয়ার মুখাপেক্ষী থাকবে। সেই সময় যেসব সাহাবী উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে এই কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, তারা খলীফা হবেন কিন্তু তারা বলবেন, যায়েদ অমুক খিলাফতকালে এই কথা বলেছিল আর এমন কাজ করেছিল তাই আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অতএব এটি শুধু খিলাফত এবং ব্যবস্থাপনারই প্রশ্ন নয় বরং ধর্মেরও প্রশ্ন। এরপর শুধু খিলাফতেরই প্রশ্ন নয় বরং এমন খিলাফতের প্রশ্ন যা প্রতিশ্রুত খিলাফত। ইলহাম এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের প্রশ্ন। খিলাফতের একটি ধরন হলো, খোদা তা'লা মানুষের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করান এবং এরপর তাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু এটি সেরূপ খিলাফত নয়। তিনি (রা.) নিজের খিলাফত সম্পর্কে বলেন, এটি সেরূপ খিলাফত নয়। অর্থাৎ আমি শুধু এজন্য খলীফা নই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মৃত্যুর পরের দিন আহমদীয়া জামা'তের লোকেরা সমবেত হয়ে আমার খিলাফতের বিষয়ে একমত হয়েছে। বরং আমি এ কারণে খলীফা যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের খিলাফতেরও পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা তা'লার ইলহামের আলোকে বলেছিলেন, আমি খলীফা হব।

অতএব আমি শুধুমাত্র খলীফা নই বরং প্রতিশ্রুত খলীফা। আমি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নই কিন্তু আমার কণ্ঠ খোদা তা'লার কণ্ঠ কেননা, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এর

সংবাদ দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই খিলাফতের মাকাম বা মর্যাদা মা'মুরিয়াত এবং খিলাফতের মধ্যবর্তী কোন মাকাম বা মর্যাদা। এটি এমন বিষয় নয় যে, আহমদীয়া জামা'ত একে বৃথা যেতে দিবে আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সফল বিবেচিত হবে। যেভাবে একথা সঠিক, নবী প্রতিদিন আসেন না তদ্রূপে একথাও সঠিক যে প্রতিশ্রুত খলীফাও প্রতিদিন আগমন করেন না। তাছাড়া একথা বলার সুযোগ যে, খোদা তা'লার নবী পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে অমুক কথা আমাদের এভাবে বলেছেন, এই সুযোগও প্রতিদিন পাওয়া যায় না।

আধ্যাত্মিকতা এবং নৈকট্যের যে চেতনা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে যে একথা বলার সুযোগ পায়, আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট এবং প্রেরিত ব্যক্তি এটি বলেছিল, তা সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে যে কেবল এটি বলার সুযোগ পায়, আজ থেকে দুই শত বছর পূর্বে খোদা তা'লার প্রেরিত ব্যক্তি অমুক কথা এভাবে বলেছিলেন। কেননা দুইশত বছর পর যে বলবে সে এর সত্যায়ন করতে পারবে না কিন্তু বিশ-ত্রিশ বছর পরে যে ব্যক্তি বলবে সে এর কথার সত্যায়ন করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি (রা.) বলেন, এ যুগের লোকদের কথাবার্তা থেকে ভবিষ্যতের খলীফারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং তা বর্ণনা করবেন।

এরপর মানুষের একথা বলা, আপনি যদি মুসলেহ্ মাওউদ হয়ে থাকেন তাহলে একথার ঘোষণা দিচ্ছেন না কেন? অথচ তিনি (রা.) ১৯৪৪ সনে করেছিলেন। যাহোক, এর উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, মানুষ এই চেষ্টাও করেছে, আমি যেন মুসলেহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করি কিন্তু আমি কখনও এর প্রয়োজন অনুভব করিনি। বিরুদ্ধবাদীরা বলে, আপনার অনুসারীরা আপনাকে মুসলেহ্ মাওউদ বলে কিন্তু আপনি নিজে কখনও এর দাবী করেন না। কিন্তু আমি বলি, আমার দাবী করার কী প্রয়োজন? যদি আমি মুসলেহ্ মাওউদ হয়ে থাকি তাহলে আমার দাবী না করাতে আমার মর্যাদায় কোন তারতম্য ঘটতে পারে না। আমার বিশ্বাস হলো, যে ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক ব্যক্তির জন্য করা হয় যে কিনা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তার দাবী করা আবশ্যক নয়। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, যে ব্যক্তি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তার জন্য কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুকুলে দাবী করা আবশ্যক নয় আর মুজাদ্দিদগণও গয়ের মা'মুর হয়ে থাকেন বা প্রত্যাদিষ্ট নন।

তাই এমন দাবী করার আমার কী প্রয়োজন? মহানবী (সা.) রেল গাড়ি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, রেল গাড়ির জন্য এখন দাবী করা কি আবশ্যক? অনুরূপভাবে দাজ্জাল-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে কিন্তু দাজ্জালের দাবী করা কী আবশ্যক? তবে হ্যাঁ মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্টের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে দাবীর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যিনি মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন তিনি যদি নাও জানেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী তার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে তবুও এতে কোন ক্ষতি নেই। উম্মতে মুসলেমার মুজাদ্দিদদের যে তালিকা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দেখানেরা পর ছাপা হয়েছে তাদের মাঝে কতজন আছেন যারা দাবী করেছিলেন? আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, "আমার কাছে তো আওরঙ্গযেবকেও তার যুগের মুজাদ্দিদ মনে হয়"। কিন্তু তিনি কী কোন দাবী করেছেন? ওমর বিন আব্দুল আযীযকে মুজাদ্দিদ বলা হয়। তাঁর কোন দাবী আছে কী?

অতএব যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নয় তাদের জন্য দাবী করা আবশ্যক নয়। কেবল মা'মুরদের জন্য কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেই দাবী করা আবশ্যক হয়ে থাকে। যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন তাদের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। যদি কাজ পূর্ণ হতে দেখা যায় তাহলে তার দাবীর কী প্রয়োজন? এরূপ ক্ষেত্রে তো সে যদি অস্বীকারও করতে থাকে তবুও আমরা বলব, তার মাধ্যমেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যদি ওমর বিন আব্দুল আযীয মুজাদ্দিদ হওয়ার কথা অস্বীকারও করতেন তবুও আমরা বলতে পারতাম, তিনিই তার যুগের মুজাদ্দিদ কেননা, মুজাদ্দিদের জন্য কোন দাবীর প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সেসব মুজাদ্দিদের জন্যই দাবী করা আবশ্যক যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট। তবে হ্যাঁ মা'মুর নয় এমন ব্যক্তি যদি নিজের যুগে পতনোন্মুখ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন আর শত্রুর আক্রমন প্রতিহত করেন, তিনি যদি নাও বুঝতে পারেন তবুও আমরা বলতে পারি যে, তিনি মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদ এর কাজ হলো, ইসলামের পড়ন্ত কাঠামোকে দাঁড় করানো, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমনকে প্রতিহত করা। আর যিনি এই কাজ করেন তিনিই মুজাদ্দিদ। তিনি (রা.) বলেন, হ্যাঁ মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ সে-ই হতে পারে যে দাবী করে যেমন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করেছিলেন।

অতএব আমার পক্ষ থেকে মুসলেহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করার কোন প্রয়োজন নেই আর বিরোধীদের এমন কথায় বিচলিত হওয়ারও কোন আবশ্যকতা নেই। এতে কোন অমর্যাদার বিষয় নেই। আসল সম্মান তা-ই যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে লাভ হয়; পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে কেউ লাঞ্ছিতই হোক না কেন। যদি তারা খোদা তা'লার অনুসরণ করে তাহলে তাঁরা অবশ্যই সম্মানিত হবেন। আর কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের ভ্রান্ত দাবীকে সত্য বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে, আর নিজের ধূর্ততা ও প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিজয়ও অর্জন করে নেয় তবুও সে খোদার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি খোদার দরবারে সম্মানিত নয় বাহ্যিকভাবে তাকে যত সম্মানিতই মনে করা হোক না কেন সে কিছু হারিয়েছে বৈকি অর্জন করেনি–অবশেষে একদিন সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।

এরপর ১৯৪৪ সনে যখন তিনি (রা.) এই দাবী করেন অর্থাৎ মুসলেহ্ মাওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন তখন তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের বন্ধুরা এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই ধরনের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী বারবার আমার সামনে উপস্থাপন করেন আর একথার ওপর জোর দেন যে, সেগুলো আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে– এ মর্মে আমি যেন ঘোষণা দেই, যেমনটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি তাদেরকে সর্বদা একথাই বলেছি, ভবিষ্যদ্বাণী নিজের পরিপূরণস্থলকে নিজেই প্রকাশ করে। যদি এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে হয়ে থাকে তাহলে যুগ নিজেই স্বাক্ষ্য দিবে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি। আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয়ে থাকে তাহলে যুগের স্বাক্ষ্য আমার বিপরীতে

যাবে। উভয় ক্ষেত্রে আমার বলার কোন প্রয়োজন নেই। যদি এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে আমি একথা বলে কেন গুনাহ্‌গার হব যে এগুলো আমার সম্পর্কে করা হয়েছে। আর যদি সত্যিই আমার সম্পর্কে করা হয়ে থাকে তাহলে আমার ত্বরাপরায়ণ হওয়ার প্রয়োজন কী? সময় নিজেই তা প্রকাশ করে দিবে। মোটকথা যেভাবে ঐশী ইলহামে বলা হয়েছিল, তারা বলে আগমনকারী ব্যক্তি কী ইনিই নাকি আমরা অন্য কারো জন্য পথ চেয়ে থাকব। পৃথিবীর মানুষ এই প্রশ্নের এতবার পুনরাবৃত্তি করেছে যে, প্রশ্ন করতে করতে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময় সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে।

উদাহারণ স্বরূপ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ বলেছিল, ইউসুফের কথা বলতে বলতে তুমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে বা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই ইলহামই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিও হয়েছে। একইভাবে এই ইলহাম হওয়া, আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি, এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনে এই বিষয়টি দীর্ঘদিন পরে প্রকাশ পাবে। এখনও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময় পর্যন্তও যদি আমাকে এই জ্ঞান না দেয়া হত যে, এগুলো আমার সম্পর্কে বরং যদি মৃত্যুকাল পর্যন্তও আমাকে এই জ্ঞান না দেয়া হত এতে কোন সমস্যা ছিল না। ঘটনাক্রম নিজেই প্রকাশ করত যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার যুগে এবং আমার হাতে পূর্ণ হয়েছে তাই আমিই এর পরিপূরণস্থল। সমর্থনসূচক কোন কাশ্‌ফ এবং ইলহাম নাযিল হওয়া একটি অতিরিক্ত বিষয়। কিন্তু খোদা তা'লা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী এ বিষয়টি যেহেতু প্রকাশ করে দেন আর আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে জ্ঞানও দান করেন যে মুসলেহ্ মাওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আমার জন্য করা হয়েছে; তাই আজ প্রথমবার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আনিয়ে এই মানসে দেখেছি যেন এসব ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা বুঝতে পারি আর খতিয়ে দেখতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'লা এতে কি কি কথা বর্ণনা করেছেন।

আমাদের জামা'তের বন্ধুরা যেহেতু আমার প্রতি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী আরোপ করতো তাই আমি সর্বদা এসব ভবিষ্যদ্বাণী মনোযোগ দিয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং আশংকা হতো পাছে কোন ভুল ধারণা যেন আমার মন-মস্তিষ্কে জন্ম না নেয়। কিন্তু আজ প্রথম বার আমি সেসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ি আর এসব ভবিষ্যদ্বাণী পড়ার পর আমি খোদা তা'লার কৃপায় দৃঢ় বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, খোদা তা'লা এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমার মাধ্যমেই পূর্ণ করেছেন।

এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন তিনি বলেছিলেন, আমার কোন প্রকার ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। এরপর সেই সময়ও এসেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা তার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তুমিই মুসলেহ্ মাওউদ, তাই ঘোষণা কর। তিনি আপত্তিকারী এবং অমান্যকারীদের সুস্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বলছি এবং খোদা তা'লার কসম করে বলছি, আমার মাঝেই মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকেই সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণস্থল বানিয়েছেন যা এক প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমন সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করেছিলেন। যে ব্যক্তি মনে করে আমি মিথ্যা রচনা করছি বা এ সম্পর্কে মিথ্যার ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছি সে আসুক এবং এ বিষয়ে আমার সাথে মুবাহালা করুক অথবা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি কামনা করে কসম খেয়ে সে ঘোষণা করুক যে খোদা তা'লা তাকে জানিয়েছেন, আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাঁর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে বিষয়টির মিমাংসা করবেন, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

এরপর ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন অংশের একটি আমি ব্যাখ্যা করছি। যেমন ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ ছিল, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। মূল কথা ছিল তাকে বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে, তা থেকে একটি অংশ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিয়েছেন অর্থাৎ তাঁকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। একস্থানে তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত মর্ম হলো, সে বাহ্যিক জ্ঞান শিখবে না বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে এই জ্ঞান শিখানো হবে। স্মরণ রাখা উচিত, এখানে একথা বলা হয়নি যে, তিনি বাহ্যিক জ্ঞানে পারদর্শী হবেন বরং বাক্য হচ্ছে, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে যার অর্থ হচ্ছে, অন্য কোন শক্তি তাকে এই বাহ্যিক জ্ঞান শিখাবে। তার নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং প্রচেষ্টার এতে কোন ভূমিকা থাকবে না। এখানে বাহ্যিক জ্ঞানের অর্থ গণিত এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি হতে পারে না কেননা এখানে পূর্ণ করা হবে শব্দ রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাকে এই জ্ঞান শিখানো হবে আর খোদার পক্ষ থেকে বিজ্ঞান, গণিত কিংবা ভূগোলের জ্ঞান শিখানো হয় না বরং ধর্ম ও কুরআন শিখানো হয়।

অতএব ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশ যে, তাকে বাহ্যিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে এর অর্থ হলো, তাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান শিখানো হবে এবং খোদা তা'লা স্বয়ং তার শিক্ষক হবেন। তিনি বলেন, আমার শিক্ষা যেভাবে হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবীয় কোন হাত ছিল না। আমার শিক্ষকদের মধ্য হতে কিছু বেঁচে আছেন, আবার কতেক মারাও গেছেন। আমার শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে আমাকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং আমার মাঝে তিনি এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন যেভাবে কেউ কোন ধন ভান্ডারের চাবি পেয়ে যায়; ঠিক এভাবে আমি পবিত্র কুরআনের জ্ঞান-ভান্ডারের চাবি লাভ করেছি। পৃথিবীতে এমন কোন আলেম নেই যে আমার সামনে আসবে আর আমি তার কাছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবো না। তিনি (রা.) লাহোরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, এটি লাহোর শহর। এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বিভিন্ন কলেজ খোলা হয়েছে। বড় বড় জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ

ব্যক্তিবর্গ এখানে রয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি, পৃথিবীর যে কোন জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোন অধ্যাপক আমার সামনে আসুক, পৃথিবীর যে কোন বিজ্ঞানী আমার সামনে এসে দাঁড়াক এবং সে তার জ্ঞানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ওপর আক্রমন করে দেখুক, আমি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাকে এমন উত্তর দিতে পারি বা এমন দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে পারি যে, পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তার আপত্তির খন্ডন হয়েছে। আর আমি দাবীর সাথে বলছি, আমি খোদা তা'লার কালাম হতেই তার উত্তর দিব এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকেই তার আপত্তি খন্ডন করে দেখাব।

তিনি (রা.) "আহমদীয়াতের পয়গাম" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যাতে 'আহমদীয়াত কী'–মর্মে প্রশ্নকারীদের কথার উত্তর রয়েছে। এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলেন, লেখক স্বয়ং ফিরিশ্‌তাদের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছে। একদা এক ফিরিশতা আমাকে সূরা ফাতিহার তফসীর শিখান আর তখন থেকে নিয়ে অদ্যবধি সূরা ফাতেহার জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার নিকট উম্মোচিত হয়েছে যে, এর কোন সীমা নেই এবং আমি দাবী করে বলছি, অন্য যে কোন ধর্মের লোক তার সমগ্র ধর্মগ্রন্থ হতে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে খোদার ফযলে তা হতে অনেক বেশি জ্ঞান আমি শুধু সূরা ফাতিহা হতেই বর্ণনা করতে পারি। বহুদিন ধরে আমি বিশ্ববাসীকে এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ, খোদার একত্ববাদের প্রমাণ, রিসালতের আবশ্যকতা, পূর্ণ শরীয়তের লক্ষণাবলী ও মানব মন্ডলীর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা, দোয়া, তকদীর, হাশর-নাশর, বেহেশত, দোযখ, সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর এমনভাবে আলোকপাত হয় যে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করলেও ততটা সম্ভব নয়।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের জ্ঞান এত ব্যাপকভাবে আমার কাছে উম্মোচন করেছেন যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলেমাহ্ আমার বই-পুস্তক পাঠ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে বাধ্য। এমন কোন্ ইসলামী বিষয় আছে যা আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে সবিস্তারে উম্মোচন করেন নি। নবুয়ত, কুফর, খিলাফত, তকদীর, কুরআনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উদঘাটন এবং ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গত তের শত বছর ধরে তেমন কোন সুস্পষ্ট প্রবন্ধ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলাম সেবার এই তৌফিক দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমেই এই বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উম্মোচন করেছেন যা আজ শত্রু-মিত্র সকলেই নকল করছে। আমাকে কেউ লক্ষ বার গালি দিক বা ভাল-মন্দ বলুক, যে ব্যক্তি বিশ্বে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করতে চাইবে তাকে আমার দারস্থ হতেই হবে। সে পয়গামী হোক বা মিস্ত্রি হোক, আমার অনুগ্রহের গন্ডির বাইরে তারা কোন ক্রমেই যেতে পারবে না। তাদের সন্তান-সন্ততিরা যখনই ইসলামের সেবা করার ইচ্ছা করবে আমার বই পুস্তক পড়তে এবং কাজে লাগাতে বাধ্য হবে। বরং আমি গর্ব না করেই বলতে পারি, এই ব্যাপারে সবথেকে বেশী তথ্য আমার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে। অতএব এরা আমাকে যাই বলুক না কেন, যত ইচ্ছা গালি দিক না কেন তারা যদি কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে চায় তাহলে আমার মাধ্যমেই লাভ করতে পারবে এবং বিশ্ববাসী তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য হবে যে, হে নির্বোধেরা! তোমাদের থলিতে যা কিছু আছে তা তো তোমরা তার কাছ থেকেই নিয়েছ। তাহলে কোন মুখে তার বিরোধিতা করছ?

এরপর অপর এক খুতবায় তিনি বলেন, আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন। (হুযূর বলেন, এটি অনেক দীর্ঘ তাই সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি ছেড়ে দিচ্ছি) এরপর তিনি (রা.) আরও বলেন, শিক্ষকের ঘটনাটি হলো, তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দরসে উপস্থিত হতেন কিন্তু তার অন্যান্য সহকর্মীদের দরসে তিনি যেতেন না। তিনি বলতেন, সেখানে আমি নতুন কিছু শুনতে পাই না। এই হলো ঘটনার সারকথা (যা হুযূর বাদ দিয়েছেন)।

এরপর এক জায়গায় তিনি (রা.) বলেন, ১৯০৭ সনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে আমি কোন বক্তৃতা করি। জলসার সময় ছিল, অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি সূরা লোকমান এর দ্বিতীয় রুকু পাঠ করি এবং এর তফসীর বর্ণনা করি। আমার নিজের অবস্থা তখন এমন ছিল, যখন আমি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াই, যেহেতু এর পূর্বে আমি কখনও জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিনি আর আমার বয়সও তখন মাত্র আঠার বছর ছিল, এছাড়া তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আঞ্জুমানের সদস্যগণও ছিলেন এবং অন্যান্য বন্ধুরাও এসেছিলেন। তাই আমার চোখের সামনে তখন অন্ধকার ছেয়ে যায়। আমি তখন জানতামইনা যে আমার সামনে কে বসে আছে আর কে নেই।

আমি আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত বক্তৃতা করি। বক্তৃতা সমাপ্ত করে যখন আমি বসি আমার স্মরণ আছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, মিয়াঁ আমি তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি, তুমি অনেক উন্নত মানের বক্তৃতা করেছ। আমি তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না। আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি, আমি প্রচুর পড়াশুনার অভ্যাস রাখি এবং অনেক বড় বড় তফসীর গ্রন্থও পাঠ করেছি কিন্তু আমিও আজ তোমার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের সেই সব অর্থ শুনেছি যা পূর্ববর্তী কোন তফসীরে আমি পাইনি এমনকি এর পূর্বে আমি তা জানতামই না। এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপাই ছিল নতুবা আসল কথা হচ্ছে তখন আমার অধ্যয়নও তত বেশি ছিল না আর পবিত্র কুরআনে গভীর অভিনিবেশের দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত হয়নি। তারপরও আল্লাহ্ তা'লা আমার মুখ থেকে এমন তত্ত্বপূর্ণ বাণী নিঃসৃত করেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণনা হয়নি বা বর্ণিত হয়নি।

তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে। এ সম্পর্কেও কিছু বলছি। প্রথমে বাহ্যিক জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, আধ্যাত্মিক

জ্ঞান অর্থ হলো, সেই বিশেষ জ্ঞান যা খোদা তা'লার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক রাখে। যেমন অদৃশ্যের জ্ঞান যা তিনি তাঁর এমন বান্দার কাছে প্রকাশ করেন যাকে তিনি পৃথিবীতে কোন বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করেন যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পায় এবং এরফলে মানুষের ঈমান সতেজ হয়। অতএব এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞান-ভিত্তিক শত শত স্বপ্ন ও ইলহাম আমার প্রতি হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই যখন খিলাফতের কোন ধারনাই মাথায় আসা সম্ভব ছিল না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি ইলহাম হয়,

"ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্" অর্থাৎ তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা তোমার বিরুদ্ধবাদীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত থাকবে। এই ইলহাম আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে শোনালে তিনি তা লিখে রাখেন। এটি সেই আয়াত যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেখানে শব্দগুলো এমন,

"ওয়া জায়েলুল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্" অর্থ আমি তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। কিন্তু আমার প্রতি যে ইলহাম হয়েছে তা হলো,

"ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্" যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি জোরালো এবং তাকিদপূর্ণ। অর্থাৎ আমি আমার সত্তার কসম করে বলছি, আমি নিশ্চয় তোমার অনুসারীদের তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করব। এই ইলহাম যেমনটি আমি বলেছি, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে শোনালে তিনি তা লিখে রাখেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুদের এই ইলহামটি শুনিয়ে আসছি। দেখ এরফলে কীভাবে আমার বিরোধিতা হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিজয় দান করেন। গয়ের মুবাঈন বা লাহোরীরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগে এই কথা বলে প্রপাগান্ডা করতো যে, এক বাচ্চার কারণে জামা'তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই প্রপাগান্ডা সম্পূর্ণ বিফল প্রমাণিত হয়। আমি এসব বিষয় সম্পর্কে এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, একদিন ফজরের নামাযের সময় আমি হযরত আম্মাজানের কক্ষে যা একেবারেই মসজিদ-সংলগ্ন, নামাযের অপেক্ষায় পায়চারি করছিলাম। তখন মসজিদ থেকে আমি মানুষের উচ্চস্বরে কথা শুনতে পাই যেন তারা কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে। এরমধ্য থেকে একটি কণ্ঠ আমি চিনতে পারি যা শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের কণ্ঠ ছিল। আমি শুনতে পাই, তিনি অতি উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন যে, তাক্বওয়া অবলম্বন করা উচিত। খোদার ভয় নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করা উচিত।

এক বালককে এগিয়ে দিয়ে জামা'তকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এক বালকের কারণে এসব বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বিষয় সম্পর্কে তখন আমি এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, তার একথা শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, কে-সেই বালক ? যার জন্য বা যার সম্পর্কে একথা বলা হচ্ছে? আমি বাইরে বেরিয়ে আসি আর খুব সম্ভব শেখ ইয়াকুব আলী সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, আজ মসজিদে হৈ-চৈ এর কারণ কি, আর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব এই কথা কি বলছিল যে, এক বাচ্চার কারণে এই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে? সেই বাচ্চা কে যার প্রতি শেখ সাহেব ইঙ্গিত করছিলেন? তিনি হেসে বলেন, তুমিই সেই বাচ্চা আর কে হতে পারে? যেন আমার ও তাদের দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায়: বলা হয়, এক অন্ধ এবং এক চক্ষুষ্মান উভয়ে এক পাতে খেতে বসে। অন্ধ মনে করে, আমি তো দেখতে পাই না আর সে চক্ষুষ্মান, সে তো সবকিছুই দেখছে। অবশ্যই সে আমার চেয়ে বেশি খাচ্ছে।

এই কথা মনে হতেই সে দ্রুত খাবার খেতে আরম্ভ করে। এরপর তার ধারণা হয়, আমার এই কাজ সে দেখে থাকবে তাই সেও হয়তো দ্রুত খাবার খেতে আরম্ভ করেছে এখন আমি কী করব? সে তখন দুই হাতে খাবার খেতে আরম্ভ করে। এরপর সে ভাবে, এটিও সে দেখতে পাচ্ছে তাই সেও হয়তো এখন দুই হাতে খাবার খেতে আরম্ভ করেছে। এখন আমি কি করে বেশি খেতে পারি? এ ভাবনা হৃদয়ে জাগতেই সে এক হাতে খাবার খেতে থাকে আর অন্য হাত দিয়ে ভাত নিজের থলেতে পুরতে থাকে। সে আবার ভাবে, আমার এই কাজও সে দেখে থাকবে তাই সেও হয়তো এমনটি করা শুরু করেছে। এই কথা মনে পড়তেই সে পুরো গামলা উঠিয়ে বলে এখন শুধু মাত্র আমার অংশই রয়ে গেছে। তুমি তোমার অংশ নিয়ে নিয়েছ।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, সে তখন পর্যন্ত এক লোকমাও খায়নি। সে এই অন্ধের কীর্তি দেখে মনে মনে হাসছিল যে, সে এটি কি করছে। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, তাদের এবং আমার অবস্থা এমনই ছিল। তারা সেই অন্ধের মতো সবসময় ভাবে, সে এখন এমন করছে আর এভাবে জামা'তকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে অথচ আমি কিছু জানতামইনা যে আমার বিরুদ্ধে কি কি হচ্ছে। আমি শুধুমাত্র খোদা তা'লার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কিছুই করতাম না। আর অবস্থা সম্পর্কে এতটাই অনবহিত ছিলাম যে, ভাবছিলাম হয়তো অন্য কোন বাচ্চার কথা বলা হচ্ছে যার দিকে তারা ইঙ্গিত করছে। যদিও এরা অনেক প্রভাবশালী ছিল এবং জামা'তের ওপর তাদের বিশেষ প্রভাব ছিল তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকল অপপ্রচার ব্যর্থ করেন এবং আমাকেই এতে বিজয় এবং সফলতা দান করেন।

এরপর তিনকে চার করা সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, এ কথাও সঠিক নয় যে, তিনকে চার করার লক্ষণ আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনকে চার করেছি।

প্রধানতঃ যেভাবে এটি ঘটেছে তাহলো, আমার পূর্বে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব, মির্যা ফযল আহমদ সাহেব এবং মির্যা বশীর আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন আর চতুর্থত আমি। আর দ্বিতীয়তঃ আমার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিন জন পুত্র জন্ম নিয়েছেন আর এভাবে আমি তাদের তিনকেও চার করেছি অর্থাৎ মির্যা

মুবারক আহমদ, মির্যা শরীফ আহমদ, মির্যা বশীর আহমদ আর চতুর্থ ছিলাম আমি। আর তৃতীয়তঃ এভাবেও আমি তিনকে চারে পরিণতকারী হয়েছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন্ত সন্তানদের মধ্যে আমরা তিন ভাই, অর্থাৎ আমি, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান রাখার কারণে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাঁর আধ্যাত্মিক বংশধরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর যুগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন থেকে বুঝা যেত যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য হিদায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর পর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগে তিনি আহমদীয়াত ভুক্ত হননি। যখন আমার যুগ আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক পুত্রকে আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ পরিস্থিতিতে আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন।

অথচ তিনি আমার বড় ভাই ছিলেন আর বড় ভাইয়ের জন্য ছোট ভাইয়ের হাতে বয়আত করা খুবই কঠিন একটি বিষয় হয়ে থাকে। যেমন বয়আতের পর তিনি স্বয়ং বলেন, আমি দীর্ঘদিন এ কারণে বয়আত করা থেকে বিরত ছিলাম, যদি আমি বয়আত করতাম তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতেই করতাম অথবা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের হাতে করতাম কেননা, তাদের ওপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আমার নিজের ছোট ভাইয়ের হাতে আমি কীভাবে বয়আত করতে পারি ? কিন্তু মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, অবশেষে আমি মনে মনে বললাম, এই পেয়ালা আমাকে পান করতেই হবে। অতএব তিনি আমার হাতে বয়আত করেন আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তিনকে চারে পরিণতকারী বানিয়েছেন কেননা, প্রথমে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমরা কেবল তিন ভাই ছিলাম এরপর তিন থেকে চার হয়ে যাই। এরপর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমি তিনকে চার করেছি, আমি ইলহামের চতুর্থ বছর জন্ম গ্রহণ করি। ১৮৮৬ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর ১৮৮৯ সনে আমার জন্ম হয় অর্থাৎ ১৮৮৬ এক, ১৮৮৭ দুই, ১৮৮৮ তিন এবং ১৮৮৯ চার। অর্থাৎ তিনকে চার করা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যেন এই সংবাদও দেয়া হয়েছিল, আমার জন্ম ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ বছরে হবে আর এভাবেই আমি তিনকে চারে পরিণত করবো আর এমনটিই হয়েছে এবং সে অনুসারে আমার জন্ম হয়েছে।

ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, পঞ্চম সংবাদ যা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, তার আবির্ভাব ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। এটিও আমার যুগে পূর্ণ হয়েছে অতএব আমার খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ হয় আর এখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হচ্ছে যার মাধ্যমে ঐশী গৌরব এবং প্রতাপ প্রকাশ পাচ্ছে। সম্ভবতঃ কেউ বলতে পারে, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে আছে। এই সকল যুদ্ধকে যদি তুমি নিজের সত্যতার পক্ষে উপস্থাপন করতে পার তাহলে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই বলতে পারে, এই যুদ্ধ আমার সত্যতার প্রমাণ। এ সম্পর্কে আমার উত্তর হচ্ছে, যদি সেই লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষ যারা এখনও বেঁচে আছেন তাদের এই যুদ্ধের সংবাদ পূর্বেই দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এই যুদ্ধ প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির সত্যতার আলামত হতে পারে বা তাদের সত্যতার লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু যদি তাদেরকে এই যুদ্ধের সংবাদ পূর্বে না দেয়া হয় তাহলে যাকে এসব যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ দেয়া হয়েছে, বলা হবে এই ঐশী প্রতাপ তার জন্য ।

সে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যখন আমি খলীফা হই তখন আমাদের ভাণ্ডারে কেবল চৌদ্দ আনা পয়সা ছিল এবং আঠার হাজার রূপি ঋণ ছিল। এমনকি যখন আমি আমার খিলাফতের যুগে প্রথম বিজ্ঞাপন রচনা করি যার বিষয়বস্তু ছিল "কে আছে যে খোদার কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে", তা ছাপানোর জন্যও আমার কাছে কোন অর্থ ছিল না। তখন আমাদের নানাজানের কাছে কিছু চাঁদার অর্থ জমা ছিল যা তিনি মসজিদ খাতে লোকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। সেই চাঁদা থেকে দুইশত টাকা তিনি বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য দেন এবং বলেন, যখন বাইতুল মালে চাঁদা আসা আরম্ভ হবে তখন এই ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। এক কথায় তখন তার কাছ থেকে দুইশত রূপি ঋণ নিয়ে এই বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। কিন্তু তখন যখন জামা'তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমার বিরোধী ছিল, যখন জামা'তের ভাণ্ডার শূন্য ছিল, যখন শুধু মাত্র চৌদ্দ আনা পয়সা এই ভাণ্ডারে জমা ছিল। এক রূপিতে ষোল আনা হয় অর্থাৎ পুরো এক রূপিও নয়।

আর বর্তমান যুগের হিসেবে ৮৭/৮৮ পয়সা। অপরদিকে আঞ্জুমানের ওপর আঠার হাজার রূপির ঋণ ছিল, আঞ্জুমানের অধিকাংশ সদস্য আমার বিরোধী ছিল, আঞ্জুমানের সেক্রেটারী আমার বিরোধী ছিল, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমার বিরোধী ছিল তখন আমি খোদার ইচ্ছায় সেই বিজ্ঞাপনে এই বাক্য প্রকাশ করেছিলাম, খোদা চান আমার হাতে জামা'তের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক খোদার এই ইচ্ছাকে এখন কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। তারা কি দেখে না, তাদের সামনে মাত্র দু'টি পথই খোলা আছে হয় তারা আমার হাতে বয়আত করে জামা'তের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে অথবা কামনা-বাসনার অনুসরণে সেই পবিত্র বাগানকে উপড়ে ফেলুক যাতে পবিত্র লোকেরা রক্তাশ্রু সিঞ্চন করেছেন।

পূর্বে যা কিছু হয়েছে তাতো হয়েছেই কিন্তু এখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জামা'তের ঐক্যের একটাই পথ আর তাহলো যাকে খোদা তা'লা খলীফা নিযুক্ত করেছেন তাঁর হাতে বয়আত করা নতুবা প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে এর বিরুদ্ধে যাবে সে বিবেধের কারণ হবে। এরপর তিনি বলেন, আমি লিখেছি, পুরো পৃথিবীও যদি আমাকে মেনে নেয় তাহলেও আমার খিলাফত বড় হতে পারে না আর খোদা না করুক সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে তাহলেও আমার খিলাফতে কোন পার্থক্য আসতে পারে না। যেভাবে নবী একাই নবী

হন সেভাবে খলীফাও একাই খলীফা হন। অতএব কল্যাণমন্ডিত তারা যারা খোদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খোদা তা'লা আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা অনেক ভারী আর যদি তাঁর সাহায্য আমার সাথে না থাকে তাহলে আমি কিছুই করতে পারব না। কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। মোটকথা বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা হয়েছে, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়, অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরগতও; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে, জামা'তকে উন্নতির রাজপথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন ।

তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। এটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তিনি বন্দীদের মুক্তির কারণ হবেন। আল্লাহ্ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীও আমার মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে সেসব জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন যাদের প্রতি মুসলমানদের কোন মনোযোগ ছিলনা এবং তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত অবস্থায় ছিল। তারা বন্দীদের মতই জীবন-যাপন করছিল। তাদের মাঝে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না এবং তাদের উন্নতমানের কোন সংস্কৃতিও ছিল না আর তাদের তরবীয়ত ও শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না; যেমন আফ্রিকার দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল। জগত তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তারা শুধুমাত্র বেগার খাটতো আর চাকর-বাকরের কাজে লাগতো।

এখন পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রতিনিধি (যে জলসায় হুযূর (রা.) বক্তৃতা করছিলেন সেই জলসায় পশ্চিম আফ্রিকার একজন প্রতিনিধিও বক্তৃতা করেছেন। তার বরাতে হুযূর বলেন, তিনি এখনই আপনাদের সামনে বক্তৃতা করেছেন) এই দেশের কিছু মানুষ শিক্ষিত কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে এমন অনেক মানুষও রয়েছে যারা কাপড়ও পরিধান করতো না এবং উলঙ্গ চলাফেরা করত। আর এমন বন্য লোকদের মধ্য হতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার মাধ্যমে সহস্র সহস্র মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। সেখানে ব্যাপক হারে খ্রিষ্ট ধর্ম ছড়িয়ে পড়ছিল এবং এখনও কোন কোন এলাকায় খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু আমার নির্দেশনা অনুসারে সেসব অঞ্চলে আমাদের মুবাল্লিগগণ গিয়েছেন এবং তারা মুশরিকদের মধ্য হতে সহস্র সহস্র মানুষকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষকে খ্রিষ্টানদের থাবা থেকে টেনে ইসলামের দিকে নিয়ে এসেছেন। খ্রিস্টানদের ওপর এর এত বড় প্রভাব পড়েছে, ইংল্যান্ডে পাদ্রীদের অনেক বড় একটি সংগঠন রয়েছে যারা সরকারের মদদপুষ্ট এবং সরকারের পক্ষ থেকে খ্রিষ্ট ধর্মের তবলীগ এবং প্রচারের কাজে নিয়োজিত।

পশ্চিম আফ্রিকায় খ্রিষ্ট ধর্মের উন্নতি কেন বন্ধ হয়ে গেছে তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার একটি কমিশন গঠন করেছে। সেই কমিশন সংগঠনের সামনে যে রিপোর্ট উপস্থাপন করে তাতে ডজনোর্ধ্ব স্থানে আহমদীয়া জামা'তের উল্লেখ রয়েছে এবং তারা লিখেছে, এই জামা'ত খ্রিষ্ট ধর্মের উন্নতি-অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে। মোটকথা পশ্চিম আফ্রিকা এবং আমেরিকা উভয় দেশে হাবশী জাতিগোষ্ঠী ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা এসব জাতির মাঝে তবলীগ করার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে এসব বন্দীর মুক্তিদাতা বানিয়েছেন এবং তাদের জীবনের মান উন্নত করার তৌফিক দিয়েছেন।

এরপর তিনি বলেন, বন্দীদের মুক্তির দিক থেকে কাশ্মিরের ঘটনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের এক শক্তিশালী প্রমাণ এবং যে ব্যক্তিই এই বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবে সে এটি না মেনে পারবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমেই কাশ্মিরীদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের শত্রুদের পরাস্ত করেছেন। তিনি বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টো অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই সংবাদ দেয়া হয়েছিল, আমি তোমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।

এখন শুধুমাত্র পুত্র জন্ম নেয়ার মাধ্যমে তার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছতে পারত না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর হাতে এমন কাজ সাধিত না হতো যদ্বারা গোটা বিশ্বে তিনি সুখ্যাতি লাভ করতেন। অনেক বড় বড় লেখক হয়ে থাকেন যারা সারা জীবন বই-পুস্তক লেখার কাজে রত থাকেন এ কারণে তাদের নাম বিখ্যাত হয়। অনেকে বড় কাজ করে আবার অনেকেই মন্দ কাজের কারণেও পরিচিতি লাভ করে। অনেক বড় বড় চোর-ডাকাতের নাম সম্পর্কেও মানুষ অবহিত হয় কিন্তু তাদের ভালো এবং মন্দের খ্যাতি জগতজোড়া হয় না। কোন একটি এলাকা বা দেশের কোন একটি অঞ্চলে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই সংবাদ দিয়েছিলেন, সে তাঁর (আ.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। অতএব তিনি যদি অসাধারণ পরিস্থিতিতে খ্যাতি লাভ করেন কেবল তবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী গণ্য হতে পারে। অতএব আমরা দেখেছি, এমনটিই হয়েছে। যখন আমি জন্ম নেই তার দুই আড়াই মাস পরই তিনি মানুষের বয়আত গ্রহণ আরম্ভ করেন আর এভাবে পৃথিবীতে জামা'তে আহমদীয়ার ভিত রচিত হয়।

তিনি (রা.) বলেন, আমি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম এবং আহমদীয়াত প্রচারের জন্য মিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। এখন যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইন্তেকাল করেন তখন শুধুমাত্র ভারত এবং আফগানিস্তানের কোন কোন এলাকায় আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্য কোন জায়গায় আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিয়েছেন।

অতএব আমি আমার খিলাফতের শুরুতেই ইংল্যান্ড, সিলোন এবং মরিশাসে আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করি। এরপর এই ধারা ধীরে ধীরে প্রবল রূপ ধারণ করে এবং বাড়তে থাকে। যেমন ইরানে, রাশিয়াতে, ইরাকে, মিশরে, সিরিয়াতে, ফিলিস্তিনে, লেগোঁসে, নাইজেরিয়াতে, গোল্ড কোস্টে (গোল কোস্ট আজকাল ঘানা নামে পরিচিত), সিয়েরালিওনে, ইস্ট আফ্রিকাতে, ইউরোপে ইংল্যান্ড ছাড়াও স্পেন, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভীয়া, আলবেনীয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, চীন, জাপান, মালায়া, স্টেইট সেটেলমেন্ট,

সুমাত্রা, জাভা, স্লোভীয়া, কাশগারে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব দেশে অনেক মুবাল্লিগ শত্রুদের হাতে বন্দী আছে, অনেকে কাজ করছেন এবং অনেকগুলো মিশন যুদ্ধের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছিল।

মোটকথা পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যা আজ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অবহিত নয়। পৃথিবীর এমন কোন জাতি নেই যারা আজ এটি অনুভব করে না যে, আহমদীয়াত এক ক্রমবর্ধমান প্লাবন যা তাদের দেশের দিকে ধেয়ে আসছে। বিভিন্ন সরকার এই প্রভাবকে অনুভব করছে বরং কতিপয় সরকার একে দমন করার চেষ্টাও করে। আর এটি কেবল সেই যুগেরই কথা নয় আজকালও এমনটি আমরা দেখছি। রাশিয়াতে যখন আমাদের মুবাল্লিগ যান তখন তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে, মারধর করা হয়েছে, পেটানো হয়েছে এবং দীর্ঘদিন তাকে বন্দী রাখা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল, এই জামা'তকে তিনি বিস্তৃত করবেন এবং আমার মাধ্যমে একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি দিবেন তাই তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহ এবং দয়ায় এসব স্থানে আহমদীয়া জামা'তকে পৌঁছে দিয়েছেন বরং অনেক স্থানে বড় বড় জামা'তও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন অংশ রয়েছে যা তাঁর সত্তায় বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে এবং কয়েক বার তা পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তা পূর্ণ হয়েছে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশ করে চলেছে। মহানবী (সা.) এবং ইসলামের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি সর্বদা নিজ রহমত বর্ষণ করা অব্যাহত রাখুন এবং আমাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা জামা'তের মুবাল্লিগ মোকাররম মওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক শাহেদ সাহেব গুরুদাসপুরীর। তিনি মোকাররম মিঞাঁ করমদ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি বিভিন্ন দেশে এবং জামা'তের কেন্দ্রে বিভিন্ন পদে থেকে দীর্ঘ ৬০ বছর জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার গোটা জীবন ধর্মসেবা, লাগাতার সংগ্রাম, দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এবং খিলাফতের আনুগত্যের জন্য ছিল নিবেদিত। যতদিন সুস্থ ছিলেন তিনি সর্বদা ধর্মসেবায় রত ছিলেন।

কিছু কাল পূর্বে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন যে কারণে তিনি সজ্জাশায়ী ছিলেন। ৩১শে অক্টোবর ১৯২৮ সনে বাটালা তহশীলের লোধী নাঙ্গলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৪ সনে তার পিতা মিঞাঁ করমদ্বীন সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ মওলানা সিদ্দীক সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯৪০ সনে কাদিয়ান এসে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। আল্লাহ্‌র কৃপায় মেধাবী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় হতেন। ১৯৪৭ সনে তিনি মাদ্রাসা পাশ করার পর জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন।

১৯৪৯ সনে জামেয়ার ছাত্রাবস্থায় মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। ১৯৫০ সনে জামেয়াতুল মোবাশ্বেরীনের প্রথম যে মুরুব্বী ক্লাস ছিল তাতে ভর্তি হন আর ১৯৫২ সালে তিনি শাহেদ পাশ করেন। এরপর তবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওন গমন করেন। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৫২ সনে তিনি করাচী হতে সামুদ্রিক জাহাজ যোগে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এখানে এক মাস অবস্থানের পর ডিসেম্বরে সামুদ্রিক জাহাজে চেপেই তিনি সিয়েরালিওনে পৌঁছেন। সেখানে চার বছর দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ১৯৫৬ সনের ১৯শে অক্টোবর পাকিস্তানে ফিরে যান। তিন বছর পর্যন্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ডিসেম্বর ১৯৫৯ সনে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জের দায়িত্ব দিয়ে পুনরায় তাকে সিয়েরালিওনে পাঠানো হয়। ১৯৬২ সন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ সনে তিনি ঘানার আক্রা পৌঁছেন এবং সল্টপণ্ডে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় বারের মত সিয়েরালিওনে নিযুক্ত হন এবং ২৪শে মে, ১৯৭২ সন পর্যন্ত আমীর এবং মিশনারীর ইনচার্জের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। ৩১শে জুলাই, ১৯৭৩ সনে আমেরিকা গমন করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে চার বছর যুক্তরাষ্ট্রে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তার আমীর হিসেবে সিয়েরালিওনে দায়িত্ব পালনকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেসময় প্রথমবার আফ্রিকা সফর করেছিলেন। তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। পাকিস্তানে বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

অত্যন্ত বিনয়ী, নিঃস্বার্থ এবং লোক-দেখানো বা রিয়ার ঊর্ধ্বে, পরিশ্রমী ও নিরব সেবক ছিলেন। সাদাসিদে প্রকৃতির ছিলেন। গভীর জ্ঞান এবং লেখালেখির শখ ছিল। নিজ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আলোকে দৈনিক আল্ ফযলের মাধ্যমে জামা'তের সদস্যদের উপকৃত করতেন। বিভিন্ন সময় তার লেখা প্রবন্ধ আল্ ফযল পত্রিকার সৌন্দর্য বন্ধন করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন পশ্চিম আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন তখন তিনি কয়েকজন মুবাল্লিগ সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা নাঈম এ অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অত্যন্ত উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আর তাদের মাঝে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন।

গোলবাজার এলাকার মোহতরম খলীল আহমদ সাহেবের কন্যা আমাতুল মজীদ সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয় যিনি তার স্বামীর সাথে ওয়াক্‌ফের চেতনা নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পাঁচ পুত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান দান করেছেন। তার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ মাকসুদ আহমদ কমর সাহেবের সাথে এবং তার এক পুত্র সাঈদ খালিদ সাহেব জামা'তের মুরুব্বী হিসেবে আমেরিকায় কর্মরত আছেন। সাঈদ খালিদ সাহেব লিখেন, আমার পিতা জামা'তের একজন নিবেদিত প্রাণ সেবক, কোমলমতি, বিনয়ী, ইবাদতকারী, সংগ্রামী এবং খোদার ওপর ভরসাকারী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি লিখেন, যখন থেকে বুঝতে শিখেছি আমি তার চরিত্রের দু'টি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখেছি। প্রথমত ইবাদতের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ অর্থাৎ খোদার অধিকার প্রদান আর দ্বিতীয়ত তাঁর ধর্মের সেবা এবং জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য। সর্বাবস্থায় তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। জীবনের শেষ বয়সে হাঁটুতে সমস্যা থাকার কারণে তিনি হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে মসজিদে যেতে পারতেন না তাই আমার ডিউটি ছিল, আমি আব্বাজানকে গাড়িতে করে নিয়মিত মসজিদে নিয়ে যেতাম। যদি কোন কারণে আমার বিলম্ব হতো তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, আমার নামায নষ্ট হয়েছে। ফরয নামাযের মতো সর্বদা তাহাজ্জুদ নামাযও নিয়মিত পড়তেন। কখনোই এতে ব্যতিক্রম করতেন না। সফর করে ক্লান্ত হয়ে ফিরলেও তিনি কখনও তাহাজ্জুদ নামায নষ্ট হতে দিতেন না।

তিনি আরও বলেন, পাতিলে যেভাবে গরম পানি ফুটতে থাকে সেভাবে নামাযে আমি তার কান্নার আওয়াজ শুনতাম অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযে। সন্তানদের নামাযের ব্যাপারেও তিনি চিন্তিত থাকতেন এবং সন্তানদের সাথে তিনি যদি কখনও কড়াকড়ি করতেন তাহলে শুধুমাত্র বাজামা'ত নামাযের জন্যই করতেন। আমাদের এই মুবাল্লিগ সাঈদ খালিদ সাহেব আরও লিখেন, তিনি যেহেতু পিতার সেবা করতেন তাই ২০১০ সনে যখন তার আমেরিকাতে পদায়ন হয় তখন তিনি বলেন, আমার চিন্তা হচ্ছে তাই আমি খলীফায়ে ওয়াক্তকে এই অজুহাতের কথা লিখে দিচ্ছি; তখন তিনি বলেন, কখনও এমনটি করো না, তুমি ওয়াকেফে যিন্দেগী তাই তাড়াতাড়ি যাও।

এরপর তিনি বলেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। খুতবায় হুযূর যা বলতেন এর একেকটি কথার ওপর আমল করার চেষ্টা করতেন এবং আমাদেরকেও তা পালন করতে বলতেন। আল্লাহ্‌র ওপর গভীর আস্থা ছিল। তিনি বলেন, একবার আমার ভাই আমেরিকা থেকে আসেন এবং তিনি জানতে পারেন যে, অর্থ না থাকার কারণে ঘরের কোন এক প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছিল না। ভাই আব্বাজানকে বলেন, আপনি আমাকে কেন বলেননি? তিনি ভাইকে কাছে বসিয়ে বলেন, যদি অর্থ চাইতেই হয় তবে আমি কেন আমার খোদার কাছে চাইব না? তাই তোমার কাছে আমি চাইব না। তুমি নিজের সামর্থ অনুসারে যে সেবা করতে চাও তা করতে পার।

তার এক পুত্র আমেরিকাতে ইঞ্জিনিয়ার তিনি বলেন, আমি লাহোর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি এবং আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করি। ভর্তি হওয়ার পর আমি ছাত্র ভিসার জন্য আবেদন করি কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল। অল্প কিছু দিনের ভেতর আমেরিকাতে ক্লাশ শুরু হতে যাচ্ছিল বলে আমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল। পিতা আফ্রিকাতে ছিলেন। অবস্থার কথা উল্লেখ করে আমি তাকে দোয়ার জন্য লিখি। আমি লাহোরেই ছিলাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আমার মনে হল, আমেরিকান কনস্যুলেটে একবার যাওয়া উচিত। তাই আমি সেখানে চলে যাই। আমেরিকান কনস্যুলেট বলেন, তুমিতো এখন পর্যন্ত টেস্ট পাশ করনি এখানে কীভাবে চলে এলে। আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। ভর্তির কথা বলি। ক্লাশ শুরু হতে যাচ্ছে একথাও তাকে জানাই। তখন আমি বলি, যদি আমার মান উন্নত না হতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ভর্তির সুযোগ দিত না। তখন আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তা আমাকে বলেন, তুমি বস। তারপর আধা ঘন্টা পর আমাকে ভিসা দিয়ে দেয়। যখন আমি রাবওয়া ফিরে আসি তখন পিতার চিঠিও এসে গিয়েছিল যা আফ্রিকা থেকে দশ বারো দিন পূর্বে তিনি লিখেছিলেন। তাতে লেখা ছিল, আমি খোদার কাছে দোয়া করেছি আর খোদা আমাকে জানিয়েছেন, তুমি ভিসা পেয়ে গেছ।

তার মুরব্বী জামা'তা লিখেছেন, দোয়ার প্রতি তার গভীর বিশ্বাস ছিল। যখন তিনি সিয়েরালিওন থেকে ফিরে আসছিলেন আর খলীল আহমদ মুবাশ্বের সাহেবকে কাজের দায়িত্ব হস্তান্তর করছিলেন তখন খলীল সাহেব বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত? এমন পরিস্থিতিতে জামা'তকে কীভাবে সামলাব? আপনি কীভাবে সামলাতেন? তখন তিনি একটি কথাই বলেন, যখনই কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিত দরজা বন্ধ করতাম, আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও এ কথাই বলেছেন, তখন আমি থাকি আর আমার খোদা সেখানে থাকেন। এই ব্যবস্থাপত্রই সকল বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়।

মজীদ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেছেন, মুরব্বীদের মাঝে যদি কোন আলসেমি দেখা যেতো তাহলে তিনি খুব কড়াকড়ি করতেন কিন্তু তাদের অনেক খেয়ালও রাখতেন, অনেক আদরও করতেন। সর্বদা নিজের পানাহারের খরচ, সফরে গেলেও নিজের পকেট থেকেই তা ব্যয় করতেন। শুকনো বাদাম বা শুকনো মাছ খেয়ে নিতেন কিন্তু জামা'তের ওপর খরচের বোঝা চাপাতেন না। জামা'তের আরেক মুরব্বী হানিফ কমর সাহেব লিখেন, যখন আমি সিয়েরালিওন যাই তখন পুরোনো মুবাল্লিগদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতাম। সেখানে আমাদের একজন আফ্রিকান আহমদী ভাই ছিলেন সালমান মাসতেরে সাহেব। তার সাথে সাক্ষাত হতো। মৌলভী সাহেব সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উনি তো ফিরিশ্‌তা ছিলেন। আমাদের এই আফ্রিকান ভাইয়ের মন্তব্যটি একেবারেই সত্য। তার অনেক বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল ফিরিশ্‌তা সদৃশ।

আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সর্বদা এমন ওয়াকেফীনে যিন্দেগী দান করুন। খোদার প্রতি দৃঢ় আস্থা এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ প্রিয়ভাজনদের নিকট তাকে স্থান দিন। তার সন্তানদের মাঝেও খিলাফত এবং জামা'তের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করুন, বিশেষ করে তার জামা'তা এবং পুত্র যারা ওয়াকেফে যিন্দেগী তাদের মাঝে। মোকাররম মওলানা সাহেবের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদেরকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজেদের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৫ম কিস্তি)

মসীহ্‌র দ্বিতীয় কাজটি হবে, ইসলামকে পুঞ্জিভূত ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গত সংযোগ-সংযোজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র সাব্যস্ত করবেন এবং সত্যতা ও সঞ্জীবনী শক্তিতে বলিয়ান ইসলামের খাঁটি ও বিশুদ্ধ শিক্ষা বিশ্বজুড়ে মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরবেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র তৃতীয় কাজটি হবে, দুনিয়ার সকল জাতির মাঝে (সত্য গ্রহণে) উপযুক্ত ও উদগ্রীব মানব হৃদয়ে 'ঈমানী নূর' (তথা বিশ্বাসগত জ্যোতি) দান করবেন এবং খাঁটি নিষ্ঠাবানদের থেকে কপট ও মুনাফিকদের পৃথক করে দেবেন।

অতএব উক্ত তিনটি কাজ খোদা তা'লা এ অধমের ওপর অর্পন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আদিকাল থেকে এটাই নির্ধারিত যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ তার যুগের 'মুজাদ্দিদ' (ঐশী সংস্কারক) হবেন। খোদা তা'লা তার মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের 'তাজদীদ' তথা সংস্কার-কার্য ও পুনর্জীবনের 'খিদমত' গ্রহণ করবেন। এ তিনটি সেই বিষয় যা খোদা তা'লা চেয়েছেন যেন এ অধমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। অতএব তিনি তাঁর অভিপ্রায় পূরণ করবেন এবং আপন বান্দার সাহায্যকারী হবেন।

যদি বলা হয় হাদীসসমূহ যখন পরিস্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলছে, মসীহ্-ইব্‌নে-মরিয়ম আকাশ থেকে 'নাযিল' বা অবতীর্ণ হবেন আর দু'জন ফিরিশ্‌তার কাঁধে তাঁর হাত থাকবে, তখন পরিস্কার ও সুস্পষ্ট এ বর্ণনাটি কীভাবে অস্বীকার করা যায়? এর উত্তর হলো, 'আকাশ থেকে নাযেল তথা অবতীর্ণ হওয়া' বলতে এটা বোঝায় না, এটি এ কথার প্রমাণ বহণ করে না যে, সত্যিকার ভাবে মাটির দেহধারী সত্তা আকাশ থেকে নামবে, বরং হাদীসসমূহে তো আকাশ শব্দটিও নেই। আর 'নুযূল' (-অবতরণ) শব্দটিও সাধারণভাবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-ব্যক্তি এক স্থান থেকে রওনা দিয়ে অন্য স্থানে গিয়ে অবস্থান করে, তার বেলায়ও এটাই বলা হয় যে, সে এখানে 'নাযিল' হয়েছে, তথা সে এখানে অবস্থান করেছে। আরও যেমন বলা হয়, অমুক স্থানে সৈন্যদল বা যাত্রীদল অবতরণ করেছে, এতে কি এটা মনে করা যায় যে সেই সৈন্যদল বা যাত্রীদল আকাশ থেকে 'নাযেল' বা অবতীর্ণ হয়েছে? এছাড়াও খোদা তা'লা কুরআন শরীফে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-ও আকাশ থেকেই 'নাযেল' হয়েছেন, বরং আরেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন লোহাও তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেছেন। (দেখুন পর্যায়ক্রমে সূরা আত্‌তালাক্ব ঃ ১১, ১২) ও সূরা হাদীদ ঃ ২৬ – অনুবাদক)। অতএব, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে আকাশ থেকে 'নুযূল' বা অবতরণ সে-আকারে ও সেভাবে নয় যেভাবে এ লোকেরা মনে করছেন।

আর যেমন সাধারণ ভাবেই হাদীসসমূহ এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) ও স্বপ্নসমূহও রূপক ভাষার বর্ণনায় ভরপুর রয়েছে–তা সত্ত্বেও (হাদীসে উল্লেখিত) দামেস্ক শব্দটি দ্বারা (সিরিয়ার) দামেস্কনগরী বলেই ধারণা করা এমনই, যেমন যুক্তিহীনভাবে কোনো কিছুকে প্রমাণসিদ্ধ বলে নির্ধারণ করা।*

এও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে কোন কোন বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখা হয়, আর কোন কোন বিষয় প্রকাশ্য হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে কেবল প্রকাশ্যই হতে হবে– এমনটি খুবই বিরল। কেননা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনায় তাঁর সৃষ্টির এক রকম পরীক্ষা গ্রহণও অভিপ্রেত হয়ে থাকে। আর তাই

* ***টীকা ঃ*** হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) ও স্বপ্নসমূহে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রূপকাশ্রিত বিষয়াদি হাদীস অধ্যয়নকারীদের দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। কখনও কাশ্‌ফীভাবে নবী করীম (সা.)কে দেখানো হয়, তিনি তাঁর হাতে দু'টি সোনার কাঁকন পরে আছেন। ওই দু'টি কাঁকন দ্বারা সেই দু'জন চরম মিথ্যাবাদীকে বুঝায় বলে অর্থ করা হয়েছে, যারা (তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরে পরে) নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। আবার কখনো হযরত নবী করীম (সা.)-কে তাঁর কাশ্‌ফ বা স্বপ্নে দেখানো হয় যে, কতকগুলো গাভী যবেহ্ করা হয়েছে। এ গাভীগুলোর অর্থ করা হয়েছিল, তারা হলো সেই সাহাবা-কিরাম যাঁরা ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর এক কাশ্‌ফে (-দিব্যদর্শনে) দেখেন যে তাঁকে বেহেশ্‌তের এক গুচ্ছ আঙ্গুর আবু জাহলের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। অবশেষে এর অর্থ দাঁড়ালো আবু জাহলের পুত্র ইকরামাহ্ (যিনি পরে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বয়াত হন)।

(চলমান টীকা

বেশির ভাগ ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নবর্ণিত আয়াতটির প্রতীক ও সত্যায়ণকারী হয়ে থাকে ঃ ***"ইউযিলু বিহি কাসীরাওঁ ওয়া ইয়াহ্‌দী বিহি কাসীরা"*** [–অর্থ ঃ এর মধ্যমে তিনি অনেককে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে এর মাধ্যমে তিনি হেদায়াত দান করেন'- (সূরা বাকারা ঃ ২৭)– অনুবাদক] এ কারণেই চিরকাল বাহ্যদর্শী মানুষেরা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের সময়ে পরীক্ষায় পড়ে ধোকা খেয়ে থাকে। বেশীর ভাগ অস্বীকারকারী প্রকৃত সত্য গ্রহণে বঞ্চিত ওই সব লোকই হয়ে থাকে যারা চায়, ভবিষ্যদ্বাণী যেন অক্ষরে অক্ষরে বাহ্যিক আকারে সেভাবেই পুরা হয়, যেভাবে তারা বোঝে থাকে বা ধারণা করে। অথচ ওভাবে কখনও পুরা হয় না। যেমন, হযরত মসীহ্ (আ.) সম্পর্কে বাইবেলের কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণীতে লেখা ছিল যে, তিনি বাদশাহ্ বা শাসক হবেন কিন্তু মসীহ্ যেহেতু নিরীহ গরীব-মিসকিনের মতো আত্মপ্রকাশ করেছেন, সে কারণে ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করেনি। এ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের কারণ কেবল (বাহ্যদর্শিতামূলক) 'শব্দ-পূজা'ই ছিল যে, তারা রাজত্ব বা শাসন শব্দটিকে নিছক বাহ্যিক স্থুল অর্থে গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আমাদের মনিব ও অভিভাবক মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তৌরাতে হযরত মূসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ ছিল যে, তিনি (সা.) বনি ইস্রাঈলের মাঝে এবং তাদের ভাইদের মধ্য থেকে জন্ম হবেন। এ কারণেই ইহুদীগণ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম বা বিষয়বস্তু এ বলেই ঘরে বসে তিনি (সা.) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে জন্ম হবেন। অথচ বনী ইস্রাঈলের ভাই বলতে (প্রকৃতপক্ষে) বনি ইসমাঈলদের বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে খোদা তা'লা 'বনী ইসরাঈলের ভাইদের' পরিবর্তে 'বনী ইসমাঈল' শব্দ লিখতে অবশ্যই সক্ষম ছিলেন। এতে করে কোটি কোটি মানুষ ধ্বংস হতে রক্ষা পেতো। কিন্তু তিনি ওরূপ করেন নি। কেননা মাঝখানে একটা গিরা (বাঁধা) রেখে তিনি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরীক্ষা নিতে চান। এক্ষেত্রে একটি পরীক্ষা তাঁর অভিপ্রেত ছিল বলেই এবং এ লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্যের ধারায় ও রূপক ভাষায় বহু বিষয় রয়েছে। এগুলোতে দৃষ্টিদানকারীদের দু'টি দল হয়ে যায়। একটি সেই দল যারা কেবলমাত্র বাহ্যিকতার পূজারী ও বাহ্যদর্শী হয়ে থাকে। তারা এবং রূপক অর্থে বর্ণিত ওরূপ বর্ণনার সার্বিকভাবে অস্বীকারে বদ্ধপরিকর হয়ে এ যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণীকে আক্ষরিক আকারে পূর্ণ হতে দেখতে চায়। এ শ্রেণীর লোকই নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে প্রকৃত সত্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকে ও হতভাগ্য সাব্যস্ত হয়। বরং চরম পর্যায়ের শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়। দুনিয়ায় যত জন নবী ও রসূল এসেছেন যাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী মজুদ ছিল তাঁদের কঠোর অস্বীকারকারী ও ঘোরতম শত্রু ঐসব লোকই হয়েছে, যারা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ভাষ্য ও শব্দ বাহ্যিক ও আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখতে চেয়েছিল। যেমন এলিয়া নবীর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া এবং মানুষের

একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি জায়গা দেখানো হয় যেখানে তিনি হিজরত করবেন বলে জানানো হয়। সে জায়গাটি তাঁর ধারণায় 'ইয়ামামাহ্' ছিল। কিন্তু সেটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মদীনা মুনাওয়ারাকে বুঝানো হয়েছিল। তেমনি অন্যান্য নবীর স্বপ্ন ও কাশ্‌ফগুলোতেও এর অনুরূপ দৃষ্টান্তসমূহ রয়েছে–দৃশ্যত তাদের প্রতি যা কিছু প্রকাশ করা হয় তাতে অন্য কিছু বোঝানো হয়েছে। অতএব, নবীগণের বাণী ও ভাষ্য সমূহেও রূপক ভাষা ও রূপক অর্থের উপস্থিতি কোনো বিরল বিষয় নয় এবং এমন বিষয়ও নয় যা বানোয়াট ও কৃত্রিম ভাবে গড়তে বা সাজাতে হয়। বরং নবীদের এই স্বভাব রীতি সর্বজনবিদিত যে, তাঁরা 'রূহুল-কুদস' তথা পবিত্রাত্মায় ভরপুর হয়ে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ও রূপকভাষায় কথা বলেন। আর ওহী ইলাহী তথা ঐশীবাণীর পছন্দনীয় পদ্ধতি এটাই যে, এ পার্থিব জগতে আসমান (তথা উর্ধলোক) থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তার অধিকাংশই রূপকাশ্রিত, যা রূপক অর্থ ও ভাষায় ভরপুর। সাধারণভাবে প্রত্যেক মানুষের সত্যস্বপ্নও নবুওয়তের ছিচল্লিশতম অংশ বলে (পবিত্র হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর শাখা-প্রশাখায়ও যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে অতি বিরলভাবে এমন কোনো স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে, যা সার্বিকভাবে রূপকতা শুন্য।

এখন এও জানা আবশ্যক যে, মুসলিম হাদীস গ্রন্থে 'দামেস্ক' শব্দটি অর্থাৎ সহী মুসলিমে যে লেখা আছে, হযরত মসীহ্ দামেস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত সাদা মিনারার কাছে অবতীর্ণ হবেন, এতে দামেস্ক শব্দটি সূচনাকাল থেকে মানুষকে বিস্ময়াবাক করে আসছে। কেননা বাহ্যত কিছুই জানা যায় না যে, দামেস্কের সঙ্গে মসীহ্‌র কী সম্পর্ক এবং মসীহ্‌র সাথেই দামেস্কের কী সম্বন্ধ! তবে যদি একথা লেখা থাকতো যে মসীহ্ মক্কা মুয়ায্‌যামায় নাযেল হবেন অথবা মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হবেন তাহলে এ নামগুলোকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করলে সমীচীন বলে মানাতো। কেননা মক্কামুয়ায্‌যমায় খোদার গৃহ অবস্থিত এবং মদীনা মুনাওয়ারা রসূল (সা.)-এর রাজধানী। কিন্তু দামেস্ক নামে তো এমন কোন বৈশিষ্ট্যমূলক বিষয় নেই, যে কারণে সকল পবিত্র স্থান ছেড়ে নাযেল হওয়ার জন্য কেবল দামেস্ককেই বেছে নিতে হবে। কাজেই এ জায়গায় নিঃসন্দেহে রূপক ধারায় প্রচ্ছন্নভাবে কোনো তাৎপর্যমূলক অর্থ রয়েছে যা প্রকাশ করা হয়নি। এর সে অর্থটি কী– এ সম্পর্কে এ অধম তখনও এর অনুসন্ধানে মনোযোগী হয় নি। এরই মধ্যে আমার একজন বন্ধু এবং অবিচল ও অনড়-অটল প্রেমিক মৌলবি হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব এ জায়গায়–কাদিয়ানে আসেন। তিনি সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত হাদীসটিতে দামেস্ক সহ অনুরূপ যে কয়েকটি এরকম রূপকাশ্রিত শব্দ রয়েছে এগুলোর প্রকৃত অর্থ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সবিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ওই সময় যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম এবং আমার মস্তিষ্ক কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগে অপারগ ছিল সেহেতু উল্লেখিত যাবতীয় লক্ষণীয় বিষয়ে আমি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধে অক্ষম থাকি। কেবল সামান্য কিছু মনোনিবেশে একটি শব্দের ব্যাখ্যা–অর্থাৎ দামেস্ক শব্দটির প্রকৃত স্বরূপ ও মূলতত্ত্ব (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আমার প্রতি উন্মোচিত হলো। আর সেই সাথে একটি অতি স্পষ্ট কাশ্‌ফ তথা দিব্যদর্শনে আমার ওপর প্রকাশ করা হলো যে, একজন আগমনকারী 'হারেস' নামে 'হার্‌রাস' তথা বড় জমিদার হবেন বলে যে হাদীসটি আবু দাউদে লিপিবদ্ধ রয়েছে এতে বর্ণিত এ সংবাদটি সত্য। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে উভয়ের সত্যায়ন ও লক্ষ্যস্থল এক-অভিন্ন অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী দু'টি একই ব্যক্তির মাধ্যমে পূর্ণ হবে। আর সে ব্যক্তি হলো এ অধম।

অতএব, দামেস্ক শব্দটির তাৎপর্য ও প্রতিফলনমূলক প্রকৃত ব্যাখ্যা ইলহাম তথা ঐশীবাণীর মাধ্যমে আমার নিকট অভিব্যক্ত হয়েছে। সেটি আমি প্রথমে উপস্থাপন করবো। এরপর আবু দাউদ বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে আমাকে বোঝানো হয়েছে সেটিও আমি বর্ণনা করবো।

অতএব যেন প্রকাশ থাকে যে, দামেস্ক শব্দটির তা'বীর তথা তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার নিকট ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এস্থলে এমন একটি জনবসতির নাম দামেস্ক রাখা হয়েছে, যেখানে এমন লোক বাস করে যারা এযিদ-স্বভাব সম্পন্ন অপবিত্র ও পঙ্কিল স্বভাব-চরিত্র ও ধ্যান-ধারণার অনুসারী। যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ভালোবাসা নেই এবং আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম ও নির্দেশাবলীর প্রতিও মাহাত্মবোধ নেই। যারা তাদের কুপ্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনাকে নিজেদের উপাস্যের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে এবং তারা তাদের 'নফ্‌সে আম্মারা' তথা কুপ্ররোচনাকারী আত্মার এত বশবর্তী যে,

(চলমান টীকা

হেদায়াতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় তাঁর আগমন সম্পর্কে বাইবেলে এভাবে লেখা আছে যে, এলিয়া নবী যাকে আকাশে উঠানো হয়েছে সে নবী পুণরায় দুনিয়াতে আসবেন। এ বাহ্যিক শব্দগুলোকে ইহুদীরা আক্ষরিক অর্থে শক্তভাবে আকড়ে ধরে রেখেছে। যদিও হযরত মসীহ্‌র মতো একজন মহান নবী সুস্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দেন যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন বলে যে এলিয়ার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে তিনি যাকারিয়ার পুত্র সেই ইয়াহিয়া বটে, যিনি তাঁর মুর্শেদ ছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করেনি। বরং এসব কথার দরুণই হযরত মসীহ্‌র প্রতি তারা ভীষণ চটে যায় এবং হযরত মসীহ্‌র সম্পর্কে ধারণা করতে শুরু করে যে তিনি তৌরাতের বাক্যসমূহকে ভিন্ন অর্থ পরিয়ে বিকৃত করতে চান। কেননা তাদের বাহ্যদর্শী পার্থিব ধারণার কারণে পাকাপুক্তোভাবে সেদিকেই তাদের আশা-প্রত্যাশা নিবদ্ধ ছিল। এখনও তাদের এ অলীক ধারণাই তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সত্যি সত্যি এলিয়া ইহুদীদের মাঝে সর্বসাধারণের চোখের সামনে আকশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। ফেরেশ্‌তারা নিজেদের হাতে তাঁর ডানে ও বায়ে ধরে তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাসের (জেরুযালেমে) কোন উঁচু দালানের ছাদের ওপর নামিয়ে দেবে। তারপর কোন সিঁড়ির সাহায্যে হযরত এলিয়া (ইলিয়াস) নীচে নেমে আসবেন। আর এসেই তিনি ধরা-পৃষ্ঠ থেকে ইহুদীদের সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের মুছে ফেলবেন। যেহেতু (তাদের ধারণা মতে) ঐশীবাণীর মাধ্যমে রচিত তাদের পুস্তকাবলীতে এ-ও লেখা আছে যে, মসীহ্‌র আগমনের পূর্বে এলিয়ার অবতরণ আবশ্যকীয়। আর এ জটিল ধাঁধার কারণেই–অর্থাৎ তাদের ধারণা অনুযায়ী এলিয়া যেহেতু এখনও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি, কাজেই তারা মরিয়মপুত্র মসীহ্‌র ওপর ঈমান আনতে পারে নি এবং পরিষ্কার বলে দেয়, 'কে আপনি তা আমরা জানি না। কেননা যে মসীহ্‌র জন্যে আমরা অপেক্ষমান তার আসার আগেই আবশ্যকীয়, এলিয়া যেন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে মসীহ্‌র আগমনের পথ সুগম করেন।' এর উত্তরে হযরত মসীহ্ অত্যন্ত আস্থার সাথে জোর দিয়ে তাদের বলেন, 'যে এলিয়ার আসার কথা তিনি যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়া বা যোহনই বটে। যাঁকে তোমরা শনাক্ত কর নি।' কিন্তু ইহুদীরা মসীহ্‌র এ বক্তব্যটি কখনো মেনে নেয় নি বরং মনে করেছে, এ ব্যক্তি (তথা মসীহ্ নাউযুবিল্লাহ্) তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে স্বচ্ছাচারিতামূলক পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ ঘটাচ্ছেন এবং নিজের মুর্শিদ তথা আধ্যাত্মিক গুরুকে বিশেষ এক মাহাত্ম্য ও মর্যাদা দেয়ার উদ্দেশ্যে (ভবিষ্যদ্বাণীর) বাহ্যিক অর্থের জবরদস্তি রূপান্তর ঘটাচ্ছেন। অতএব হটকারি বাহ্যদর্শিতার দুর্ভাগ্যই ইহুদীদের প্রকৃত সত্য অনুধাবন থেকে বঞ্চিত রাখে এবং কেবল শব্দের (আক্ষারিক অর্থের) ওপর জোর দেয়া এবং রূপক ভাষ্যকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে মনে করার কারণে তারা চিরস্থায়ী লা'নত ও অভিশাপের পুঞ্জিভূত স্তুপের ভাগী হয়ে যায়। অথচ তারা নিজেরা নিজেকে ক্ষমার্হ ও অপারগ বলে মনে করতো। কেননা বাইবেলের বাহ্যিক শব্দাবলীর (আক্ষরিক অর্থের) ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আমাদের মুসলমান ভাইও ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে আছেন এবং হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সম্পর্কে ইহুদীদের মতো তাদের অন্তরেও এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তারা তাঁকে সত্যিসত্যি (বাহ্যদৃষ্টিতেই) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে। তারা সবিস্ময়ে এ বিরল ঘটনা নিজ চোখে দেখবে যে হযরত মসীহ্ হলদে রঙের পোষাকে আকাশ থেকে নেমে আসছেন এবং ডানে-বাঁয়ে ফিরিশ্‌তারা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। আর হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জের সব মানুষ বিশাল এক মেলার মতো একত্রিত হয়ে দূর থেকে তাঁকে নামতে দেখবে এবং ছোট-বড় সবাই চিৎকার করে বলবে, 'এইতো এসে গেছেন, এই তো এসে গেছেন'। পরিশেষে তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকের মিনারার ওপর নামবেন। সিঁড়ির মাধ্যমে তাঁকে নীচে নামানো হবে। আর একে অন্যের সাথে সালাম-আলাইক এবং কুশল বিনিময় হবে–এসবই কিনা তারা তাকিয়ে স্বচক্ষে দেখবে। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এ লোকগুলো খেয়াল করেন না যে দুনিয়া একটি 'দারুল-ইব্‌তিলা' তথা পরীক্ষাগার তুল্য জায়গা, এখানে এ ধরণের অলৌকিক ঘটনা কখনো সংঘটিত হয় না। নচেৎ ইসলামের 'দাওয়াত' (বাণী ও শিক্ষা) 'ঈমানু বিল-গায়েব' তথা 'অদৃশ্যে বিশ্বাসে'র সীমার বাইরে চলে যাবে। আমি ইতোপূর্বে লিখে এসেছি, মক্কার কাফিররা এ ধরণের মো'জিযাই 'আফযালুর রসূল' (সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল) আমাদের মনিক ও অভিভাবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে চেয়েছিল। তাদের পরিষ্কার এ উত্তর দেয়া হয়েছিল যে এমনটি হওয়া আল্লাহ্‌র 'সুন্নত' (তথা বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি) বিরোধী।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

অতি পাক-পবিত্র মহাপুরুষদের হত্যা করাও তাদের দৃষ্টিতে অতি সহজ সাধ্য ব্যাপার এবং পরকালে তারা অবিশ্বাসী। আর খোদা তা'লার অস্তিত্ববান হওয়া তাদের দৃষ্টিতে একটা জটিল ও দুর্বোদ্ধ বিষয়। আর যেহেতু চিকিৎসকের রোগীদের দিকেই আসা উচিত, সেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র পক্ষেও তাদের মাঝেই অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। মোটকথা, আমার ওপর প্রকাশ করা হয়েছে যে, দামেস্ক শব্দটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সেই স্থানকে বোঝায় যেখানে দামেস্ক সম্পর্কিত এর ওই প্রসিদ্ধ বিশেষত্বটি দৃশ্যমান। আর খোদা তা'লা মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার স্থানটিকে যে দামেস্ক বলে বর্ণনা করেছেন, এতে করে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ দ্বারা সেই আসল মসীহ্‌কে বুঝায় না, যাঁর ওপর ইঞ্জিল নাযেল হয়েছিল, বরং মুসলমানদের মধ্যকার কোন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থানের দিক থেকে যেমন হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সদৃশ হবেন, তেমনি হযরত ইমাম হুসায়ন (আ.)-এরও সদৃশ হবেন। কেননা দামেস্ক (ইতিহাসে) এজিদের রাজধানী হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছে এবং এজিদের সেই দুরভিসন্ধির কেন্দ্রস্থল যেখান থেকে সহস্র সহস্র অন্যায়-অত্যাচারপূর্ণ আদেশ জারি করা হয়েছে সে স্থানটি দামেস্কই বটে। আর এজিদীরা সেইসব ইহুদীদের সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখে, যারা হযরত মসীহ্‌র জীবদ্দশায় (জিরুযালেমে) ছিল।

অতএব দামেস্কে হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়া দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মসীহ্-সদৃশ ব্যক্তি হযরত ইমাম হুসায়নের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উক্ত উভয় বুযুর্গের সাথে সাদৃশ্যসম্পন্ন এ ব্যক্তি ইহুদী-সদৃশ এজিদী স্বভাবসম্পন্ন লোকদের সতর্ক ও অভিযুক্ত (তথা দোষী সাব্যস্ত) করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হবেন। আর এটা স্পষ্ট যে, এজিদী স্বভাবসম্পন্ন লোকগুলো ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে, এমন নয় যে তারা প্রকৃতপক্ষেই ইহুদী। কাজেই দামেস্ক শব্দটি স্পষ্টত ব্যক্ত করছে যে, অবতরণকারী মসীহ্‌ও প্রকৃতপক্ষে মসীহ্-সদৃশ এবং হুসায়নীস্বভাব ও চারিত্রিক গুণের অধিকারী বটে। এ গুঢ় তত্ত্বটি অতি সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ একটি তত্ত্ব। এতে গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে ***দামেস্ক শব্দটি কেবলমাত্র রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।***

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–২৯)

হিন্দুদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান :

আহমদীয়া মুসলিম জাম'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) "পরমেশ্বর কি শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের বংশধর ও সেবকদের চিরকালের জন্য ত্যাগ করতে পারেন? কখনই নয়। তিনি হিন্দুদের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য নিস্কলঙ্ক অবতারকে প্রেরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ঠিক নিরূপিত সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি খোদা তা'লার জ্বলন্ত অকাট্য নিদর্শনসমূহের দ্বারা প্রমাণ করেছেন, খোদা তা'লা জীবন্ত ও সর্বশক্তিমান এবং যুগে যুগে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই যিনি খোদা তা'লার প্রেম লাভ করতে চান তিনি তাঁর সাহায্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন এবং প্রাচীন মুনি–ঋষিগণ যে পুরস্কার লাভ করেছিলেন–তা লাভ করতে পারেন। আমাদের খোদা কৃপণ নন যে, তিনি তাঁর আশীষ একজনকে দান করবেন এবং অন্যকে তা হতে বঞ্চিত রাখবেন। তাঁর ভান্ডার এত সীমাবদ্ধ নয় যে, পূর্বযুগে তিনি যা সম্পাদন করতে পারতেন এ যুগে তা করতে অক্ষম। নিস্কলঙ্ক অবতার কাদিয়ান নামক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। খোদা তা'লা তাঁর হাতে হাজার–হাজার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। তাঁর শিক্ষার দ্বারা আবার তিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করতে চান। যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, খোদা তা'লা তাদেরকে ঐশ্বরিক জ্যোতি অর্পণ করেন এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে খোদা তা'লা লোকজনের দুঃখ–কষ্ট দূর করেন এবং তাদের সম্মান দান করেন। আপনাদেরও কর্তব্য, তাঁর শিক্ষা পাঠ করে স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ করা। যদি কোন প্রকার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়, তবে এই বলে প্রার্থনা করুন, "হে পরমেশ্বর! যদি এই ব্যক্তি, যিনি তোমারই প্রেরিত এবং নিস্কলঙ্ক অবতার হওয়ার দাবি করেছেন, সত্য হন, তাহলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করতে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও এবং তাঁকে গ্রহণ করতে আমাদের শক্তি দান কর"। এরূপ প্রার্থনার ফলে আপনারা দেখতে পাবেন, পরমেশ্বর তাঁর স্বর্গীয় নিদর্শনসমূহের দ্বারা নিস্কলঙ্ক অবতারের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করার শক্তি দান করবেন"। ['তিনিই আমাদের কৃষ্ণ' পুস্তক দ্রষ্টব্য, পৃ–৫]

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন : "স্বচ্ছ–হৃদয়–বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অধিক পরিমাণে সাক্ষ্য–প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। একটি নিদর্শনই যথেষ্ট যদি হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে।" [দুররে সমীন]

৫। বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ভ্রান্তবিশ্বাস সম্পর্কে পর্যালোচনা : উদ্ধৃতির আলোকে

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন :

"আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, আদি বেদ পরমেশ্বরের নামে জাল করা গ্রন্থ নয়। পরবর্তীকালে কোন পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদের মধ্যে (অনেক কিছু) প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বেদের ওপর দিয়ে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ায় এটাও সম্ভব যে বিভিন্ন যুগের ভাষ্যকারগণ এর মধ্যে নানা রূপ পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে থাকবে।" (পয়গামে সুলেহ)।

প্রচলিত হিন্দুধর্মের কোন কোন দর্শন এবং আচার–অনুষ্ঠান সত্যিকার অর্থে যুক্তি–জ্ঞান এবং মূল বা আদি সনাতনী হিন্দুধর্মের সংগে সংগতিপুর্ণ নয়। এই সকল বিষয়ের সংশোধন এবং সংস্কার করতঃ যুক্তি–জ্ঞান এবং ঐশী নিদর্শন সম্বলিত ইসলামী নীতি–দর্শনের সত্যতা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকাবলীর মূল শিক্ষার বিকৃতি এবং মানুষের হস্তক্ষেপ–জনিত ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ পর্যালোচনা–মূলক এবং স্বয়ং–ব্যাখ্যাপূর্ণ কতিপয় উদ্ধৃতি আহমদীয়া সাহিত্যের বরাতে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

(ক) সৃষ্টি রহস্য এবং সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা :

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন :

* "বলা বাহুল্য আর্য সমাজীদের কথা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে আত্মাসমূহ তাহাদের সকল শক্তি ও কুদরতসহ আদি হইতে নিজে নিজেই আছে, সেক্ষেত্রে পরমেশ্বরের সহিত তাহাদের কীইবা সম্পর্ক আছে। এই সকল শক্তিকে পরমেশ্বর না বাড়াইতে পারে, না কমাইতে পারে, না কোন প্রকারে ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আর্যদের কথা অনুযায়ী ঐ সকল আত্মা নিজ নিজ সত্তায় নিজেই পরমেশ্বর। তাহাদের ওপর পরমেশ্বরের এক কণাও এহসান বা অনুগ্রহ নাই। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মাসমূহ পরমাত্মার আদি ক্ষমতায় আছে এবং থাকিবে–আর্য–সমাজী লেখরাম ও তাহার অন্যান্য স্বধর্মীদের এই কথা কেবল নিজেদের ভ্রান্তধর্মকে ঢাকিয়া রাখার জন্য বলা হইয়া থাকে। কেননা, মানুষের বিবেক ইহাকে সর্বদা বেহুদা বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যদি খোদা আত্মাসমূহের ও তাহাদের শক্তিসমূহের এবং পৃথিবীর অণু-পরমাণুসমূহের ও উহাদের শক্তিসমুহের স্রষ্টা না হইয়া থাকেন তবে তিনি তাহাদের খোদাই হইতে পারেন না। এই কথা বলা যে, যদিও আমরা আত্মাসমূহকে তাহাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খোদার বান্দা ও তাঁহার সৃষ্টি বলিতে পারি না, কারণ, তিনি তাহাদিগকে তৈরী করেন নাই, কিন্তু যখন পরমেশ্বর আত্মাসমূহকে দেহে স্থাপন করেন তখন তাঁহার

এইটুকু কাজের জন্য তিনি তাহাদের পরমেশ্বর হইয়া যান, এই ধারণাও ভ্রান্ত।... আর্য সমাজীরা তাহাদের পরমেশ্বরের সত্তা সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতে পারে না, না তাহাদের নিকট কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে। ইহাই হইল বেদের জ্ঞানের সার কথা, যাহার ওপর গর্ব করা হইয়া থাকে। ইহা সকলের জানা আছে যে, খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে দুই ধরনের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ***প্রথমতঃ*** এই অবস্থায় দলিল প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় যখন তাঁহার সত্তাকে সকল কল্যাণের উৎসরূপে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহাকে সকল অস্তিত্বের স্রষ্টারূপে স্বীকার করা হয়। এই অবস্থায় পৃথিবীর অণু-পরমাণুর দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হউক বা আত্মাসমূহের ওপর, বা দৈহিক গঠনের ওপর দৃষ্টিপাত করা হউক, নিশ্চিতরূপে মানিতে হইবে যে, এই সকল সৃষ্ট-বস্তুর একজন স্রষ্টা আছেন। খোদাতা'লাকে সনাক্ত করার ***দ্বিতীয় উপায়ঃ*** তাঁহার তরতাজা নিদর্শন, যাহা নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর্য সমাজীরা এইগুলিকেও অস্বীকার করে। এইজন্য তাহাদের নিকট নিজেদের পরমেশ্বরের সত্তার কোন যুক্তি-প্রমাণ নাই।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ-২৬৪)।

* "আত্মা ও কণিকা যাদেরকে প্রকৃতি বা পরমাণু বলা হয়, সে সম্পর্কে বলা হয় যে, তা সৃষ্ট নয় এবং তা অনাদি- এই রীতি এবং বিশ্বাস সঠিক নয়। সেই পরমেশ্বর ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টির উর্দ্ধে নয়। তিনি অন্যকারও সাহায্যে জীবিত নন। কিন্তু সেসব বস্তু যা অন্য কারো সাহায্যে জীবিত তা সৃষ্টির উর্দ্ধে হতেই পারে না। আত্মার গুণাবলী কি নিজ থেকেই বিদ্যমান? সেগুলোর কি কোন স্রষ্টা নেই? এটি যদি সঠিক হয় তাহলে আত্মার দেহে প্রবেশও নিজে নিজেই হতে পারে। আর কণিকার একত্র হওয়া এবং বিচ্ছিন্ন হওয়াও নিজে নিজেই হতে পারে। বিবেক যদি একথাকে মানতে পারে যে, সকল আত্মা স্বীয় গুণাবলীসহ নিজেই বিদ্যমান, এতে পরমেশ্বরকে মানার কোন যুক্তিগত প্রমাণ আপনাদের হাতে থাকবে না। কেননা বিবেক যদি একথাকে গ্রহণ করতে পারে যে, সমস্ত আত্মা তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীসহ নিজেই বর্তমান তাহলে দ্বিতীয় কথাকেও সানন্দে গ্রহণ করা হলো যে, আত্মা ও দেহের পারস্পরিক সংযোজন বা বিয়োজনও নিজ থেকেই হয়েছে। তাছাড়া যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হওয়ার রাস্তা খোলা সেখানে এক রাস্তা খোলা রেখে দ্বিতীয় রাস্তা বন্ধ করার কোন কারণ নেই। কোন যুক্তির আলোকে এ রীতি সঠিক হতে পারে না।" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ-৩২)।

* "বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আর্য সাহেবরা স্রষ্টার সকল সৃষ্টির মত একটি স্বচ্ছ বিষয়কে অস্বীকার করে নিজেদেরকে বড় সমস্যায় ঠেলে দিয়েছেন এবং পরমেশ্বরের কার্যাবলীকে নিজেদের কার্যাবলীর মত অনুমান করে তাঁর অবমাননাও করেছেন। আর তারা এটিও চিন্তা করল না যে, খোদা সব বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি থেকে পৃথক, আর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে খোদাকে মাপা এমন একটি ভ্রান্তি যাকে তর্কবিদগণ ***'কিয়াস মাআল ফারেক'*** (ভিন্ন শ্রেণীর সাথে তুলনা) নাম দিয়ে থাকে। এ কথা বলা যে, নাস্তি থেকে অস্তিত্বের জন্ম হতে পারে না, এটি সৃষ্টির কার্যধারা সম্পর্কে মানব মস্তিস্কের একটি ত্রুটিপূর্ণ উপসংহার। সুতরাং খোদার গুণাবলীকে এই নীতির অধীনস্থ করা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কী?" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ ৩৩-৩৪)।

* "আর্য ধর্মাবলম্বীদের মতবাদ অতীব দুঃখজনক। কেননা, একদিকে মা'রেফাত বা তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রকৃত উপকরণ লাভ করা থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ, তার ওপর যুক্তিভিত্তিক উপকরণের ক্ষেত্রেও তার রিক্তহস্ত। কারণ, তাদের মতানুসারে জগতের প্রতিটি অণূকণা যখন অনাদি, নিজ সত্তায় বিদ্যমান, কারও দ্বারা সৃষ্ট নয়; আবার সমস্ত আত্মাও যেহেতু নিজ নিজ শক্তিসহ অনাদি, যাদের কোন স্রষ্টা নেই- তবে তাদের কাছে পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণই বা কি থাকলো? যদি বলা হয়, বিশ্বের অণু-পরমাণুকে একত্রিত করা এবং তাদের মধ্যে আত্মার সন্নিবেশ ঘটানো পরমেশ্বরের কাজ আর এটিই পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ-তবে এই ধারণা পোষণ করা ভুল হবে।" (লেকচার লাহোর, পৃঃ ৩৩)।

* "পরমেশ্বর সম্বন্ধে এ কেমন বিশ্বাস যে, তিনি সমস্ত সৃষ্ট জিনিষের উৎস নন এবং তিনি যাবতীয় কল্যাণের উৎসও নন? বরং অণু-পরমাণু নিজেদের যাবতীয় শক্তিসহ আদি থেকে নিজে নিজেই বিদ্যমান এবং এদের প্রকৃতি খোদার পূর্ণ প্রভাব ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত! এখন নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন, এমতাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রয়োজনটা কিসের আর উপাসনার যোগ্যই বা কেন? কেন তাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়? কেমন করে আর কীভাবে তাঁর পরিচয় আবিস্কৃত হয়েছে কেউ কি এর উত্তর দিতে পারবেন? হায় যদি কেউ আমাদের সহানুভুতি উপলব্ধি করতে পারতো! হায় যদি কেউ নীরবে নিভৃতে বসে এসব ব্যাপার চিন্তা করে দেখতো! হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমাদের প্রাচীন প্রতিবেশী এই জাতির প্রতিও তুমি সদয় হও। এদের অনেকের অন্তরকে তুমি সত্যের প্রতি আকৃষ্ট কর। কেননা, তুমি সর্বশক্তির অধিকারী (আমীন)।" [লেকচার লাহোর, পৃঃ ৩৪]।

* "সন্দেহাতীতভাবে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি যে হিন্দুরা মানুষ বা বান্দাকে ঈশ্বর বানানোতে খ্রিষ্টানদের পথিকৃৎ ছিল। খ্রিষ্টানরা তাদেরই আবিস্কারের অনুসরণ করেছে। আমরা কোন ভাবেই এই বিষয়টিকে গোপন রাখতে পারছি না, যুক্তি-ভিত্তিক আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য খ্রিষ্টানরা যে সব বিষয় বানিয়েছে তা তাদের নিজেদের মস্তিস্ক-প্রসূত নয় বরং হিন্দু শাস্ত্র ও গ্রন্থ থেকে চুরি করে নেয়া হয়েছে। এসব গুরুতর মিথ্যা অপব্যাখ্যা ব্রাহ্মণরা পূর্ব থেকেই শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছিল যেগুলো খ্রিষ্টানদের কাজে লেগেছে।" (নুরুল কুরআন, ১ম খণ্ড)।

**** সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) লিখেছেনঃ***

"সূর্যের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে বেদের মধ্যে কালক্রমে বিভিন্ন ধরমের বক্তব্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যেমন-

১-ঋক বেদ (IX,৯৬:৫)ঃ সূর্যের সৃষ্টি রহস্যের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সোমদেবতা সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

* ঋক-বেদ (Viii, 36:4)ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্র দেবতা সূর্য সৃষ্টি করেছেন...।

* যজুর বেদ (31:12)ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তার চক্ষু থেকে সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

* অথর্ব বেদ (xix 27:7)ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, সকল দেবতা মিলিতভাবে সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

২- বেদের শিক্ষা অনুযায়ী সূর্য প্রথমে পৃথিবীতে ছিল এবং পরে আকাশে উঠানো হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী বিষয়টি হাস্যকর হলেও এই বিষয়টি বিভিন্নভাবে বেদের অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছেঃ -কৃষ্ণ যজুর বেদ তৈত্রিয় সংহিতা (7:1) ঃ এতে বলা হয়েছে যে, প্রথমে সূর্য ছিল পৃথিবীতে। অতঃপর দেবতাগণ তাঁদের পৃষ্ঠে বহন করে সূর্যকে উর্দ্ধাকাশে উত্তোলন করেছেন।

ঋক বেদের এক স্থানে বলা হয়েছে যে, অগ্নি-দেবতা একাকী সূর্যকে আকাশে নিয়ে

গেছেন (x,156:4) । বলা হয়েছে ইন্দ্র দেবতা একাকী সূর্যকে উত্তোলন করেছেন। অন্যত্র উল্লেখ আছে আঙ্গরা ঋষির পুত্রেরা সূর্যকে আকাশে উত্তোলন করেছে (x,62:3)।

অথর্ব–বেদে (xiii,2:12) উল্লেখ রয়েছে যে, অত্রী সূর্যকে উত্তোলন করেছেন মাসের হিসাবের জন্য। শুকলা যজুর–বেদের (4:31) ভাষ্য অনুযায়ী বরুণ দেবতা সূর্যকে আকাশে নিয়ে গেছেন।

এই সকল স্ব–বিরোধী ভাষ্য–এমনকি একই গ্রন্থের মধ্যে স্ব–বিরোধী বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে...।

৩– আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে বেদ গ্রন্থাবলীতে। সামবেদে বলা হয়েছে যে, সোম–দেবতা আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (আরচী পর্ব, vi, 1:4)। কিন্তু ঋক–বেদে বলা হয়েছে যে, সোমা–রস পানকারী ইন্দ্র দেবতা আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (viii, 26:4)। অন্য জায়গায় সোমা এবং পুশান দেবতার কথা বলা হয়েছে (ঋক বেদ,ii,40:1)। অন্যত্র ব্রহ্মার দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে (যজুর বেদ, 13:4)।

*** স্রষ্টার সংখ্যা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) লিখেছেন :** "যেভাবে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি আমরা বিশ্বাস করি যে, বেদ–গুলো মূলতঃ খোদাতালার প্রত্যাদেশ–বাণীই ছিল এবং সেজন্যই সেগুলিতে স্রষ্টার একত্বের কথাই বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই সকল বেদ–এর যে অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে ঋষিদের কাছে প্রকাশিত প্রত্যাদেশ বাণী বা অহীর অন্তর্ভূক্ত নয়। বর্তমানের বেদগুলোতে বহু–ঈশ্বরবাদের বর্ণনার আধিক্যই পরিলক্ষিত হয় যার ফলে একত্ববাদের কথা বিকৃতির অন্তরালে নির্বাসিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য :

১–যজুর বেদ (৭ঃ১৯)ঃ বলা হয়েছে যে, সর্ব–সাকুল্যে ৩৩জন দেবতা রয়েছে–১১জন পৃথিবীতে, ১১জন আকাশে এবং ১১জন জলভাগে।

২–ঋক বেদ (iii, ৯ঃ৯)ঃ বলা হয়েছে যে, দেবতাদের মোট সংখ্যা হলো ৩৩৪০ এবং এই সংখ্যাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ৩৩৩৯ দেবতা অগ্নি–দেবতার কাছে গমন করে এবং তাকে ঘৃত ভক্ষণ করায় যাঁর ফলে দেবতাদের দলে মোট দেবতার সংখ্যা হয়ে যায় ৩৩৪০ জন।

...ফলতঃ যজুর বেদে উল্লেখিত ৩৩ দেবতা থেকে বর্ধিত আকারে ঋক বেদে সংখ্যা–বৃদ্ধি হয়ে ৩৩৪০ জন দেবতার উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদি বা মূল বেদের একত্ববাদের শিক্ষা কালক্রমে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের শিকার হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে যারা আধ্যাত্মিক শান্তি এবং সত্যের সন্ধানকারী তারা এই ধরনের বিকৃতি মেনে নিতে পারে না। তাদের জন্য এমন ধর্মীয় শিক্ষা–বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজন যা সকল প্রকার অনৈতিক, স্ববিরোধী, নিষ্ঠুরতা–পূর্ণ এবং কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত। আমাদের বিশ্বাস এবং দাবী সেই মহাগ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন" (Introduction to the Study of The Holy Quran দ্রষ্টব্য)।

(খ) পূনর্জন্ম এবং জন্মান্তরবাদের অসারতা

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন :

* "আর্য মতাবলম্বীদের পরিবেশিত দ্বিতীয় আঙ্গিকটি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। এর একটি দিক হলো 'জন্মান্তরবাদ' অর্থাৎ বিভিন্ন নারী গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে আত্মার বারে বারে পৃথিবীতে পুনরাগমন। এই বিশ্বাসের সবচাইতে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক দিকটি হলো, বুদ্ধি–বিবেকের দাবীদার হয়েও এক্ষেত্রে মনে করা হয়, পরমেশ্বর এতটা পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী–একটি পাপের বিনিময়ে তিনি কোটি কোটি বরং হাজার হাজার কোটি বছর ধরে শাস্তি প্রদান করে থাকেন! অথচ তিনি জানেন এরা তাঁর সৃষ্ট নয়! বার বার ভিন্ন নারী গর্ভে প্রেরণ করে কষ্ট দেয়া ছাড়া এদের ওপর তাঁর অন্য কোন অধিকারও বর্তায় না।" [লেকচার লাহোর পৃঃ ৩৪]।

* "আর্যরা মুক্তিকে সাময়িক জ্ঞান করেছে এবং পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদকে চিরতরে গলার হার আখ্যা দিয়েছে যা থেকে কখনও পরিত্রাণ সম্ভব নয়। এ কার্পণ্য ও সংকীর্ণ মনোভাব দয়ালু ও কৃপালু খোদার ওপর চাপানোকে সুস্থ বিবেক কখনও গ্রহণ করতে পারে না। যেখানে পরমেশ্বর চিরস্থায়ী মুক্তি দেয়ার শক্তি রাখেন এবং সব শক্তির অধিকারী, সেখানে বুঝা যায় না, এ কার্পণ্য তিনি কেন করলেন? কেন আপন কুদরতের (অলৌকিক ক্ষমতা সংক্রান্ত) কল্যাণরাজী থেকে বান্দাদের বঞ্চিত রাখলেন? তাছাড়া এ আপত্তি আরও প্রকট আকার ধারণ করে যখন দেখা যায়, সব আত্মাকে একটি অতি দীর্ঘ শাস্তিতে নিপতিত করেছেন এবং চিরস্থায়ীভাবে জন্মান্তরের শাস্তি ভোগার কষ্ট তাদের অদৃষ্টে লিখে দিয়েছেন, অথচ সেসব আত্মা পরমেশ্বরের সৃষ্টিও নয়। আর্য সাহেবদের পক্ষ থেকে এর উত্তর যা শোনা যায় তাহলোঃ পরমেশ্বর স্থায়ী মুক্তি দেয়ার শক্তি রাখতেন বটে, কেননা তিনি যে সর্বশক্তিমান, কিন্তু সাময়িক মুক্তি প্রস্তাব করার কারণ হলো জন্মান্তরবাদের ধারাকে অটুট রাখা; যেহেতু রূহের একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা আছে তা থেকে বেশি হতে পারে না; এমন পরিস্থিতিতে স্থায়ী মুক্তি দেয়া হলে জন্মান্তরের ধারা অব্যাহত থাকতো না ...এ কাজ চূড়ান্ত হলে পরমেশ্বর অকেজো হয়ে যেতেন।" [লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ ৩২–৩৩]

* "জন্মান্তরবাদের' অসারতার দ্বিতীয় দিকটি হলো, এই পদ্ধতিটি সত্যিকার পবিত্রতা অর্জনের বিরোধী। আমরা যখন প্রতিদিন কারও মা, কারও বোন এবং কারও নাতনীকে মৃত্যুবরণ করতে দেখছি, তাহলে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসীরা যে বেদ অনুসারে নিষিদ্ধ এমন কোন স্থানে ভুলবশতঃ বিয়ে করে বসবে না–এর নিশ্চয়তা কোথায়? হ্যাঁ, জন্মকালে প্রত্যেক শিশুর সংগে যদি একটি তালিকা সংযুক্ত থাকে যাতে লেখা থাকবে–এ ব্যক্তি অমুক জন্মে অমুক ব্যক্তির সন্তান ছিল–এমতাবস্থায় অবৈধ বিয়ে থেকে বিরত থাকা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু পরমেশ্বর এমনটি করেন নি, তিনি যেন স্বেচ্ছায় এই অবৈধ পদ্ধতিকে বিস্তৃতি দান করতে চেয়েছেন! এছাড়া আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না, পুনর্জন্মের ঝামেলায় পড়ে লাভটা কি? যখন 'নাজাত' কিংবা মুক্তি সম্পূর্ণভাবে ঐশী জ্ঞান অর্থাৎ 'মারেফাতে ইলাহী'র ওপর নির্ভরশীল তখন দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী শিশুর জ্ঞান তার দ্বিতীয় জন্মে নিঃশেষ হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু বাস্তবে একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন একদম নিঃস্ব অবস্থায় পৃথিবীতে আসে এবং এক ভবঘুরে অপব্যয়কারীর মত নিজের অর্জিত ভান্ডার নিঃশেষ করে দরিদ্র এবং নিঃসম্বল সেজে বসে। পূর্বজন্মে সে হাজার বার 'বেদ' পাঠ করে থাকলেও নতুন জন্মে এর এক পৃষ্ঠাও তার মনে থাকে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্জন্মবাদ প্রক্রিয়ায় মুক্তির কোন উপায় দেখা যায় না। কেননা, অনন্ত ক্লেশ ও কষ্টে অর্জিত জ্ঞান–ভান্ডার নতুন জন্মের সাথে সাথে নিঃশেষ হতে থাকে। জ্ঞানও কখনো সঞ্চিত হবে না আর মুক্তিও কখনো লাভ হবে না! আর্য সমাজীদের নীতি অনুসারে 'মুক্তি'ই ছিল সীমাবদ্ধ একটি কালের জন্য, তার ওপর আবার মুক্তি লাভের মূলধন অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চিত হতে না পারার বিপত্তি! এটা আত্মার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি?" [লেকচার লাহোর, পৃঃ ৩৬–৩৭]। (চলবে)

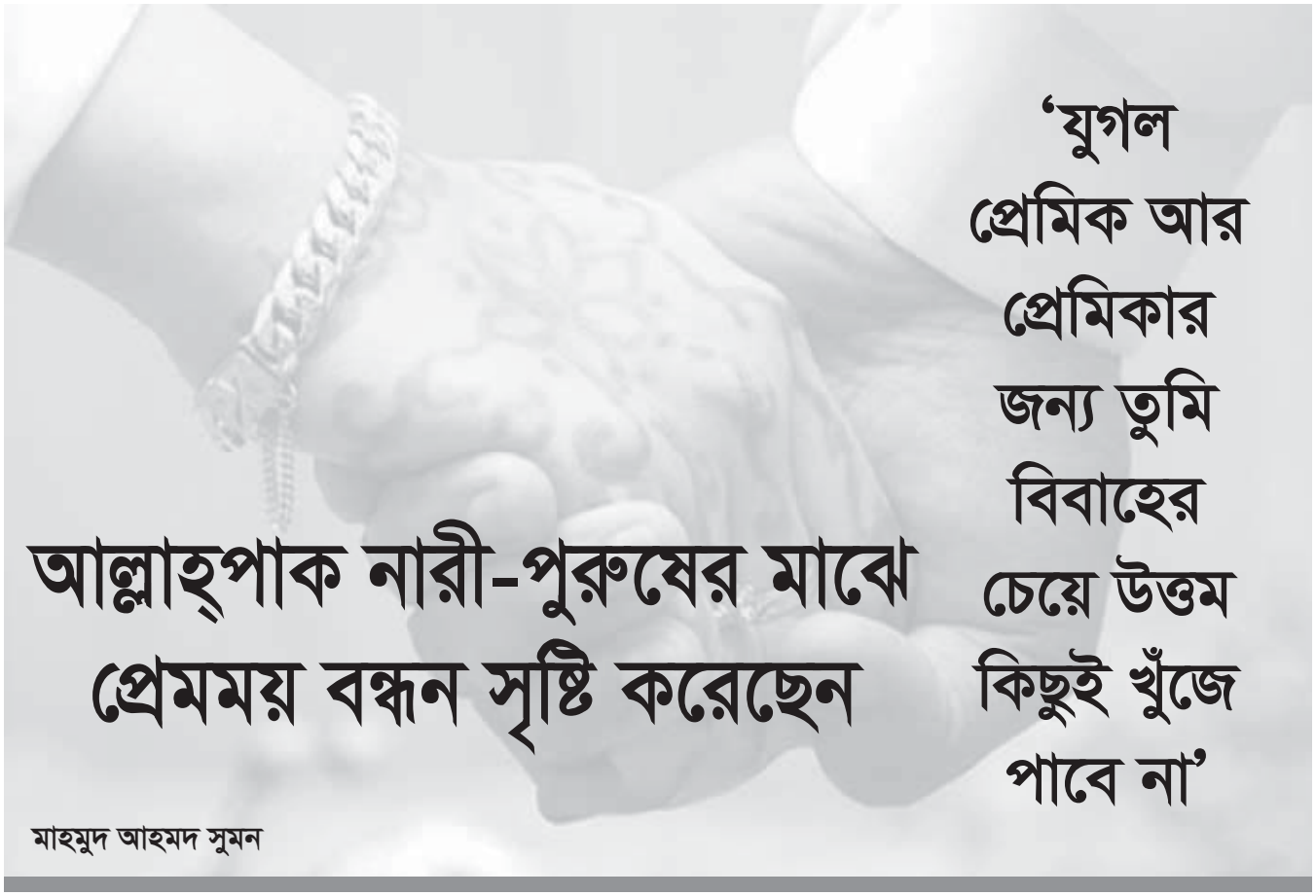

আল্লাহ্‌পাক নারী-পুরুষের মাঝে প্রেমময় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন

‘যুগল প্রেমিক আর প্রেমিকার জন্য তুমি বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছুই খুঁজে পাবে না’

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সব সংঘাত সংঘর্ষের চিরন্তন ও মহাসমন্বয় হচ্ছে ইসলাম। এতে রয়েছে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান আর মৃত্যুর পর আখেরাতের অনন্ত জীবনে নিশ্চিত সুখ-শান্তি লাভের উপায়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধিকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, ‘ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ’ (সূরা আলে ইমরান: ২০)।

আল্লাহ্‌পাকের ধর্মে নারী-পুরুষের মাঝে প্রেমময় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আদেশ দিয়েছেন যাতে করে মানব উম্মাহ প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করতে পারে। আর এজন্যই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারীকে করা হয়েছে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনী। কারণ পুরুষ নিজ জীবনে আপন ভুবনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলেই একজন সহযোগিনীর প্রতি একান্ত মুখাপেক্ষী, নারীর অবর্তমানে পুরুষের হৃদয় শূন্য কোঠা সমতুল্য। একজন সুস্থ্য-সবল, সতী সাধ্বী ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই কেবল তার এ শূন্য কোঠা পূর্ণ হতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে এও হলো একটি নিদর্শন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা প্রশান্তি লাভের জন্য তাদের কাছে যাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা চিন্তা ভাবনা করে’ (সূরা রুম: ২২)।

নারী পুরুষের হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের নির্ভরযোগ্য এক আশ্রয়স্থল হচ্ছে বিবাহ বন্ধন। কোনো পুরুষ কেবলমাত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এ পবিত্রময় আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করতে পারে। তাই বিবাহকে বলা হয় শান্তির প্রতীক। সকল দিক বিবেচনা করেই পবিত্র কুরআনে মানব সম্প্রদায়কে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যুগল প্রেমিক আর প্রেমিকার জন্য তুমি বিবাহের চেয়ে উত্তম কিছুই খুঁজে পাবে না’ (ইবনে মাজা)।

তবে বর্তমান ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার প্রভাবে এবং অবাধ মেলামেশার কারণে কতিপয় যুবক-যুবতীদের হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসার বীজ বোপিত ও অঙ্কুরিত হয়ে ধিরে ধিরে তা আবেগতাড়িত মহাপ্রেম বৃক্ষে পরিনত হতে দেখা যায়। তাদের এ প্রেম বৃক্ষের ফল সামাল দিতে কাজী অফিস বা কোর্টে গিয়ে সমাজের অগোচরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এ ধরনের বিবাহ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া এধরণের বিয়ে বেশি দিন স্থায়ী হতেও দেখা যায় না।

বিবাহ বন্ধন কেবলমাত্র গতানুগতিক বা কোন সামাজিক প্রথা নয়, এটা মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের মানবীয়

বিবাহ বন্ধন কেবলমাত্র গতানুগতিক বা কোন সামাজিক প্রথা নয়, এটা মানব জীবনের ইহকাল ও পরকালের মানবীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌পাকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। সুতরাং এটা যে কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের গুরুত্বই বহণ করে এমন নয় বরং পারলৌকিক জীবন অধ্যায়েও অনেক গুরুত্ব বহণ করে।

পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌পাকের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত। সুতরাং এটা যে কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের গুরুত্বই বহণ করে এমন নয় বরং পারলৌকিক জীবন অধ্যায়েও অনেক গুরুত্ব বহণ করে। ইসলাম ধর্মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া সব ধরণের সম্পর্ককে হারাম আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিয়ে মানুষকে এক নুতন জীবনের ও পথের সন্ধান দিয়ে থাকে যে পথ মানুষের জাগতিক ও আধ্যাতিক সফলতার আসল চাবি-কাঠি।

বিভিন্ন পরিবারে এমনও দেখা যায় ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে দিচ্ছেন না এ অভিযোগে যে, ছেলে-মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। এটা আসলে উভয় পক্ষের মন-মানুষিকতার বিষয়। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমলের অভাব থেকেই এহেন ধারণার সৃষ্টি হয়।

ইসলাম বলে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় মাপ কাঠি হচ্ছে ধার্মিকতা। আমদের সন্তান-সন্ততিদের সঠিক ভাবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমরা কি আমাদের সন্তানদের বিষয়ে সঠিক খোঁজ রাখি, তারা পড়া-লেখার নামে কোথায় সময় কাটাচ্ছে, কোন ধরণের বন্ধুর সাথে আড্ডা দিচ্ছে আর ফেইসবুকে কার সাথে মিথ্যা প্রেমময় সম্পর্ক গড়ে তুলছে? আধুনিকতার নামে আপনার আমার সন্তানরা আজ যা করছে তা কখনই ইসলাম অনুমতি দেয় না এবং তাদের পোশাক-আশাকে যে বেহায়াপনা দেখা যায় এর কারণে কিন্তু আপনি আমি সবাই আল্লাহ্‌পাকের কাছে জিজ্ঞাসিত হবো।

এছাড়া বর্তমান যৌতুকের নামে যে অনৈসলামিক প্রথা চালু হয়েছে তা কখনই কাম্য নয়। ইসলামে বর-পণ বা যৌতুক দেয়া-নেয়া বলতে কিছু নেই। এটি সম্পূর্ণ বেদাত। কন্যাপক্ষের কাছে পাত্রপক্ষের কোন ধরণের দাবি আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনে এবং হযরত রসূল করীম (সা.)-এর কোন হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিয়ের সময় হতে আজীবন স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর এবং বিয়ের সময়ে স্ত্রীকে দেনমোহর দেয়ার দায়িত্বও স্বামীর ওপর। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের ওপর অভিভাবক, কেননা আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এই কারণেও যে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে স্ত্রীলোকদের জন্য খরচ করে' (সূরা নিসা: ৩৫)।

আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, আমরা খাঁটি মুসলমান এবং শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার দাবি ঠিকই করে থাকি, এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর শিক্ষার পরিপূর্ণ অনুসরণ করছি? যদি আমরা তা না করি তাহলে আল্লাহ্‌পাকের কাছে আমরা ঘৃণিত প্রমাণিত হবো। আহমদী সমাজে যদিও যৌতুকের বিষয়টি তেমন দৃষ্টিতে পড়ে না কিন্তু বাহিরের সমাজে এর প্রভাব ব্যাপক। দেখা যায়, পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছে টাকা, অলঙ্কার, গাড়ি, বাড়ি, তৈজষপত্রাদির বড় বড় দাবি আদায় করে থাকে সেই সাথে অনেকে এমন আবদারও করে যে, ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে হবে বা ভালো চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর সে মোতাবেক না দিলে স্ত্রীর ওপর চালায় নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না।

আমরা দেখতে পাই, এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় যার ফলে তাদের সন্তানদের বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যায় পরতে হয়। বর পক্ষ যৌতুক ছাড়া বিয়েতে রাজি না হওয়ায় কনে পক্ষের লোকদের অনেক কষ্ট করে অর্থসম্পদ যোগাড় করে বিয়ে দেয়। পত্রিকার পাতা উল্টালেই প্রতিদিন চোখে পরে যৌতুকের দায়ে স্ত্রীর গয়ে আগুন, শরীরে সিগারেটের ছ্যাকা, শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতেও যৌতুক লোভিরা পিছপা হচ্ছে না। এসব নির্যাতনের ফলে প্রতিনিয়ত প্রাণ দিতে হচ্ছে কতই না নারীর। এছাড়া বিভিন্ন দেশে মেয়েদের বিয়ের বিষয় চিন্তা করলেই যেন পাহাড় ভেঙ্গে পরার উপক্রম হয় বিশেষ করে আরব দেশে, কারণ এসব দেশে একটি মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।

একটি বিষয় চিন্তা করে কুল পাই না, মানুষের বিবেকের আজ হালো কি, প্রেমময় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য কি কোনো ধরণের লেন-দেনের প্রয়োজন আছে? প্রেম-ভালোবাসা কি টাকা দিয়ে হয়? বড়ই আক্ষেপ হয় যখন শুনতে পাই প্রেমময় বন্ধনে অর্থই নাকি দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা যদি নিজেকে মুসলমান এবং শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত বলে দাবি করি তাহলে আমাদেরকে ইসলামি নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। মুখে বলবো মুসলমান আর করবো অনৈসলামিক কাজ তা হতে পারে না।

masumon83@yahoo.com

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশানে কাদিয়ানের নামের তালিকা
সদর আঞ্জুমান এবং তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানের সদস্য বৃন্দ

(১০ম কিস্তি)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
	দেহাতী মোবাল্লেগীন		
১২৯.	মোকাররম সৈয়দ মঞ্জুর আহমদ শাহ্	মোকাররম সৈয়দ হুসাইন শাহ্	গুজরাট
১৩০.	মোকাররম বশির আহমদ মাহলপুরী	মোকাররম আলী বখশ	হুশিয়ারপুর
১৩১.	মোকাররম নওয়াব খাঁ	মোকাররম খাঁজা দ্বীন	গুজরাট
১৩২.	মোকাররম আতাউল্লাহ্	মোকাররম মৌলবি শের মোহাম্মদ	সারগোদা
১৩৩.	মোকাররম মোহাম্মদ শরীফ	মোকাররম নবী বখশ	
১৩৪.	মোকাররম ফয়েজ আহমদ	মোকাররম হাবীবুল্লাহ্	সিন্ধু
১৩৫.	মোকাররম মোহাম্মদ সুলতান আহমদ	মোকাররম সৈয়দ ফজল আহমদ শাহ্	কাদিয়ান
১৩৬.	মোকাররম আব্দুর রহিম কাশ্মীরি	মোকাররম আব্দুল আজিজ	ইসলামাবাদ
১৩৭.	মোকাররম আলী মোহাম্মদ কাশ্মীরি	মোকাররম আব্দুস সামাদ	ঐ
১৩৮.	মোকাররম মোহাম্মদ রমযান	মোকাররম চুগতাহ গোলাম আহমদ	কাশ্মীরি
১৩৯.	মোকাররম আব্দুল গনি	মোকাররম মোহাম্মদ দ্বীন	উত্তর সারগোদা
১৪০.	মোকাররম মোহাম্মদ সাদেক	মোকাররম শেখ রহিম বখশ	লাহোর
১৪১.	মোকাররম বশীর আহমদ খাদেম	মোকাররম মিয়া আল্লাহ্ বখশ	কাদিয়ান
১৪২.	মোকাররম ফতেহ মোহাম্মদ আসলাম	মোকাররম রোডা	গুরুদাসপুর
১৪৩.	মোকাররম সৈয়দ মঞ্জুর আহমদ আমেল	মোকাররম সৈয়দ ফজল মোহাম্মদ শাহ	লায়েলপুর
১৪৪.	মোকাররম বশির আহমদ বাংরোভী	মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাইল	সিয়ালকোট
১৪৫.	মোকাররম বশির আহমদ ঢালু	মোকাররম মোহাম্মদ হোসাইন	ঐ
১৪৬.	মোকাররম কুরাইশী মোহাম্মদ শাফী আবেদ	মোকাররম মিঞা আল্লাহ্ রাকখা	গুঁজরানওয়ালা
১৪৭.	মোকাররম মৌলবি খুরশিদ আহমদ প্রভাকর	মোকাররম চৌধুরী নওয়াব দ্বীন	লায়েলপুর
১৪৮.	মোকাররম হাকীম সিরাজদ্দীন	মোকাররম হাকীম মোহাম্মদ বখশ	গুজরাট
১৪৯.	মোকাররম সিরাজুল হক	হযরত মুন্সী আব্দুল হক (রা.) কাতেব	গুজরাট
১৫০.	মোকাররম গোলাম নবী	মোকাররম চৌধুরী ফজলউদ্দীন	সিয়ালকোট
১৫১.	মোকাররম মোহাম্মদ আহমদ (ফকির শাঙ্গ)	মোকাররম মওলা বখশ	ঐ
১৫২.	মোকাররম মোহাম্মদ ইউসুফ	মোকাররম রহিম বখশ	লাহোর
১৫৩.	মোকাররম মোহাম্মদ শরীফ	মোকাররম মোহাম্মদ আলী	সিয়ালকোট
১৫৪.	মোকাররম আব্দুল লতিফ	মোকাররম আব্দুর রহমান	লায়েলপুর
১৫৫.	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ কাশ্মীরি	মোকাররম গোলাম মোহাম্মদ	জম্মু
১৫৬.	মোকাররম হাফেজ আল্লাহ্ দ্বীন	মোকাররম নওয়াব দ্বীন	কেমলপুর
১৫৭.	মোকাররম মৌলবি আব্দুল হামিদ মোমেন	মোকাররম আল্লাহ্ দত্তা	লায়েলপুর
১৫৮.	মোকাররম আসলাম খাঁ	মোকাররম আসাদুল্লাহ খান ফতেহপুর (ইউপি)	
১৫৯.	মোকাররম ফিরোজ উদ্দীন	মোকাররম করিম উল্লাহ্	গুরুদাসপুর
১৬০.	মোকাররম মৌলবি মোহাম্মদ সাদেক নাকেদ	মোকাররম আল্লা রাকখা	লায়েলপুর

১৬১.		মোকাররম আব্দুল হক ফজল		মোকাররম আহমদ দ্বীন				সিয়ালকোট
১৬২.		মোকাররম আল্লাহ্ বখশ		মোকাররম খোদা বখশ				সারগোদা
১৬৩.		মোকাররম খান মোহাম্মদ		মোকাররম ইমাম দ্বীন				গুজরাট
১৬৪.		মোকাররম আব্দুস্ সাত্তার		মোকাররম আল্লাহ্ বখশ				শেখুপুরা
১৬৫.		মোকাররম গোলাম মোহাম্মদ		মোকাররম রহিম বখশ				গুজরাট
১৬৬.		মোকাররম মোহাম্মদ উসমান আলী বাঙালি		মোকাররম আব্বাস আলী				বাংলাদেশ
১৬৭.		মোকাররম ওবায়েদুর রহমান ফানী বাঙালি		মোকাররম হাফেজ আতাউর রহমান				বাংলাদেশ
১৬৮.		মোকাররম নেয়ামত উল্লাহ্ খাঁন		মোকাররম এনায়েতুল্লাহ্ খাঁ				
১৬৯.		মোকাররম মোতাহার আলী বাঙালি		মোকাররম আকবর আলী				বাংলাদেশ
১৭০.		মোকাররম মৌলবি মোহাম্মদ ওমর আলী বাঙালি		মোকাররম বশির উদ্দীন				বাংলাদেশ
১৭১.		মোকাররম আব্দুস সালাম বাঙালি		মোকাররম কালু হাজী				বাংলাদেশ
১৭২.		মোকাররম আব্দুল মোতালেব বাঙালি		মোকাররম মুন্‌শী দায়েমুল্লাহ্				বাংলাদেশ
			স্থায়ী খোদ্দাম					
১৭৩.		মোকাররম কেপ্টেন শের ওয়ালী		মোকাররম হায়াত খাঁ				জেহলাম
১৭৪.		মোকাররম সুবেদার আব্দুল গফুর		মোকাররম সুবেদার খুশহাল খান				মর্দান
১৭৫.		মোকাররম সুবেদার বরকত আলী		মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাইল				গুজরাট
১৭৬.		মোকাররম জমাদ্দার রাজা সুবা খান		মোকাররম রাজা গোলাম মোহাম্মদ				জেলদার
১৭৭.		মোকাররম সুবেদার আল্লাহ ইয়ার		মোকাররম ফতেহ মোহাম্মদ				সারগোদা
১৭৮.		মোকাররম জমাদ্দার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্		মোকাররম চৌধুরী নূর মোহাম্মদ				মুলতান
১৭৯.		মোকাররম জমাদ্দার আব্দুল হামিদ		মোকাররম আহমদ দীন				সিয়ালকোট
১৮০.		মোকাররম জমাদ্দার মোবাশ্বের আহমদ		মোকাররম মাষ্টার হুসাইন খান				কাদিয়ান
১৮১.		মোকাররম জমাদ্দার মালেক মোহাম্মদ রফিক		মোকাররম চৌধুরী আলী বখশ		সিয়ালকোট		
১৮২.		মোকাররম মৌলবি আব্দুল কাদের দানেশ		হযরত ডাক্তার আব্দুর রহিম দেহলভী (রা.)				কাদিয়ান
১৮৩.		মোকাররম মাহমুদ আহমদ আরেফ		মোকাররম হাকীম শের মোহাম্মদ				শেখপুর
১৮৪.		মোকাররম আজিজ আহমদ		মোকাররম মুনশী আব্দুল খালেক				কাদিয়ান
১৮৫.		মোকাররম জালাল উদ্দীন		মোকাররম মিঁয়া শিহাব উদ্দীন				গুরুদাসপুর
১৮৬.		মোকাররম মোহাম্মদ বুটা (মোহাম্মদ খিজির)		মোকাররম চৌধুরী ঝান্ডে খান				সিয়ালকোট
১৮৭.		মোকাররম মোহাম্মদ শরীফ		মোকাররম মীরা বখশ				গুজরাট
১৮৮.		মোকাররম গোলাম কাদের		মোকাররম আব্দুল গাফ্‌ফার				গুজরাট
১৮৯.		মোকাররম বশির আহমদ		মোকাররম নিজাম উদ্দীন				সিয়ালকোট
১৯০.		মোকাররম মোহাম্মদ ইউসুফ		মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাঈল				গুজরাট
১৯১.		মোকাররম মোহাম্মদ আজিজ		মোকাররম মানসাব খাঁন				গুজরাট
১৯২.		মোকাররম বাহাদুর খাঁন		মোকাররম মিঞা শাদী খাঁন				সারগোদা
১৯৩.		মোকাররম মোহাম্মদ ইউসুফ		মোকাররম ইয়াকুব খান				কাদিয়ান
১৯৪.		মোকাররম খুরশিদ আহমদ জিয়া		মোকাররম ছানাউল্লাহ				সিয়ালকোট
১৯৫.		মোকাররম আহমদ খাঁ		মোকাররম বাযখাঁন				গুজরাট
১৯৬.		মোকাররম মোহাম্মদ মূসা		মোকাররম মিঞা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্				শেখপুরা
১৯৭.		মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ ইসহাক		মোকাররম মিঞা মোহাম্মদ দীন				গুজরানওয়ালা
১৯৮.		মোকাররম ফজল ইলাহী গুজরাটি		মোকাররম মিঞা আব্দুল্লাহ্				গুজরাট
১৯৯.		মোকাররম নওয়াব দীন		মোকাররম মিঞা খোয়াজ দীন				কাদিয়ান
২০০.		মোকাররম গোলাম আহমদ সূফী		মোকাররম সরদার মোহাম্মদ				গুরুদাসপুর
২০১.		মোকাররম মঞ্জুর আহমদ		মোকাররম চৌধুরী নূর মোহাম্মদ চিমা				সিয়ালকোট
২০২.		মোকাররম শরীফ আহমদ ডোগার		মোকাররম সরদার খান				সিয়ালকোট
২০৩.		মোকাররম মোহাম্মদ ফাজেল		মোকাররম শাহ্ মোহাম্মদ				গুজরাট
২০৪.		মোকাররম চৌধুরী সিকান্দর খাঁন		মোকাররম লাল খান				গুজরাট
২০৫.		মোকাররম আতাউল্লাহ্		মোকাররম মিঞা সুলতান বখশ				জেহলাম
২০৬.		মোকাররম রাফী উদ্দিন		মোকাররম মিঁরা বখশ কাশ্মীরি				গুজরাট
২০৭.		মোকাররম সুলতান আহমদ		মোকাররম মোহাম্মদ বখশ				গুজরাট
২০৮.		মোকাররম জিয়াউল হক		মোকাররম মালেক বাহাউল হক				জেহলাম
২০৯.		মোকাররম মসীহ উল্লাহ্		মোকাররম আব্দুল গফুর				জেহলাম
২১০.		মোকাররম মোহাম্মদ খাঁ		মোকাররম কালে খান				গুজরাট
২১১.		মোকাররম হাওলাদার মোহাম্মদ আশরাফ		মোকাররম রহমত খান				গুজরাট

২১২.		মোকাররম মুজাফ্‌ফর আহমদ		মোকাররম আব্দুল মজিদ				লায়েলপুর
২১৩.		মোকাররম আমীর আলী		মোকাররম আব্দুল মজিদ				জেহ্‌লাম
২১৪.		মোকাররম বশির আহমদ মুহার		মোকাররম হাজী খোদা বখশ				সিয়ালকোট
২১৫.		মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ দীন		মোকাররম মির্যা গোলাম মোহাম্মদ				গুজরাট
২১৬.		মোকাররম ফজল আহমদ		মোকাররম মুনশী আহমদ দীন				গুজরাট
২১৭.		মোকাররম ফতেহ মোহাম্মদ		মোকাররম কুতুব উদ্দীন				গুজরাট
২১৮.		মোকাররম হাসান মোহাম্মদ		মোকাররম নূরুদ্দীন				কাদিয়ান
২১৯.		মোকাররম আব্দুল কাইয়ুম		মোকাররম আহমদ দীন				গুজরাট
২২০.		মোকাররম গোলাম মোহাম্মদ		মোকাররম রহিম বখশ				গুজরাট
২২১.		মোকাররম সালাহ উদ্দীন		মোকাররম মিঞা ফজল হক				সাহীওয়াল
২২২.		মোকাররম আব্দুস সালাম		মোকাররম চৌধুরী আব্দুল হাকীম				সিয়ালকোট
২২৩.		মোকাররম আব্দুল গফুর		মোকাররম মৌলবি রহমত উল্লাহ				সাহীওয়াল
২২৪.		মোকাররম নজির আহমদ		মোকাররম খোদা বখশ				লায়েলপুর
২২৫.		মোকাররম মোহাম্মদ খাঁ		মোকাররম রাজা খান				গুজরাট
২২৬.		মোকাররম আব্দুল করীম		মোকাররম মওলা বখ্‌শ				অমৃতসর
২২৭.		মোকাররম বশির আহমদ		মোকাররম মওলা বখ্‌শ				গুজরাট
২২৮.		মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাঈল		মোকাররম মিঞা ঝান্ডে খান				গুরুদাসপুর
২২৯.		মোকাররম মোহাম্মদ শফী		মোকাররম উমর দীন				গুজরাট
২৩০.		মোকাররম শাহ মোহাম্মদ		মোকাররম সাহেবদাদ				গুজরাট
২৩১.		মোকাররম ওলী মোহাম্মদ		মোকাররম শাহ্‌ মোহাম্মদ				গুজরাট
২৩২.		মোকাররম মোহাম্মদ বশীর		মোকাররম মালেক মোহাম্মদ ইব্রাহীম				গুজরাট
২৩৩.		মোকাররম জহুর আহমদ নাসের		মোকাররম মোহাম্মদ মুরাদ				গুজরানওয়ালা
২৩৪.		মোকাররম মির্যা বশির আহমদ		মোকাররম মির্যা বাহাদুর বেগ				গুজরাট
২৩৫.		মোকাররম জহুর আহমদ		মোকাররম ফতেহ উদ্দিন				গুজরাট
২৩৬.		মোকাররম বশীর আহমদ হাফেযাবাদী		মোকাররম মিঞা মোহাম্মদ মুরাদ				গুজরানওয়ালা
২৩৭.		মোকাররম মিরা বখশ		মোকাররম মওলা দাদ				গুজরাট
২৩৮.		মোকাররম মোহাম্মদ রমজান		মোকাররম উমর বখশ				গুজরাট
২৩৯.		মোকাররম আব্দুল হামীদ		মোকাররম ইলাহী বখ্‌শ				শেখপুরা
২৪০.		মোকাররম সিদ্দীক আহমদ		মোকাররম চেরাগ দীন				লায়েলপুর
২৪১.		মোকাররম জাকারিয়া খান		মোকাররম মোহাম্মদ সিদ্দীক				সারগোদা
২৪২.		মোকাররম নাজির আহমদ জাজ্জা		মোকাররম আহমদ দীন				সারগোদা
২৪৩.		মোকাররম মাহমুদ আহমদ		মোকাররম গোলাম মোহাম্মদ				সারগোদা
২৪৪.		মোকাররম হাওলাদার মোহাম্মদ নেওয়াজ গোরায়া		মোকাররম মেহের দীন				গুজরানওয়ালা
২৪৫.		মোকাররম মির্যা গালেব বেগ		মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ আকরাম				লাহোর
২৪৬.		মোকাররম আতাউল্লাহ্‌ গুজরাটি		মোকাররম আল্লাহ দাত্তা				গুজরাট
২৪৭.		মোকাররম গোলাম রসূল		মোকাররম চৌধুরী শাহ্‌ মোহাম্মদ				শেখপুরা
২৪৮.		মোকাররম চৌধুরী আতাউল্লাহ		মোকাররম আব্দুর রহমান				সিয়ালকোট
২৪৯.		মোকাররম মালেক নজির আহমদ		মোকাররম মালেক মুশতাক আহমদ				পেশোয়ার

বিদেশী বা অস্থায়ী খোদ্দাম

২৫০.		মোকাররম চৌধুরী সাঈদ আহমদ		মোকাররম চৌধুরী ফয়েজ আহমদ				সিয়ালকোট
২৫১.		মোকাররম চৌধুরী আব্দুল গনি		মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ হায়াত				গুজরাট
২৫২.		মোকাররম চৌধুরী সাদেক মোহাম্মদ		মোকাররম চৌধুরী ইব্রাহীম				গুজরানওয়ালা
২৫৩.		মোকাররম বাসারাত আহমদ		মোকাররম মুন্সী সুলতান আলম				গুজরাট
২৫৪.		মোকাররম মীর রফি আহমদ		মোকাররম ডাক্তার বরকত উল্লাহ্‌				গুজরাট
২৫৫.		মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ সাদেক		মোকাররম মির্যা ইমাম উদ্দিন				কোয়েটা
২৫৬.		মোকাররম মালেক সুলতান আহমদ		মোকাররম মালেক খান মোহাম্মদ				আটক
২৫৭.		মোকাররম শেখ আব্দুল হক		মোকাররম শেখ মীরা বখ্‌শ				গুজরাট
২৫৮.		মোকাররম মিয়া গোলাম রসূল		মোকাররম মিয়া নবী বখশ				সিন্ধু
২৫৯.		মোকাররম চৌধুরী রওশন উদ্দিন		মোকাররম চৌধুরী আল্লাহ্‌ দাত্তা				সিয়ালকোট
২৬০.		মোকাররম চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ		মোকাররম চৌধুরী আব্দুল্লাহ্‌ খান				বাওয়ালপুর
২৬১.		মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ শফী		মোকাররম চৌধুরী ফজল দ্বীন				বাওয়ালপুর

(চলবে)

আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা

খন্দকার আজমল হক

(৪র্থ কিস্তি)

এর মধ্যে আমি অবশ্য পদোন্নতি পেয়ে কুষ্টিয়া থেকে মহকুমা শিক্ষা অফিসার হিসেবে কিশোরগঞ্জে বদলি হই। এখানেও প্রথমে আমি ছাড়া অন্য কোন আহমদী ছিলনা। এসময় আমার ছেলে মেয়েরাও বড় হওয়ায় তাদের নিয়ে আমার বাসাতেই জুমার নামায আদায় করতাম। পরে নিকটস্থ হোসেনপুর জামা'তের সন্ধান পেলে প্রতি শুক্রবার মোটর সাইকেলে সেখানে গিয়ে নামায পড়তাম। তখন ঐ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্দুল হাকিম সাহেব। তার বাসাতেই জুমার নামায পড়া হত। ঈদের নামায জনাব আলী মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে পড়া হত।

এরপর মরহুম আব্দুল হাই সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ শহর থেকে ৩/৪ মাইল দূরে বড়খালের পাড় নামক গ্রামে। তিনি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে পাঞ্জাবে ছিলেন। কাদিয়ানের বাস করেন ব্রিটিশ আমলে। খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ও সাহাবীদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। বুজুর্গ ছিলেন,। আমার ছেলেমেয়েরা বহু ঐতিহাসিক ঘটনা তার কাছে শুনতো। তিনি আহমদী হওয়ার আগে ফাজেল পাস মৌলভী ছিলেন। তাকে পাবার পর জুমার নামায পড়তে আমাকে আর হোসেনপুর যেতে হয় নি। আমার বাসাতেই আমার পরিবার ও তার ছেলেদের নিয়ে জুমার নামায পড়তাম।

এ সময় খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম নামে পূবালী ব্যাংকে কর্মরত এক যুবকের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমার বড় ছেলের সাথে সে আমার বাসায় আসত। সে তাকে আহমদীয়াতের কথা বলে। আমিও তাকে তবলীগ করি। অত:পর সে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সে লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে। এখনও সে জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে।

এই মাহবুব সাহেব ও আবদুল হাই সাহেবকে নিয়ে কিশোরগঞ্জে নতুন জামা'ত গঠিত হয়। এ সময় কিশোরগঞ্জ মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত হয় এবং আমি মহকুমা শিক্ষা অফিসার হতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে পদোন্নতি পাই। এর মধ্যে মাহবুবুল ইসলাম এর পরিচিত টাঙ্গাইল নিবাসী আকরাম হোসেন নামে এক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী আমার বাসায় বয়আত গ্রহণ করেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে পদোন্নতি পাবার পরে একদিন নজরুল ইসলাম নামে এক ভদ্রলোক আমার বাসায় আসেন। ইটনা উপজেলায় ইটনা সদরে তার শ্বশুরবাড়ি ছিল। সেখানেই তিনি তার শ্বশুরের মাদ্রাসায় চাকরি করতেন। তিনি নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দেন এবং জানলাম যে তার কিছুদিন আগে তিনি ঢাকায় বয়আত গ্রহণ করেছেন।

কিশোরগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী গালিমগাজি গ্রামে তার যাতায়াত ছিল। মাঝেমাঝেই তিনি সেখানে যেতেন ও তবলীগ করতেন। তার তবলীগে বেশ কয়েকজন সাড়া দেন। নজরুল সাহেব তাদের দু'জনকে নিয়ে একদিন আমার বাসায় আসেন। তাদের নাম ছিল গোলাম রহমান ও আব্দুল কুদ্দুস। বেশ কয়েকদিন তারা আমার বাসায় আসেন। এরপর তারা আমার বাসাতেই বয়আত গ্রহণ করেন ও আমাকে তাদের ওখানে যাবার আমন্ত্রণ জানান। এ সময় আমার ঠিক মনে নেই, মনে হয় একজন সদর মুরব্বি আমার বাসায় আসেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব। তাকে নিয়ে এক শুক্রবার গালিমগাজি যাই। জুমার নামায মুরব্বি সাহেব পড়ান। নামাযের পর এক তবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে কয়েকজন বয়আত নেন এবং জামা'ত গঠন করা হয় ও গোলাম রহমান সাহেব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যে মসজিদে আমরা নামায পড়ি তা গোলাম রহমান সাহেবের বাড়িতে তার জায়গাতেই ছিল। সেসময় গালিমগাজিতে যাতায়াত ছিল এমন এক মাদ্রাসার মৌলভী সাহেব আমার বাসায় আসেন। আমার সাথে আলোচনার পর তিনি আমার নিকট বয়আত গ্রহণ করেন। তার বেশ পড়াশুনা ছিল। আমি যা বলতাম সবই স্বীকার করে নিতেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার কোন এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। আহমদী হবার কারণে তার চাকুরি যায়। জামা'ত তাকে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম হিসেবে নিযুক্তি দেয়।

এই গোলাম রহমান সাহেবের এক ছেলের সাথে কটিয়াদী জামা'তের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হান্নান সাহেবের মেয়ের বিবাহ হয়।

সেখানে পরে মোখালেফাতের সৃষ্টি হলে তীব্র সামাজিক চাপের কারণে গোলাম রহমান ও আব্দুল কুদ্দুস সাহেবগণ জামা'তের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতে জামা'ত নষ্ট হয়নি। অন্যান্যরা ছিলেন। গোলাম রহমান সাহেবের ছেলে জামা'তের হাল ধরেন। অবশ্য পরে গোলাম রহমান সাহেব জামা'তে ফিরে আসেন। মোখালেফাতের প্রাথমিক পর্যায়ে মসজিদটি হাতছাড়া হয়ে যায়। এখন গোলাম রহমান সাহেবের বাড়িতে তার জায়গাতে নতুন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। প্রতি বছর সালানা জলসায় এখান থেকে আহমদীরা যোগ দিয়ে থাকেন।

কিশোরগঞ্জে আমি দশ বছরের বেশি সময় সপরিবারে অবস্থান করি। তারপর আমি বগুড়ায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে বদলি হই। বদলির আদেশ পাবার পূর্বে সদর মুরব্বি মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের জামাতা জনাব জিল্লুর রহমান সাহেব ডাক বিভাগের বড় কর্মকর্তা হিসেবে বদলি হয়ে আসেন। তারপর তিনি কিশোরগঞ্জ জামা'তের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

বগুড়ায় এসেতো আমি তৈরি জামা'তই পাই।

বগুড়া জামা'ত অনেক পুরানো জামা'ত। খান সাহেব মৌলভি মোবারক আলী সাহেব ছিলেন এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা। জামা'তের মসজিদটি তার ওয়াকফকৃত স্থানে অবস্থিত। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে আমি বগুড়ায় আসি। এখানে জামা'ত খুঁজতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। মসজিদটি অফিসের নিকটেই অবস্থিত ছিল। আমার অফিসের লোকদের কাদিয়ানী মসজিদের কথা বলতেই তা দেখিয়ে দেয়। মসজিদের কাছেই জামা'তের প্রবীণ সদস্য আফতাব আহমদ সাহেবের বাড়ি। তার সাথেই আমার প্রথম পরিচয়। জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব রাজিবউদ্দিন আহমদ সাহেবের সাথেও আমার দেখা হয়। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে মসজিদে জামা'তের অন্যদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়। অত:পর নিয়মিত চাঁদাদাতা সদস্য হই। পরে আমাকে মজলিসে আমেলার সদস্য নির্বাচন করা হয় এবং জামা'তের খেদমত করার সুযোগ পাই। অনেকদিন সেক্রেটারী তবলীগ ও তালিম তরবীয়তের দায়িত্ব পালন করি। এক সময় আমাকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বিভাগীয় নাযেমের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন বিভিন্ন জামা'ত পরিদর্শনের সুযোগ হয়।

এই জামা'তে কাজ করার সময় তবলীগের অনেক সুযোগ আসে। আমরা গ্রুপ ভাগ করে তবলীগের কাজ করি। তবলীগ দিবস পালন কালে তবলীগী প্রচারপত্র-বুকলেট প্রভৃতি বিলি করারও সুযোগ হয়। স্থানীয় খোদ্দামগণ বিশিষ্ট অবদান রাখে। এসবই ছিল আমার অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর আমি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করি। অবসরে যাবার কিছু দিন পর জামা'তের কাজের সাথে অবসর জীবন অন্য কীভাবে কাটানো যায় চিন্তা করতে থাকি। জামা'তের আরও বড় কিছু করার ইচ্ছে আমার মনে জাগে। তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিশতিয়ে নূহ" এর একটি কথা আমার মনে পড়ে। এই গ্রন্থের একস্থানে তিনি উল্লেখ্য করেছেন যে, পবিত্র কোরআনের সাতশত আদেশের একটি আদেশ যে না মানবে তার ঈমান নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। আমি চিন্তা করলাম, কুরআনতো বিরাট গ্রন্থ। এর বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে আছে। কুরআন পড়ে এসব আদেশ-নিষেধ জানা অতি দুষ্কর। এদের একত্রিত করে যদি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায় তবে মানুষের উপকারে আসবে। তারা এসব আদেশ-নিষেধ জানবার সুযোগ পাবে। তারা বলতে পারবে না যে তারাতো সব আদেশ নিষেধ জানেনা তাই পালন করবে কীভাবে।

ভাবলাম কাজটা যদিও খুব কঠিন, তবু চেষ্টা করলে কেমন হয়। বন্ধু ইয়ামিন সাহেবের সাথে টেলিফোনে আলাপ করলাম। তিনি আমাকে উৎসাহিত করলেন এবং সহযোগিতা করবার আশ্বাসও দিলেন। তখন তার ওখানে সদর মুরব্বী মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব ছিলেন। তিনিও আমাকে উৎসাহিত করলেন এবং বললেন "কুরআনের সাথে হাদীস এবং মলফুজাতও সংযোজিত করবেন"। ইয়ামিন সাহেব হাদীস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় সাথে সাথে বুখারী শরীফ ও মেশকাত শরীফের সব খণ্ড ও সিহাহ্ সিত্তার আরও কয়েকটি গ্রন্থ আমার বড় ছেলে মাহমুদুল হাসানের মাধ্যমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমার ঐ ছেলে সেগুলো ঢাকা থেকে কিনে আনে। বাংলাদেশ জামা'তের তৎকালীন আমীর ছিলেন মরহুম মোস্তফা আলী সাহেব। আমার এই প্রচেষ্টার কথা জানালে তিনি খুব খুশি হন ও আমাকে উৎসাহিত করেন।

প্রথমে কুরআন থেকে বিষয়সমূহ কীভাবে বের করা যায় চিন্তা করে আমি কুরআন পড়া শুরু কললাম। দেখলাম এটা বড় কঠিন কাজ। তবুও দমে গেলাম না। কুরআন পাঠকালে প্রয়োজনীয় আয়াত যখনই পেতাম লিখে রাখতে শুরু করলাম। বিষয় লিখে সংশ্লিষ্ট আয়াত তার নিচে লিখে রাখতাম। এভাবে বাছাই কালে দেখতে পেলাম যে একই বিষয়ের আয়াত বিভিন্ন সূরায় অনেক স্থানে আছে। সব লিখলে অতিশয়োক্তি হয়ে যাবে। তাই চিন্তা করলাম একই বিষয়ের বা তৎসংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক আয়াত বিষয়ের নিচে লিখে অন্য আয়াতসমূহ রেফারেন্স হিসেবে সূরা ও আয়াতের নম্বর নিচে লিখি। এতে পাঠকদের সংশ্লিষ্ট আয়াত জানবারও সুযোগ হবে। এজন্য আমি একইসাথে ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নেই। সব নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি কীনা জানি না, তবে চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি।

কুরআন থেকে বিষয়সমূহ নির্বাচনের পর হাদীসের কোথায় কোন বিষয় আছে খুঁজে বের করতে থাকলাম। বুখারী, মেশকাত এবং অন্য হাদিস ছাড়াও আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হাদিস ও রিয়াজুস সালেহীন পুস্তকের সাহায্য নেই।

এভাবে হাদীস সংগ্রহের পর মালফুজাত সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দিই। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যত পুস্তক বাংলায় অনুদিত হয়েছে তা পড়তে থাকি তা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি টুকতে থাকি। এছাড়া আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত মলফুজাতেরও সাহায্য নিই। বাসায় আহমদী পত্রিকা এলে তা বাঁধিয়ে রাখতাম। এগুলো আমার অনেক সাহায্যে আসে। কোন বিষয় এসবের ভেতর না পেলে তা সংগ্রহের জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহদের খোৎবার সাহায্য নিতাম। এর জন্য আমার দীর্ঘ সাত বৎসর সময় লাগে। অবশ্য অসুস্থতার জন্য আমি এক বৎসর কাজ করতে পারিনি।

এ কাজের জন্য আমাকে সব সময় দোয়ায় রত থাকতে হয়। মাঝে মাঝেই আমি হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কে স্বপ্নে দেখতাম। আমি দেখতাম তিনি আমার প্রতি খুব খুশি। যা আমাকে আমার কাজে অনুপ্রাণিত করত।

পুস্তকটির নামকরণ করা হয় *কুরআন ও জীবন*। এই নামকরণ করতে আমার ভায়রা শাহ মোস্তাফিজুর রহমান এবং শ্যালক বি.এ.এম.এ সাত্তার সাহেব সাহায্য করেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করতে খোদার ফজলে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমার পরম বন্ধু মরহুম ইয়ামিন সাহেব হাদিস গ্রন্থ সরবরাহ ছাড়াও ছাপানোর সব খরচ বহন করেন। আল্লাহ্ তাকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন।

পুস্তকটি লেখা ও প্রকাশের সময় অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। মূল অনুলিপি তৈরির সময় আমার স্ত্রী ও সন্তানগণ বিশেষ ভূমিকা রাখেন। খসড়া প্রস্তুতের সময় বিষয়ের জন্য উদ্ধৃত আয়াত ও রেফারেন্স তোলার সময় কোন ভুল হলো কীনা তা যাচাইয়ের জন্য জামা'তের মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব দীর্ঘদিন ধরে তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার বাসায় এসে আমাকে সাহায্য করেছেন। মূল কপি ফটোকপি করার জন্য আমার ছোট শ্যালক জনাব কায়সার আলম সাহেবও যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করেছেন। পুস্তকটি ছাপার সময় আমার ভায়রা জনাব তাসাদ্দক হোসেন সাহেব আমাকে তার বাসায় রেখে পুস্তকের প্রুফ দেখার ব্যবস্থা করেন। এর জন্য সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কুরআন শরীফের কাজ। এ জন্য বেশ

সর্তকতার সাথে আমাকে চলতে হয়েছে। এরপরও আরও সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আরও কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা দেখার জন্য সদর মুরব্বী মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবকে দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করান। তারপর বইটি ছাপাতে দেয়া হয়। যার জন্য খুব একটা ভুল নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার ধারণা ছিল যে বইটি অনেকের উপকারে আসবে। বিশেষ করে যারা বক্তৃতা ও লেখালেখি করেন তাদের জন্য বইটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। দরসের জন্যও বইটি মোয়াল্লেম সাহেবদের সহায়ক হবে। কুরআন, হাদীস, মলফুজাত একসঙ্গে থাকায় দরস প্রদানে সুবিধা হবে। তবলীগের জন্যও বইটি বিশেষ অবদান রাখবে। আমার ধারনা যে অমূলক ছিলনা অনেকের মুখেই এর প্রশংসা শুনে তা প্রমাণিত হয়েছে। আমার প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়নি তার জন্য পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র নিকট হাজার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বর্তমান ন্যাশনাল আমীর সাহেব জামা'তের মাধ্যমে পুস্তকটি প্রচারের ব্যবস্থা করায় তার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বই লেখার কাজে ব্যস্ত থাকলেও জামা'তের কাজে কোন ত্রুটি করিনি। পূর্বেই এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এরপর আরও গুরুদায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়। যেটা আমি কখনও ভাবিনি।

২০০১ সালের নির্বাচনে আমাকে বগুড়া জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়। ঐ বছর জুলাই মাস থেকে আমি এই দায়িত্ব পালন করতে থাকি। তৎকালীন বগুড়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট রাজীবউদ্দিন আহমদ সাহেবের নিকট হতে আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করি। তিনি দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে জামা'তের অনেক খেদমত করেন। তবলীগের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক ভূমিকা রাখেন। আল্লাহ্ তাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। এই দায়িত্বাবস্থায় আমাকে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এর মধ্যে মোখালেফাত অন্যতম।

২০০৫ সালের প্রথম থেকেই তাহাফ্‌ফুজে খত্‌মে নবুয়ত নামের একটি সংগঠন বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের এ সব জামা'তের বিরুদ্ধে তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করে। এর ভেতর সুন্দরবন, নাখালপাড়া ও বগুড়া অন্যতম। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৪ নং বকশী বাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদেও হামলা করা হয়। এতে সদর মুরব্বী মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবসহ কয়েকজন আহত হন। কুরআন শরীফ সহ অনেক মূল্যবান পুস্তকাদিও পোড়ান হয়। বৎসরের প্রথম থেকেই তারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দিনক্ষণ ঠিক করে মাইক যোগে প্রচার করে যে তারা একলাখ লোক নিয়ে বগুড়া কাদিয়ানী মসজিদ ধ্বংস করে দেবে। ২০০৫ সালের ১১ই মার্চ এই দিন ধার্য করা হয়। বিষয়টি আমি কেন্দ্রকে জানাই। হুযূর (আই.)-কেও দোয়ার জন্য লিখি। বিরোধীদের এ কাজ প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্রীয় সদর মুরব্বী মওলানা বশিরুর রহমান ও রাজশাহীর তৎকালীন মোয়াল্লেম এহতেশামুল বশির আহমদ সাহেবদের পাঠান। আমরা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাই। স্থানীয় সংবাদিকদের নিয়ে মসজিদ ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করি। স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতাদেরও সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানাই।

নির্ধারিত দিনে কেন্দ্র থেকে সদর মুরব্বী মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুস সোবাহান সাহেব ও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ঢাকা থেকে আসেন। যতটা মনে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির ওয়ার্ড কমিশনার জনাব আমিনুল ফরিদ ও আরও কয়েকজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা বিপদগ্রস্থ আহমদীদেরকে সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য ক্যাম্পাসে আসেন।

নির্ধারিত দিনটি কী বার ছিল মনে নেই। স্থানীয় সাত মাথায় তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুয়তের নেতারা প্রায় আট-দশ হাজার মাদ্রাসার মৌলভী ও ছাত্রসহ লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হন। সাধারণ জনগণের কোন সমর্থন না পেয়ে তারা লাখের পরিবর্তে আট-দশ হাজার মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র নিয়ে জমায়েত হয়। সরকার তাদের প্রতিরোধ করার জন্য রাজশাহীর ডি.এস.পি সাহেবের নেতৃত্বে প্রায় তিন-চারশো পুলিশ সাত মাথায় সমবেত হয় এবং সাত মাথায় অবস্থানরত মৌলভীদের ঘিরে রাখে। বিরোধীরা সাত মাথাতেই জুমা বা যোহর নামায পড়ে। নামাযের পর তারা আমাদের মসজিদে আসার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন তারা পুলিশের সাথে আপোষ রফা করে। তারা বলে যে, তারা শুধু "কাদিয়ানীরা কাফের, তাদের মসজিদে নামায পড়বেন না" সাইনবোর্ডটি মসজিদের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দেবে। পুলিশ তাতে সম্মতি দেয় এবং সাইনবোর্ডসহ ৫/৬ জন নেতৃস্থানীয় মৌলভীদের পাহারা দিয়ে আমাদের মসজিদে নিয়ে আসে। আমাদের লোক সব সময় তাদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সাত মাথায় অবস্থান করেছিল। তাদের আসার সংবাদ পেয়ে আমরা পূর্বেই আমাদের মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসের সীমানায় দাঁড়িয়ে যাই। বিচারপতি আব্দুস সোবহান সাহেব ও অন্যান্যরা গেটের সামনে অবস্থান নেন। মসজিদের নিকট এলে ডি.এস.পি সাহেব অন্যান্য পুলিশ নিয়ে পাশের রাস্তায় থেমে যান। বগুড়া সদর থানায় ও.সি সাহেব মৌলভীদের নিয়ে মসজিদের দিকে অগ্রসর হলে আমাদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন। তখন আমাদের মওলানা সাহেবের সাথে ও.সি সাহেবের কথা কাটাকাটি হতে থাকে। ও.সি সাহেব বলেন, "এরা শুধু বাইরের দেয়ালে সাইনবোর্ডটি টাঙ্গাবে"। মওলানা সাহেব, ও.সি সাহেবের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। শান্তি রক্ষার জন্য এই সম্মতি দেয়া হয়। বর্তমান অফিসগৃহের বাইরের দেয়ালে তারা সাইনবোর্ডটি টাঙ্গায়। পুলিশ তাদের সহায়তা করে।

তখন মসজিদ ক্যাম্পাসে অনেক সাংবাদিক এসেছিলেন। পরদিন স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্রে এবং টেলিভিশন মিডিয়ার মাধ্যমে ঘটনাটি ছবিসহ প্রচারিত হয়। বি.বি.সি এর এক বিদেশী সাংবাদিকও টেলিভিশন ক্যামেরাসহ উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে আমাদের জামা'ত ও মৌলভীদের বিরোধিতা সর্ম্পকে ইংরেজিতে কিছু বলার জন্য বলেন। আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমার বক্তব্য বলি। টেলিভিশনে তা ধারণ করা হয় এবং পরে বিবিসির সংবাদে একাধিকবার প্রচার করা হয়। পরে জার্মান টেলিভিশন মিডিয়ায় বাংলা বিভাগের এক স্থানীয় সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা জার্মান থেকে প্রচার করা হয়।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন ক্যাম্পাস পুলিশ প্রহরায় ছিল। তারা ক্যাম্পাস পাহারা দেয়ার পরিবর্তে সাইনবোর্ডটি পাহারা দিতেই বেশি আগ্রহী ছিল বলে মনে হত। পাহারা উঠে গেলে আমরা সাইনবোর্ডটি খুলে ফেলি।

(চলবে)

প্রচ্ছদ কাহিনী–

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর জাতীয় কার্যালয় ৪, বকশিবাজার রোড, ঢাকায় আয়োজিত এক আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ সম্প্রীতি ও শান্তির পক্ষে কথা বলেন। "ধর্ম-সৌহার্দ্য-শান্তি" প্রতিপাদ্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর জাতীয় আমীর মোবাশশের উর রহমান এবং আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভেন সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, খ্রীশ্চিয়ান কলেজ অফ থিওলজী বাংলাদেশ-এর পাস্তর জেফ বস, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী বাসুদেব ধর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-বাংলাদেশের মুবাল্লেগ

ইনচার্জ ও নায়েব আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিত্র কুরআনসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। স্বাগত ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বহিঃসম্পর্ক ও গণ-যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আহমদ তবশির চৌধুরী বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বাঙ্গালীর হাজার বছরের ঐতিহ্য। আমাদের মাঝে বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকলেও আমরা একে অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের সেই লালিত ঐতিহ্য নানা কারণে আজ হুমকীর সম্মুখীন। বাংলায় একটি কথা প্রচলিত আছে যে, তেল আর পানিতে কখনো মিশেনা, কিন্তু আজ আক্ষেপ করে বলতে হচ্ছে, মুসলমানের পানি আর হিন্দুর জলও যেন আজ অনেক সময় মিশতে চায় না। এহেন পরিস্থিতি সমাজ ও দেশের জন্য কখনোই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

মূল আলোচনায় বক্তাগণ বলেন, সব ধর্মই মূলতঃ এই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যুগে যুগে আগত নবী-রসূল-অবতারগণ নিজ নিজ জাতিকে তাদের ভাষায় একই শিক্ষা প্রদান করে গেছেন। সময়, যুগ ও ভাষাগত পার্থক্যের কারণে পরবর্তীকালে মানুষ আগত নবী-অবতারগণকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক ধর্ম ও মতের সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি হয়েছে নানা দ্বন্দ ও সংঘাতের, যদিও তাঁরা সবাই একই আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। একে অন্যকে না জানার আর না বুঝার কারণে আজ এই বিভেদ ও সংঘাত।

একই সাথে বক্তাগণ সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদের উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কেবল অন্যের ধর্মকে নয় বরং আজ নিজ ধর্মের শিক্ষা থেকেও মানুষ অনেক দূরে সরে পড়েছে। বক্তাগণ বলেন, প্রকৃত ধার্মিক কখনই সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গী হতে পারে না। তাই তারা বলেন, এধরণের আয়োজনের মাধ্যমে একে অন্যকে জানা ও পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর করে সম্প্রীতির চিরায়ত ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার মধ্যেই রয়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণ। তারা আশা করেন, এই আয়োজন সম্প্রীতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে, সমাজ ও দেশের কল্যাণে অবদান রাখবে।

সংবাদ

বৃহত্তর রংপুর জেলার ৪র্থ আঞ্চলিক সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বৃহত্তর রংপুর জেলার ৪র্থ আঞ্চলিক সালানা জলসা ৬ ও ৭মার্চ, ২০১৫ মাহিগঞ্জ জামা'তের "মসজিদে অফিয়্যাত" প্রাঙ্গনে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় ৬ মার্চ ২০১৫ শুক্রবার বাদ জুমুআ। এতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. আসলাম আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব নাজমুশ সাকিব। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর বক্তৃতা পর্বে খাতামান নাবীঈন (সা.) শান্তির পরিচায়ক এবং তাঁর মাকাম ও মর্যাদা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন।

বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন ও সত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা বশিরুর রহমান। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শরীফ আহমদ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব জি, এম সিরাজুল ইসলাম। আল্লাহ্ তা'লার অতুলনীয় গুণাবলী ও অপার সৌন্দর্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এমটিএ-তে হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা শোনার পর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উপস্থিতিতে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর পরিচালনায় প্রাণবন্ত এক তবলিগী প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ৭ মার্চ ২০১৫ শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিটে শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লাজনা সদস্যা মোছাঃ আসমা বেগম, উর্দু নযম পাঠ করেন নাসেরাতদের দল। বক্তৃতা পর্বে বর্তমান অশান্ত অরাজক পরিবেশে আমাদের জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনে আহমদী নারীর ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

জলসায় তৃতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় শনিবার বিকাল ৩ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. এস, এম, রাশিদুল ইসলাম। উর্দু নযম পাঠ করেন আব্দুস সালাম। বক্তৃতা পর্বে আল কুরআনের অলৌকিক সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন। আত্ম-শুদ্ধিতে যুগ ইমামের শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা বশিরুর রহমান। বাংলা নযম পাঠ করেন মিজানুর রহমান। একজন আদর্শ আহমদীর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি।

জলসায় ৪৫৫ জন আহমদী পুরুষ, ২৮৮ জন আহমদী মহিলা, ২৪৮ জন অ-আহমদী পুরুষ ও ১০০ জন অ-আহমদী মহিলা মেহমানসহ মোট ১০৯১ জন সদস্য ও সদস্যা জলসায় যোগদান করেন। জলসায় ৬ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্। জলসার সংবাদ রংপুরের স্থানীয় ৩ টি বহুল প্রচারিত দৈনিক বাহান্নর আলো, যুগের আলো ও প্রথম খবর পত্রিকায় ছবিসহ ০৭/০৩/২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ মাহ্‌মুদুজ্জামান সৌখিন

কৃতি ছাত্র

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের তিফল জনাব মোহাম্মদ তাহের আহমদ ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত পি.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ভবিষ্যতে লেখা পড়ায় কৃতিত্ব অর্জনের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম

হবিগঞ্জ জামালপুরের ৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

গত ২০ মার্চ ২০১৫ বাদ জুমুআ বিকাল ৩ টায় হবিগঞ্জ জামালপুরে ৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. হুমায়ুন কবির। উদ্বোধণী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উর্দু নযম পেশ করেন এহসানুল হাবীব জয়। শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. আমীর হোসেন। মাগরিব ও এশা নামায জমার পর হুযূর (আই.)-এর খুতবা শ্রবণ করা হয় জলসাগাহ ও প্রতিটি বাড়িতে। খুতবা শেষ হওয়ার সাথে সাথে জলসা গাহে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয় মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে। এতে প্রায় ১৫ জন জেরে তবলিগ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে খুশী হন। এছাড়া বিকেলে চন্ডিছড়া চা বাগান থেকে ৫ জন হিন্দু জেরে তবলিগ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং উদ্বোধণী অধিবেশ শ্রবণ করেন।

পরের দিন সকাল ১০ টা হতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জামালপুরের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শফিক আহমদ চৌধুরী। এরপর জামালপুর জামা'তের ইতিহাস প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন স্থানীয় জয়ীম আনসারুল্লাহ্ জনাব ডাঃ রফিক আহমদ চৌধুরী। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় খেলাফতের ভূমিকা এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী। নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী। খাঁটি আহমদীয়া সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

সমাপনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সাব্বির আহমদ মুত্তাকী। নামায প্রতিষ্ঠা ও আমাদের করনীয় এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। খেলাফতের কল্যাণ ও গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। খাতামান নাবীঈনের নিগূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন অফিসার ৩য় আঞ্চলিক জলসা কমিটি। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এই জলসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, নাটাই, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণাবাড়িয়া, তালশর, বড়চর, পাগুলিয়া, সিলেট, বীরগাঁও ইত্যাদি জামা'তের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। জলসার রিপোর্ট ২টি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ হয়। দৈনিক হবিগঞ্জ "সমাচার" ও দৈনিক "বরফ বার্তা"

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

তেরগাতীর উদ্যোগে ১২তম আঞ্চলিক জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

গত ১৩/০৩/২০১৫ ও ১৪/০৩/২০১৫ রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিন ব্যাপী স্থানীয় তেরগাতী জামা'তে ১২তম আঞ্চলিক জলসা অত্যন্ত শানশওকত ও ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ১৩ মার্চ শুক্রবার বিকাল ৩ টায় উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর জনাব সাহাবউদ্দিন আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাজমুল হক। এরপর সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতার প্রমাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা শামসুদ্দীন আহমদ মাসুম। ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলনা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

এরপর আমন্ত্রিত অতিথি উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আইন উদ্দিন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধনী পর্ব শেষে এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্প্রচারিত জুমুআর খুতবা জলসাগাহ ও লাজনা জলসাগাহে টিভির মাধ্যমে সকলে মনযোগসহকারে দেখেন। হুযূর (আই.)-এর খুতবা শেষে প্রশ্নোত্তর আলোচনা শুরু হয়। এ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এতে একজন বন্ধু বয়আত করেন।

পরদিন শনিবার ১৪/০৩/২০১৫ তারিখে জলসার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ৯-৩০ মিনিটে। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব এম এ হান্নান, প্রেসিডেন্ট, কটিয়াদী জামা'ত। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার। এরপর খাঁটি আহমদীয়া সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা এ বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা করেন জনাব এহসানুল হাবীব জয়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক এ বিষয়ে আলোকপাত করেন মৌ.ওয়ালিউর রহমান। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব আশরাফ উদ্দিন ছোটন। এরপর দোয়ার তত্ত্ব ও আমাদের করণীয় এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট, তেরগাতী জামা'ত। বয়আতের ১০টি শর্ত ও আমাদের করণীয় ও আমাদের দায়-দায়িত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। বিকাল ৩-৩০ মিনিটে সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট, তেরগাতি জামা'ত। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। সম্মানিত অতিথি জনাব আলহাজ্জ তোফাজ্জল হোসেন খান কটিয়াদী পৌরসভার মেয়র এ জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। খাতামান নাবীঈনের তাৎপর্য এ বিষয়ে বক্তব্যর রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন।

আরবি কাসিদা পাঠ করেন আফজাল আহমদ ইয়াসিন ও তার দল। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব ডা: খালেদ আহমদ ফরিদ, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়। এতে স্থানীয় আহমদী ও মেহমানবৃন্দসহ ২০১৩ জন লোক এবং গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

নেত্রকোণায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৫/০৪/২০১৫ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহের নেত্রকোণা হালকায় দিনব্যাপী তবলিগী সভা ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা জনাব প্রকৌশলী ডা: হাফিজুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সানী আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব সামাদ আহমদ। এতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব প্রকৌশলী ডা: হাফিজুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ, জনাব আলহাজ্জ আব্দুল মজিদ, প্রেসিডেন্ট, নেত্রকোণা হালকা এবং মৌ. ফরহাদ আলী মোয়াল্লেম, ধানী খোলা। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ১৩ জন জেরে তবলীগসহ মোট ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৪জন বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আসাদ

তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৬-৭ মার্চ রোজ শুক্র ও শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা আক্তার, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, উথলী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। উক্ত ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ, সেলিনা আক্তার ও আমাতুল হাফিয সিথি। ক্লাসে শুদ্ধ কুরআন শেখার নিয়ম কানুন, উর্দু, অর্থসহ নামায শিক্ষা ও দোয়া সম্পর্কে আলোচনা হয়। এতে ১৬ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল হাফিজ সিথি

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ৩০/০১/২০১৫ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জামা'তের মুরব্বী মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ ও যয়ীম জনাব শাহিনুর রহমান। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সেলিনা আক্তার। শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমাতুল হাফিয সিথি। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। উর্দু নযম পাঠ করেন তাজবিহা রহমান রিয়া। তারপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য পেশ করেন মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ, জনাব শাহিনুর রহমান, সেলিনা আক্তার, সালমা নার্গিস, সালমা জুয়েল ও সিনথি রহমান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ-র উদ্যোগে চরসিন্দুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নির্দেশনায় স্থানীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। জলসার কার্যক্রম শুরু হয় মৌ. ওয়ালিউর রহমান-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর সীরাতুন নবী জলসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূচনা বক্তৃতা করেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। এরপর মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, ক্ষমা ও শান্তির দূতসহ মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন এবং মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান। নযম পাঠ করেন কৌশিকুজ্জামান ওমী ও প্রান্ত। শেষে প্রশ্নত্তোর সভা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় একজন ইমামসহ বেশ কয়েকজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

ক্রোড়ায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

গত ২৬ মার্চ ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে ২৬ মার্চ উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান গাজী মাজহারুল খোকনের সভাপতিত্বে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ ভূইয়া ও তানজিরুল হক আভাস অনুষ্ঠানের শুরুতে ২৬ মার্চ এর তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব শরীফ আহমদ ভূইয়া, শরীফ আহমদ চৌধুরী, এনামুল হক ইন্টু, মইনুল হক ভূইয়া এবং মৌ. আব্দুল হাকীম। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব গাজী মাজহারুল খোকন তার যুদ্ধরত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২ জন নন-আহমদীসহ মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাজী মাজহারুল খোকন

নওমোবাঈন তালিম তরবিয়ত ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৪/২০১৫ হতে ০৯/৪/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ছোনটিয়া জামা'তের একটি পকেটে চাঁনপুর পাহাড়ে নওমৌবাঈনদের নিয়ে একটি তালিম তরবিয়তী ক্লাস হয়। এই ক্লাসে পঞ্চাশ জন উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে নওমোবাঈনের সংখ্যা ২৩ জন, মেহমানের সংখ্যা ২৫ জন।

মওলানা রবিউল ইসলাম

“মজলিস খোদ্দমুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর বেনারে পহেলা বৈশাখ-উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা দান কর্মসূচী পালিত’

পহেলা বৈশাখ-১৪২২ বঙ্গাব্দ (১৪ই এপ্রিল-২০১৫খ্রি.) রোজ মঙ্গলবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সম্মানীত সদর সাহেবের সদয় অনুমোদন ও তত্তাবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের আন্তর্জাতিক মানব সেবা সংস্থা হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর বেনারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে বিভিন্ন সেবা দান কর্মসূচী পালিত হয়েছে। দিবসের দিন বাদ ফজর আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্মানীত আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন সাহেবের দোয়া পরিচালনার পর সকাল ৬.৩০ মি.-এ এখতিয়ার উদ্দিন শুভ-কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পরিচালনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে জেলা স্মৃতি সৌধ, ফারুকী পার্ক ও ডিসি মেলা এলাকায় দুটি ইউনিট-এর স্টল নিয়ে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করানো হয় এবং একটি ইউনিটে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ সনাক্ত করা হয়। প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে আমাদের হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর বুথগুলো পরিদর্শনে আসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মোশাররফ হুসেন, পুলিশ সুপার মো. মনিরুজ্জামান পিপিএম (বার.), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আজাদ ছাল্লাল, পৌর মেয়র মো. হেলাল উদ্দিন, আওয়ামীলীগের জেলা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র জনাব আল মামুন সরকার সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্যরা। এ সময় তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিশুদ্ধ পানিও পান করেন। চারপাশের স্বার্থসুলভ পরিবেশের মাঝে এই সংস্থা ও যুবকদের এরকম ব্যাতিক্রমধর্মী কর্মকান্ডের জন্য তারা ভূয়ষী প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদান করেন। দীর্ঘ সময় স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে তারা কথা বলেন এবং স্বতস্ফুর্তভাবে বুথের সামনে কর্মীদের নিয়ে জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যরা ছবি তুলেন। ব্যস্ত প্রোগ্রামের মাঝেও যথাসময়ে যোহর নামায বাজামা’ত আদায় করা হয়। তীব্র গরমে জনসমাগম মুখর এলাকায় তৃষ্ণার্থ মানুষেরা পানি পান করেন ও বিনয়ের সাথে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সন্ধ্যায় সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন মোহতরম কায়েদ সাহেব। প্রোগ্রামের পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমেলা সদস্যদের নিয়ে কায়েদ সাহেব জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-কে হিউম্যানিটি ফার্স্টের ক্রেষ্ট ও গেঞ্জি উপহার দেন। প্রোগ্রামের প্রতিবেদন স্থানীয় ০৮টি দৈনিক পত্রিকায় প্রশংসিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

দেলোয়ার হোসেন মুন্না

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সাইক্লিং র‍্যালির মাধ্যমে প্রতিবেশী ৩টি মজলিস ভ্রমণ ও বন্ধুত্ব সফর অনুষ্ঠিত

মোহতরম সদর সাহেবের সদয় অনুমতিতে গত ২৪ই এপ্রিল-২০১৫খ্রি. রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে অত্র মজলিসের পার্শ্ববর্তী ৩টি মজলিসে সাইক্লিং প্রোগ্রামের আওতায় সাইক্লিং র‍্যালি করে এক ভ্রমণও বন্ধুত্বতা মূলক সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৮.০০টায় দোয়াপর জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভর নেতৃত্বে ২১টি বাই-সাইকেল ও ২টি মোটর-সাইকেলে করে মোট ২৭জন খোদ্দাম আতফাল নিয়ে সাইকেল র‍্যালি যাত্রা আরম্ভ করে। এতে তালশহর, তারুয়া এবং নাটাই মজলিস সফর করা হয়। দিনব্যাপী এই প্রোগ্রামে প্রতিটি সাইকেল সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে লাইন করে র‍্যালিটি সফল করে। প্রায় ৩০-৩৫কিলোমিটার যাত্রা পথে এই সাইকেল সফরে যোগদানকারী খোদ্দাম আতফালরা ব্যাপক উৎসাহ ও আবেগ নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যা ৬.০০টায় আহমদী পাড়া হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সাইক্লিং প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সজীব আহমদ ভূইয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মক্তব ছাত্র-ছাত্রীদের ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আওতাধীন ৪টি মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদের ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা ২০১৫ গত ১৭ মার্চ রোজ মঙ্গলবার মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে দিনব্যাপী অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার প্রথম পর্ব প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বিকাল ৪ ঘটিকা থেকে ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এ অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মোহনা সিফাত স্নেহা এবং খন্দকার রাহাত আহমদ। নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন নায়েব আমীর। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোশারফ হোসেন। অতঃপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ এবং প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। উক্ত ইজতেমায় মোট নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৬ জন। সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

ফতুল্লা

গত ২৭ মার্চ বাদ জুমুআ ফতুল্লা জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাসেম বীর প্রতীক, প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাজমুল ইসলাম সরকার। নযম পাঠ করেন জনাব তালহা নূর সৌরভ। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব কামরুল হাসান সরকার। লুধিয়ানায় বয়আতের ঘটনা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ডা: আবু নাছের। নযম পাঠ করেন জনাব তানভীর আহমদ। এরপর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ। পরবর্তীতে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনি। সবশেষে উপস্থিত সকলকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষায় আমল করার আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাজী মোবাশ্বের আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ২৭/০৩/২০১৫ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন রেহেনা খায়ের, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হাদীস পাঠ করেন তানিয়া আহমদ। 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যকালের কথা' এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নাসেরাত নাজিয়া আহমদ ও মারিয়া ইসলাম প্রজ্ঞা। নযম পাঠ করেন শারমিন আরিফ। দোয়ার মাধ্যমে প্রধান অতিথি অনুষ্ঠান সমাপ্তি করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লাজনা ও নাসেরাত ছিল ১৪৪ জন।

শাহাজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও

গত ০৩/০৪/২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যতার প্রমাণ এ বিষয়ে আলোচনা করেন ভিকারুন নেসা লুনা, সেক্রেটারী মাল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম এ বিষয়ে আলোকপাত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী, ইশায়াত ও নওমোবাঈন সেক্রেটারী, তেজগাঁও। নযম পেশ করেন ভিকারুন নেসা লুনা। সর্বশেষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মানার গুরুত্ব ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের পটভূমি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী শারমিন আক্তার শিখা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

তারুয়া

গত ২৩/০৩/২০১৫ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়ার উদ্যোগে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব শামসুল হক মোল্লা, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়া। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল হক এবং মৌ. তাহের আহমদ। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা, উক্ত দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এই বিষয় এর ওপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব শাহিন আহমদ, মৌ. তাহের আহমদ, জনাব জহির আহমদ মিয়াজী এবং জনাব খলিল আহমদ। সভায় উপস্থিত ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জহির আহমদ মিয়াজী

হেলেঞ্চাকুড়ি

গত ০৩/০৪ ২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদ প্রাঙ্গনে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আফসার আলী, প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নাসের আহমদ রাসেল। নযম পেশ করেন মাসরূর আলম প্রভাত। দিবসটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও বয়আতের শর্ত মেনে চলার বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মৌ. শাহ আলম খান এবং এ, কে, এম নূরুল ইসলাম খান। সভাপতির ভাষন ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

শাহ্ আলম খান

চট্টগ্রাম

গত ২৩ শে মার্চ, ২০১৫ সোমবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামে মসজিদ বায়তুল বাসেত-এ মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আলহাজ্জ নেছার আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আনোয়ার আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব দৌলত আজিম সুমন।

এরপর বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এম আরিফুজ্জামান। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর রসূলপ্রেম তুলে ধরেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তুলে ধরেন মওলানা জাফর আহমদ।

এরপর সভাপতি তার বক্তৃতায় বর্তমান বিশ্বের বিরাজমান উত্তপ্ত পরিস্থিতির নিরসনের জন্য মসীহ মাওউদ (আ.)-এর খেলাফত ব্যবস্থাপনার আলোকে দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবসে ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলহাজ্জ নেছার আহমদ

ক্রোড়া

গত ২৮/০৩/২০১৫ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট ক্রোড়ার সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাকিব সারোয়ার। এতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব তৌফিক আহমদ ভূইয়া, মারুফুর রহমান সান্টু, এনামুল হক এবং মৌ. আব্দুল হাকিম। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ২ জন অ-আহমদীসহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাজী মাজহারুল খোকন

ময়মনসিংহ

গত ২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ বাদ আছর থেকে এশার নামায পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহের উদ্যোগে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জনাব প্রকৌশলী ডা: হাফিজুর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে এবং জনাব মোহাম্মদ হামিদুল হক এর কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব এবং মৌ. আসাদুল্লাহ আসাদ। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভার সভাপতি।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

উথলী

গত ২৬ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ উথলী বায়তুস সোবহান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মহিউদ্দিন রিপন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত ও নযম পাঠ করার পর মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের সত্যতার নিদর্শন ও তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সবশেষে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ শাহীনুর রহমান শাহিন

ফাজিলপুর

গত ০৩/০৪/২০১৫ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব নূর-এলাহী জসিম এর সভাপতিত্বে এবং জনাব আনোয়ার হোসেন এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। আমি কেন আহমদী হলাম এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব আনোয়ার হোসেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ রেজাউল হক খান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

তাহেরাবাদ

গত ২৩/০৩/২০১৫ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ আসর মসজিদ প্রাঙ্গনে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। নযম পাঠ করেন মাহিনুর রহমান কনক। এতে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব শহিদুল হক, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ও মৌ. ফরহাদ হোসেন। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্তি হয়। এতে ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ নূরনগর/ঈশ্বরদী

গত ২৩/০৩/২০১৫ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর/ঈশ্বরদীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট রওশনয়ারা। কুরআন তেলাওয়াত করেন দীপা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান নাবীঈন এর ওপর আলোচনা করেন মাহমুদা জাহান জান্নাত। নযম পাঠ করেন স্মৃতি। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ইশায়াতে ইসলাম এর ওপর আলোচনা করেন আফছানায়ারা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন মাকসুদা আকতার। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রসূল প্রেম এর ওপর আলোচনা করেন লাজলী জামান। দোয়ার মাধ্যমে দিবসটি সমাপ্তি হয়।

রওশনয়ারা

আপনার জামা'ত বা মজলিসের সংবাদ পাঠাতে নিচের ঠিকানায় ই-মেইল করুন
pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

কাফুরিয়া

গত ২৭ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ জালাল হোসেন, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাসুম আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আইয়ুব আলী। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে জনাব লিটন আহমদ, জনাব ওয়াজেদ আলী এবং মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৫১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জালাল হোসেন

জামালপুর (হবিগঞ্জ)

গত ১১/০৪/২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জামালপুর (হবিগঞ্জ) মসজিদ "বাইতুস সুবুহ"-তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস খুব সুন্দর ভাবে পালিত হয়। স্থানীয় জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন হতে তেলওয়াত করেন খালিক আহমদ চৌধুরী, নযম পরিবেশন করেন হৃদয় আহমদ চৌধুরী। এরপর যথাক্রমে উক্ত দিবসের আলোকে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব রফিক আহমদ চৌধুরী, মৌ. হুমায়ুন কবীর মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন। সভাশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

রাজশাহীতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ বাদ জুমুআ রাজশাহী জামা'তে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. এস, এম, গোলাম মোস্তফা। নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ জাফর ইকবাল। আতফালের মধ্য থেকে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন বেনজির হাসান হৃদয়। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর মহান পরিকল্পনা তাহরীকে জাদীদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এনামুর রহমানের। লাজনার পক্ষ থেকে আঞ্চলিক মুফাত্তিস মিসেস সাজলীনা রহমান বক্তব্য রাখেন ঐতিহাসিক ২০শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী ও জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান। বাংলা ভাষা ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ দুরদর্শিতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন আলহাজ্জ প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম। এরপর মওলানা মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অসাধারণ তাৎপর্য বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক

কেরেলখাতা

গত ২৬/০৩/২০১৫ রোজ বৃহস্পতিবার কেরেলখাতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন মোসাম্মাৎ রিমা আক্তার। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব ওমর ফারুক এবং সোহাগ আহমদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৫ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

পাথরঘাটা

গত ০১/০৪/২০১৫ রোজ বুধবার জনাব আলী হুসেন এর সভাপতিত্বে পাথরঘাটা হালকায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রিমা আক্তার। বয়আতের তাৎপর্য এবং আমাদের দায়িত্ব-এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পবিত্র দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী-এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. এস, এম মাহমুদুল হক। এরপর সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে ১৬ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত ০২/০৪/২০১৫ রোজ বৃহস্পতিবার খেলার ডাংগায় মসীহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়।

এস. এম মাহমুদুল হক

ভাতগাঁও-এ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ২০/০২/২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব নুরউদ্দীন আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইয়ামিন আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ সামিউল ইসলাম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হাবিব আহমদ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস কি এবং কেন এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

আব্দুর রউফ

ভাতগাঁও মজলিসের উদ্যোগে পিতা-মাতা দিবস পালিত

গত ১৩/০৩/২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ভাতগাঁও মসজিদে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে পিতা-মাতা দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন হাবিব আহমদ, জেলা কায়েদ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মেহেদী হাসান। এরপর বক্তব্য রাখেন সামিউল ইসলাম এবং হাদিয়া বেগম। সবশেষে প্রেসিডেন্ট এর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৬৮ জন্য উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুর রউফ

শুভ বিবাহ

* গত ১৮/১২/২০১৪ তারিখ মুমতারিন নাজনীন (রিমু), পিতা-মোহাম্মদ আক্কেল আলী, নিউসোনাতলা, শারিয়াকান্দি, বগুড়ার সাথে আবুল আতা মামুন, পিতা মৃত-আলী আকবার ভূঁইয়া, পশ্চিম শেউড়া পাড়া, মিরপুর, ঢাকার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪০/১৪

* গত ০৪/১২/২০১৪ তারিখ নুসরাত তাহেরা আক্তার (তানজিন), পিতামৃত-শাহ্ বাহাউদ্দিন, তছলিমা উদ্দিন রোড, মুন্সিপাড়া, রংপুর-এর সাথে জামিল হোসেন লিটন, পিতা-নঈম আহমদ, মেরীগাছা, নাটোর-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪১/১৪

* গত ১৮/১২/২০১৪ তারিখ তানজিরা রহমান, পিতা-শাহিনুর রহমান, উথলী, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গার সাথে আবুল বাসার (তছলিম), পিতা-আব্দুল আজিজ, lisper stveet WEG-234,2500 LIER BELGIUM-এর বিবাহ ৬,৫৭,০০০/- (ছয়লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪২/১৪

* গত ০৫/১২/২০১৪ তারিখ মনিরা খাতুন (রাখি), পিতা-আতাউর রহমান, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহীর সাথে সারেফিন জামান, পিতা-আনোয়ার হোসেন, মহাদান, সরিষাবাড়ীর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৩/১৪

* গত ২১/১২/২০১৪ তারিখ উম্মে মরিয়ম, পিতা-গোলাম আহমদ, কতোয়ালী, চট্টগ্রাম-এর সাথে আতাউর আলীম আদিল, পিতা-ফজলুর রহমান, মিরপুর-১, রোড, নং-৩, ঢাকা-১২১৬-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৪/১৪

* গত ২৪/১১/২০১৪ তারিখ ফারহানা নূর জুলিয়া, পিতা-নুরুল আলম তালুকদার, দক্ষিণ সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে সুলতান আহমদ লিটন, পিতামৃত-বজলুর রহমান, তারুয়ার বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৫/১৪

* গত ২৮/১১/২০১৪ তারিখ খাওলা দীন উপমা, পিতা মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ৭৩ নওয়াব গলীউল্লাহ্, মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে মোসাদ্দেক নাসের, পিতা-ওসমান গনি, ২৫ এন এস রোড, মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৬/১৪

* গত ২৭/১১/২০১৪ তারিখ খুকুমনি পারভিন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মোড়ল, ধানখালি, পশ্চিম কালিনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে তৌহিদুল ইসলাম (তুহিন), পিতা-আবু বক্কর ছিদ্দিক, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৭/১৪

* গত ১১/০৮/২০১৪ তারিখ শিরিন আক্তার, পিতা-সেলিম মিয়া, দশ মাইল, কাহারুল, দিনাজপুর-এর সাথে আবুল হোসেন, পিতা-মোখলেছুর রহমান, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৪৯,৯৯৯/- (উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত নিরান্নবই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৮/১৪

* গত ১৩/০১/২০১৫ তারিখ নুসরাত জাহান শিলা, পিতা-এম এ কাইয়ুম, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে নাজমুল হক, পিতা-ফজলুল হক, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৪৯/১৫

* গত ৩০/১১/২০১৪ তারিখ ফারহানা আক্তার ইভা, পিতা-শিশু মিয়া, উত্তর আহমদীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে নজরুল ইসলাম কাইয়ুম, পিতা-আবুল কাশেম, নরসিংদীর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চারলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫০/১৫

* গত ১২/১২/২০১৪ তারিখ তাসলিমা আক্তার (মনি), পিতা-মোকসেদ আলী, সাতপাই নেত্রকোনার সাথে সুমন আহমদ, পিতা-শরীফ আহমদ, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ৯৯,৯০০/- (নিরান্নবই হাজার নয়শত) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫১/১৫

* গত ০২/০১/২০১৫ তারিখ সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা-আব্বাস আলী, পাঁচশিশা, গুরুদাসপুর, নাটোর-এর সাথে আইনুল বিন হক, পিতা-আব্দুল হক, রাজারামপুর, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫২/১৫

* গত ০৩/০১/২০১৫ তারিখ ফাতেমা বেগম নীলা, পিতা-কামরুল হুসেইন পাটোয়ারী, ৮১৫ দক্ষিণ মৌরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূইয়া, পিতা-এহেসানুর রহমান ভূইয়া, ক্রোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৩/১৫

* গত ০৭/০২/২০১৪ তারিখ নুসরাত জাহান শান্তা, পিতা-সামসুল ইসলাম, পাঁচ পুরুলিয়া, পুরুলিয়া গুরুদাসপুর, নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, পিতামৃত-আব্দুল আজিজ মিয়া, বাগেরহাট-এর বিবাহ ৮৫,০০১/- (পঁচাশি হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৪/১৫

* গত ৩০/০১/২০১৫ তারিখ তানিয়া আকতার, পিতা আবুল মনসুর আহমদ, বেগমপুর চুয়াডাঙ্গার সাথে মোহাম্মদ রিজওয়ানুল হক, পিতা-মোহাম্মদ মকসুদুল হক, সবুজপাড়া, নীলফামারীর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৫/১৫

* গত ০৫/০২/২০১৫ তারিখ ফেহমীন রাহাত রাকী, পিতা- সাদেক মাহমুদ আখন্দ, ৬-খ. রোড-১, বাড়ী ১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে আতাউস সালাম চৌধুরী, পিতা-ফখরুল ইসলাম চৌধুরী VIALE VENTO-946100 mnm ANTOVA ITALY-এর বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৬/১৫

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত গত শুক্রবার ২৪ এপ্রিল-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২৪ এপ্রিল, ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর বলেন, আজকাল পাশ্চাত্যের তরুণ প্রজন্মের মাথায় একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, যদি কারো মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণ থাকে তাহলে তার আর ধর্মের প্রয়োজন কী? কেননা যারা ধর্মের অনুসারী তাদের চেয়ে এসব দেশে যারা ধর্ম মানে না তারাই চারিত্রিক গুণাবলীতে বেশি সমৃদ্ধ। এসব প্রশ্ন আমাদের সদ্য যৌবনে পা দেয়া ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের অভিভাবকদের করে তখন হয় তারা এর যথাযথ উত্তর দেয় না নতুবা তাদেরকে চুপ করানোর চেষ্টা করে, ফলে যুবক সমাজ মনে করে আসলেই ইসলাম ধর্ম সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ। তাই তারা ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। আর সময়ের সাথে সাথে খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিকে পরিণত হয়।

হুযূর বলেন, উন্নত নৈতিক গুণাবলী এবং ধর্মের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক কী তা মহানবী (সা.) আমাদের দেখিয়ে গেছেন তাঁর যাপিত জীবনের মাধ্যমে। তিনি ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে এর গুরুত্ব ও মর্ম আমাদের বুঝিয়েছেন। ইসলাম মানব প্রকৃতি সম্মত ধর্ম। ধর্ম মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ধর্ম, নৈতিক চরিত্র এবং মানুষের সকল প্রকার চাহিদার বিষয়টি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর একমাত্র ইসলামই সেই ধর্ম যা মানুষের পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ের মাঝে সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র সৃষ্টি করে।

হুযূর বলেন, নামধারী মুসলমান আলেমরা ধর্ম নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে, কথায় কথায় মানুষকে কাফির বা মুরতাদ আখ্যা দেয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ মনগড়া ইসলামী আইন প্রণয়ন করে যার সঙ্গে মহানবীর ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই– ফলে মুসলমান যুবসমাজও ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আজ ইরাক, সিরিয়া এবং গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের নামে যা কিছু হচ্ছে এর সাথে ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। মহানবী (সা.) হলেন, মানুষের জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধনকারী আর তাঁর আচরিত জীবন হলো আমাদের জন্য এর উৎকৃষ্ট আদর্শ।

এরপর হুযূর মহানবীর ভাষায় দোয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করেন। দোয়া ছাড়া মানুষের ঈমান পূর্ণতা পেতে পারে না। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেরূপ সম্পর্ক ঠিক তদ্রুপ দোয়ার সঙ্গে খোদার। দোয়া করার সময় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, আমাদের এই দোয়া গৃহীত হবে। আমরা যাকে ডাকছি তিনি সাহায্য করার জন্য ক্ষমতাবান। আর যার কাছে দোয়া করা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে তার সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক ও আকর্ষণ থাকা চাই। চোখ বন্ধ করে তাঁর কাছে আশ্রয়ের প্রত্যাশায় ছুটে যাও যেভাবে বিপদে সর্বপ্রথম মায়ের সাহায্য চাও।

হুযূর বলেন, যদি কোন জাগতিক রাজার সঙ্গে কারো ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে তাহলে দুনিয়ান মানুষ তাকে সমীহ করে চলে, তাহলে খোদার সঙ্গে যদি কারো নিবিড় এবং গভীর সম্পর্ক থাকে তাহলে মানুষ তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে না এমনটি কীকরে হতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, সম্পর্ক হতে হবে প্রগাঢ় এবং নিখাদ।

হুযূর বলেন, পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা আলোকিত মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়ার কারণে খোদার অস্তিত্বে অস্বীকার করে বসেছে। আর এক্ষেত্রে ধর্মের নামধারী ঠিকাদাররাও কম দায়ী নয়। কিন্তু আমাদের ওপর খোদার অপার অনুগ্রহ হয়েছে, তিনি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মানার তৌফিক দিয়েছেন আর তিনি আমাদেরকে ধর্মের মর্ম এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান দিয়েছেন। খোদার সঙ্গে সম্পর্ক ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলায় মানুষ আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে আর এরফলে তাদের চারিত্রিক উন্নতি হয় আর যাদের চরিত্র উন্নত তারা পার্থিব জগতেও উন্নতি করে আর এই উন্নতি হয় চিরস্থায়ী। এটিই ধর্মের সার্থকতা।

হুযূর বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর অনুসারীদের ভেতর এই বিপ্লবই সৃষ্টি করেছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির কল্যাণে তারা জাগতিক উন্নতিও লাভ করেছে। এমনকি তাদের খ্রিস্টান প্রজারা তাদের পক্ষ নিয়ে রোমান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তারা চেয়েছে আমাদের সরকার প্রধান খ্রিস্টানের চেয়ে মুসলমান থাকাই শ্রেয় কেননা তারা আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে এবং আমাদেরকে ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের শিক্ষা ও নিশ্চয়তা প্রদান করে।

হুযূর বলেন, আগুনের পাশে বসলে মানুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গরম গেলে পুণ্যের সাহচর্যে থাকলে মানুষ পুণ্যকে চিনবে না বা তা অবলম্বন করতে চাইবে না এটি কীকরে হতে পারে।

অতএব আমরা যদি চাই পাশ্চাত্যের এই বিরূপ পরিবেশেও আমাদের সন্তানরা সকল প্রকার জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে খোদার সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকুক তাহলে আমাদেরও পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খোদার সঙ্গে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। আর এই সম্পর্ক হতে হবে শতভাগ নিঁখুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ সবাইকে এর তৌফিক দিন।

কাবাবীর জামা'তের পক্ষ থেকে হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

ইসলামের নামে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে, এ লক্ষ্যে আহমদী শিক্ষার্থিদের একটি দল কাবাবিরে অবস্থিত হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ প্রদর্শনীর নাম রাখা হয় "ভালবাসা এবং শান্তির নামই– ইসলাম"। ২২ মার্চ হতে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলে টানা পাঁচদিন এবং শেষ হয় ২৬ মার্চ, ২০১৫ তারিখে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক এ মেলায় প্রদর্শিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, ইসলামী নীতি দর্শন সহ অন্যান্য পুস্তক সহ সমসাময়ীক বিভিন্ন বিষয়ে রচিত। এ পুস্তকগুলো ইংরেজী, রাশিয়ান, ফেঞ্চ, ইটালিয়ান, আরবী এবং হিব্রু ভাষায় প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

এ প্রদর্শনীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিতের সংকলন খরভব ড়ভ গঁযধসসধফ এর হিব্রু ভাষায় অনুদিত বইটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, যাতে ইহুদী দর্শনার্থীরা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনন্য সাধারণ জীবনচরিত সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে পারে। এছাড়া প্রচুর লিফলেট ও সাময়িকীও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূরা আল্ ফাতিহা, আল্ বাকারাহ্, আলে ইমরান এর হিব্রু অনুবাদ। তাছাড়া হিব্রু ভাষায় আল্ বুশরা পত্রিকাও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়, যা মূলত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কাবাবির কর্তৃক প্রকাশিত একটি আরবী পাক্ষিক সাময়িকী। উল্লেখ্য, এই পত্রিকাটি বিগত ৮০ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তক প্রদর্শনীর পাশাপাশি এখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওয়েবসইট www.alislam.org.il এর ব্যাপারেও দর্শনার্থীদের জ্ঞাত করা হয়, যাতে করে হিব্রুভাষীগণ সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন।

পাঁচদিনব্যাপী এ পুস্তক প্রদর্শনীতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন মতবিনিময় সভাও অনুষ্ঠিত হয় উদ্যোক্তা ও দর্শনার্থীদের মাঝে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারী ছিল ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা। এ আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্বে ইসলামিক দেশগুলোতে বিরাজমান অস্থিরতা এবং এসব সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় ইত্যাদি।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বাক-স্বাধীনতা সংলাপ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ছাত্র সংঘ সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধর্ম ও জাতির প্রতি সম্মান বজায় রেখে বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম ছাত্র সংঘ, যুক্তরাজ্য শাখা 'আইন অনুষদ' ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যে একটি সংলাপের আয়োজন করে।

এই সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতারা কীভাবে বাক-স্বাধীনতার ব্যবহার করছেন ও এর সীমা কতটুকু তা আলোচনা করা। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত এবং সোয়াস 'আইন অনুষদের' সহ সভাপতি মিস সাবিহা মোতালাহ ।

এই বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা নিরসনে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ কি হতে পারে তা জানতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আন্তঃর্জাতিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে গণমাধ্যমে বাক-স্বাধীনতা বিষয়টি বিতর্কিত হিসাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে অবস্থান নিচ্ছে এবং প্রশ্ন উঠেছে বৃহত্তর স্বার্থে এই অবস্থান কতটা যুক্তিযুক্ত!

শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর রফিক আহমদ হায়াত তার বক্তব্যে ইসলাম কীভাবে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দেয় তা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, গণমাধ্যমের দায়িত্ব হলো, ন্যায্য ও সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা এবং সরকারের দায়িত্ব হলো, সমাজের সবাই যেন এই মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তা সুনিশ্চিত করা। এটি যদি সমাজে প্রচলিত না হয় তবে তা একটি অসহনশীল সমাজে পরিণত হবে যা কারোই কাম্য নয়। 'সোয়াস' বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সহ সভাপতি মিস সাবিহা মোতালাহ আইনের দৃষ্টিতে বাক-স্বাধীনতার সীমারেখা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি দেশেই গণতন্ত্রের ধারনা ভিন্ন ও আইন প্রয়োগের বিভিন্নতার কারণে মত পার্থক্য বিদ্যমান। একটি ন্যায্য ও সুবিচারমুলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের উচিত স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

বক্তৃতাপর্বের পর দর্শকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এতে মওলানা আব্দুল কুদ্দুস আরিফ উত্তরদাতা প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই গঠনমূলক প্রশ্ন করেন যার ফলে এ সমস্যা নিরসনে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

এই আয়োজনে উপস্থিত সবাই মতামত দেন যে, বাক-স্বাধীনতার সীমারেখা দায়িত্বশীলতার সাথে নির্ধারণ করা উচিত। যেন তা কোনো ধর্ম বা মতের জন্যই কষ্টের কারণ না হয়। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম পালন ও সমাজে নিজ সম্মান বজায় রাখার অধিকার রয়েছে।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্য নিয়মিতভাবে প্রতিবছর শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে থাকে যেন সব ধর্মের প্রতি সমাজের সকল মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা বজায় থাকে।

সুইজারল্যান্ড জামাতের উদ্যোগে গৃহহীনদের মাঝে খাবার বিতরণ

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুইজারল্যান্ড গৃহহীনদের মাঝে খাবার বিতরণ করে এবং নববর্ষ উপলক্ষে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, সুইজারল্যান্ড জামাত প্রতি বছরের শেষ দিন ও নববর্ষের প্রথমদিনে এসব কর্মসূচী পালন করে আসছে।

গৃহহীন মানুষদের মাঝে খাবার বিতরণের উদ্দেশ্যে মসলিস আনসারুল্লাহ্, সুইজারল্যান্ডের উদ্যোগে Wigoltingen *(উইগলটিংগেন)* শহরের নূর মসজিদে খাবার প্রস্তুত করা হয়। এরপর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে রান্না করা খাবার পরিবহন করে জুরিখে নিয়ে যাওয়া হয় দুঃস্থ ও গৃহহীন মানুষদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশ্যে। এ মহতী কার্যক্রমে ৮ জন খোদ্দাম ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ ইমাম সাদাকাত আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমাপণী ভাষণও প্রদান করেন। উপহার বিতরণের মাধ্যমে এ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। পরদিন মধ্যরাতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং স্থানীয় পৌর-কর্তৃপক্ষের

উদ্যোগে নতুন বছরকে কেন্দ্র করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী পালন করা হয়, যা পরপর সপ্তম বারের মত পালিত হয়েছে। এ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে সর্বমোট ৫৮ জন খোদ্দাম এবং আতফাল এবং ৪ জন আনসার মাহমুদ মসজিদে সমবেত হন।

সংক্ষিপ্ত বৈঠকে কর্মপন্থা ঘোষণার পর রাত ১০:৪০ মিনিটে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের দু'টি দলে ভাগ করে দেয়া হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে একেকটি দল শহরের নির্ধারিত স্থানে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এ সময় দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম সাদাকাত আহমদ সাহেব।

মিটিং পয়েন্টে পৌছানোর পর স্থানীয় পৌরসভার প্রতিনিধি Mr. Michel Niels তাদের অভ্যর্থনা জানান। কাজ শুরু করার পূর্বে সকল অংশগ্রহণকারী– মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুইজারল্যান্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশেষ জ্যাকেট পরিধান করেন। অপরদিকে গ্লাভস, যন্ত্রপাতি এবং আবর্জনা রাখার থলে প্রদান করা হয় স্থানীয় পৌরসভার পক্ষ থেকে।

কর্মক্ষেত্র দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। মধ্যরাতে ফায়ারওয়ার্কস শেষ হওয়ার পরপরই প্রতিটি জোন-এ পরিচ্ছন্নতা অভিযান আরম্ভ করা হয়।

মধ্যরাত আড়াইটা পর্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলতে থাকে এবং এ সময় সিটি সেন্টারের বিভিন্ন স্থান থেকে ময়লা-আবর্জনা ও বোতল ইত্যাদি পরিস্কার করা হয়।

এরপর একাজে অংশগ্রহণকারী সবাই নির্ধারিত স্থানে সমবেত হলে স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি Mr. Michel Niels সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রতিবছর জামাতের এরূপ মহৎ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে চকলেট ও বিস্কুট বিতরণের মাধ্যমে এ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। গ্রুপ ফটো সেশনের পর সকল অংশগ্রহণকারী মাহমুদ মসজিদে ফিরে আসেন এবং সেখানে অংশ্রগহণকারীদের আপ্যায়ন ও নিদ্রা-যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এ দিন বা'জামাত তাহাজ্জুদ নামাযেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী সম্মিলিতভাবে প্রাতঃরাশের পর মসজিদ ত্যাগ করেন।

জার্মানির Siegen শহরে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

তবলীগ বিভাগের অধীনে জার্মানির Siegen শহরে ইসলাম সম্পর্কিত ২দিন ব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত কুরআনও উপস্থাপন করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জার্মান নাগরিকরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

সমসাময়ীক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন 'ইসলামী জিহাদ', 'ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা', 'ইসলামের শিক্ষা এবং আহমদীয়া জামাতের আদর্শ' ও 'নারীর অধিকার সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষামালা'র উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ বিভিন্ন ব্যানার দ্বারা প্রদর্শনী কেন্দ্রকে সজ্জিত হয়, যা সকল দর্শনার্থীর দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়।

প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং একটি প্রামান্য চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বসেবায় ইসলামের ভূমিকার কিছু দিক তুলে ধরা হয়।

সবশেষে এমটিএ'কে প্রদত্ত একটি সাক্ষাতকারে স্থানীয় পুলিশের প্রতিনিধি বলেন, ***"ইসলামী শিক্ষামালা সম্পর্কে জানার জন্য এটি আমাদের জন্য বড় একটি সুযোগ ছিল। ইসলামের সহনশীলতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে আজ আমরা যা শুনলাম তা বন্ধু-বান্ধবদের জানানো আমাদের কর্তব্য।"***

পুলিশ বিভাগের আরেকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ***"এই প্রদর্শনী দেখার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমার নেতিবাচক মনোভাব ছিল কিন্তু আজ এই প্রদর্শনী দেখার পর ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে ঘরে ফিরছি।"***

লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তবলীগি কার্যক্রম

লাতিন আমেরিকা, এটি বিশ্বের এমন একটি অঞ্চল যেখানে অধিকাংশ মানুষই দুর্নীতি, অপকর্ম এবং বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই প্রথম মেক্সিকোর (মেরিডা) Merida শহরে আশার বাণী এসে পৌছেছে। আমি আপন খেয়ালে একথা বলছি না বরং পুরো শহরবাসী এটি জেনে গেছে। চার্লী হাবডোর ঘটনার পর আমাদের একটি বৈঠকে চারুকলার একজন অধ্যাপক এটি জানার উদ্দেশ্যে আসেন যে, আমরা কারা এবং এই ঘটনায় আমাদের প্রতিক্রিয়া কি? তিনি বলেন, পুরো শহরবাসী আপনাদের সম্পর্কে কথা বলছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কিসের ভিত্তিতে একথা বলছো? সে উত্তরে বলে, আমার চারুকলার স্কুল শহরের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত, আমি আপনাদের মতামত জানার জন্যই আজ এখানে এসেছি।

ওয়াসীম সৈয়দ সাহেব মেরিডা শহরে আহমদীয়াতের বাণী প্রচারকদের অন্যতম। ৫ মাস সময়ের মধ্যে এখানে দ্রুততার সঙ্গে জামাতের বাণী ছড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকাতে প্রদত্ত হুযূরের জুমুআর খুতবার মাধ্যমে এই ধারা সূচিত হয়েছে।

২০১৩ সালের ১০ই মে'র খুতবায় হুযূর লাতিন আমেরিকায় আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে কাজ করছি কিন্তু সফলতার মুখ দেখছিলাম না, হুযূরের নির্দেশের পর এমন পরিবর্তন এসেছে যা আমরা ইতোপূর্বে কল্পনাও করতে পারতাম না। মেক্সিকো এবং আমেরিকাতে এখন তবলীগের নতুন দ্বার উম্মুক্ত হয়েছে। আমাদের মিশন হাউসের নিকটেই একটি রেডিও স্টেশন আছে, কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এই রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌছানোর অনুমতি চাই, এবং তিনদিন পর থেকেই তারা আমাদের বাণী প্রচারের উদ্যোগ নেয়। রেডিও ছাড়াও বিভিন্ন প্রদর্শনী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ব্যাপক সংখ্যায় লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে মেরিডা বাসীকে সাপ্তাহিক সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং ***'কফি কেক এবং ইসলাম'*** নামে এই সভাটি পরিচিতি লাভ করে। এবং এখন এর সুদূর প্রসারী ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে।

আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম কয়েকজন শিক্ষার্থী আমাদের মিশন হাউসে আসে এরপর একজন কৃষিবীদ এবং একজন ব্যবসায়ী আসেন আর এভাবে বিগত কায়েক মাসের মধ্যে এখানে ৪০জন আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। মেরিডার আহমদীগণ এই সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে বসে নেই বরং তারা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে পরিকল্পনা করছে।

আমরা সেখানে পৌছলে লোকেরা জানতে চায়, কবে আমরা মসজিদ নির্মাণ করবো? মেরিডাবাসীরা চায় এবং দোয়া করে যাতে এখানে মসজিদ নির্মিত হয়। হুযূর আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এটি সূচনা মাত্র কিন্তু অচিরেই আমরা মসজিদ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, ইনশাআল্লাহ্।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবনা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

এমটিএ বিজ্ঞপ্তি

mta INTERNATIONAL

DVBS থেকে DVBS- 2 Receiver পরিবর্তন

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বর্তমানে এম.টি.এ সম্প্রচার Eutelsat E-70B DVBS -2 তে শুরু হতে যাচ্ছে, যা বর্তমানে আমরা পুর্বের রিসিভার দ্বারাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আগামী ১লা জুলাই থেকে এম টি এ ২ ফুট ডিশের রিসিভার DVBS -2 (HD Receiver) এ রূপান্তর করতে হবে। যার ফলে আমাদের মে/জুন মাসের মধ্যে Receiver টি পরিবর্তন করতে হবে। অন্যথায় আমরা এম.টি.এ এর অনুষ্ঠান দেখা এবং হুযূর (আই.) এর খুতবা শোনা থেকে বঞ্চিত থাকব। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং ভুটান সহ এশিয়ার দর্শকরা খুবই উপকৃত হবে। Signal quality দিক থেকে খুব সহজে Signal পাওয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.)-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যার রিসিভারের আনুমানিকর মূল্য :
DVBS- 2 HD Receiver ৩০০০/-
নোট:- ডিস, রিসিভার, এলএনবি এবং ডিস ক্যাবল সহ ফুল সেটাপ আনুমানিক মূল্য - ৫০০০/-

MTA DISH SETUP SYSTEM

KU BAND (ছোট ডিস)

ABS-2 Satellite থেকে Eutelsat 70B-তে Dish নিম্নরূপে সেট করতে হবে।

Index and Starsat Receiver এর ক্ষেত্রে Setup Option

Menu

Add Channel Ok

Add New/ New TP Ok

TP Frequency - 11211

Symbol Rate - 05111

POL - H

Save Ok করতে হবে।

তারপর ডিস বর্তমান পজিশন থেকে আনুমানিক 1" পশ্চিম দিকে ঘোরাতে হবে এবং ½" নিচে নামিয়ে দিয়ে ডিস fix করলে নতুন ভাবে চালু হওয়া Muslim TV পাওয়া যাবে। এরপর নিম্নোক্ত নিয়মে বাংলা আনতে হবে।

Receiver এ বাটন Ok প্রেস করতে হবে তারপর নিচের কমান্ড অনুযায়ী রিমোটের (4) বাটনে চাপুন এর পর চার অক্ষরের ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হল- (0000 / 8331) এরপর Audio PID অপশনে গিয়ে নাম্বার- (2361) বসিয়ে Ok বাটনে চাপুন। সবশেষে ঝধাব এর ঘরে Ok করে Exit হতে হবে।

C-BAND বড় ডিস Asia-sat সচল থাকবে।

যাদের বড় ডিস আছে এবং বাংলা শোনা যায় না, তাদেরকে নিম্নোক্ত নিয়মে বাংলা আনতে হবে। প্রথমে রিমোটের Ok বাটনে চাপুন এর পর নিচের কমান্ড অনুযায়ী রিমোটের (4) বাটনে চাপুন এর পর চার অক্ষরের ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হল- (0000 / 8331) এরপর Audio PID অপশনে গিয়ে নাম্বার- 1077 বসিয়ে Ok বাটনে চাপুন। সবশেষে Save এর ঘরে Ok Ok বাটনে চাপুন এর পর Exit দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

C-BAND-এর ব্যাপারে আপাতত কোন নির্দেশনা নাই, বর্তমান রিসিভার দ্বারা এম.টি.এ দেখা যাবে। পরবর্তী কোন নির্দেশ পেলে আপনাদের যথা সময়ে জানানো হবে।

প্রয়োজনে:- মিনারুল:- ০১৭১৬৭৬৮৩৩১, আলতাফ:- ০১৭৩৫০৬২০৩৯, ধীমান:-০১৭৮৬২৬৭৮৩৮। এই নম্বর গুলোতে ফোন করুন অথবা আপনাদের সমস্যা SMS করুন যেন আমরা আপনাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি।

মোহাম্মদ খায়রুল হক
ইনচার্জ, এমটিএ ও অডিও-ভিডিও, বাংলাদেশ

এমটিএ দেখুন
পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 20th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

30th April, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com